ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-161 ■ 20 March, 2025 ■ আগরতলা ২০ মার্চ, ২০২৫ ইং ■ ৬ চৈত্র, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উৎকণ্ঠার অবসান, সুনীতাদের উদ্দেশ্যে নাসা

বাড়িতে স্বাগত

ফ্লোরিডা, ১৯ মার্চ (হি.স.)।। গিয়েছিলেন আট দিনের জন্য, কিন্তু কাটাতে হয়েছে দীর্ঘ ৯ মাস ১৩ দিন। অবশেষে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরে এলেন নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। ফিরেছেন তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোরও। ভারতীয় সময় অনুসারে, বুধবার ভোরে দুই নভশ্চরকে নিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে পৌঁছেছে স্পেসএক্স-এর ড্রাগন যান। মহাকাশযান ড্রাগন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর মেলে প্যারাশুট। তার পর ধীরে ধীরে সেটি নেমে আসে আমেরিকার ফ্লোরিডার কাছাকাছি সমুদ্রে। নাসা নিজস্ব ওয়েবসাইটে লিখেছে — 'বাড়িতে স্বাগত!' বিজ্ঞান মিশনের পর নাসার স্পেসএক্স ক্রু-৯ পৃথিবীতে ফিরে এসেছে।"

এখন সবাই পরিবারের সঙ্গে দেখা করবেন নাসার ওয়েবসাইট অনুসারে, নিক হেগ, সুনীতা উইলিয়ামস, বুচ উইলমোর এবং নভশ্চর আলেকজান্ডার গোরবুনোভ ইয়েস্টার্ন সময় অনুযায়ী বিকেল ৫:৫৭ মিনিটে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। স্পেসএক্স পুনরুদ্ধার জাহাজের দল মহাকাশযান এবং ক্রুদের উদ্ধার করে। তীরে ফিরে আসার পর, ক্রুরা হিউস্টনে নাসার জনসন স্পেস সেন্টারে উড়ে যাবে। সবাই সেখানে তাদের পরিবারের সাথে দেখা করবে। মঙ্গলবার নাসার স্পেসএক্স ক্রু-৯ আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সংস্থার নবম বাণিজ্যিক ক্রু রোটেশন মিশন সম্পন্ন করেছে। এটি মার্কিন উপসাগরের ফ্লোরিডার উপকূলে স্পেসএক্স ড্রাগন মহাকাশযান নিরাপদে অবতরণ করেছে।

জ্যানেট পেট্রো বললেন --- ট্রাম্পের কারণেই এটা সম্ভব হয়েছে "সুনিতা, বুচ, নিক এবং আলেকজান্ডার নিরাপদে বাড়ি ফিরে আসতে পেরে আমরা রোমাঞ্চিত," নাসার ভারপ্রাপ্ত প্রশাসক জ্যানেট পেট্রো এমনটাই বলেছেন। তিনি বলেন, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্দেশে নাসা এবং স্পেসএক্সের এক মাসের কঠোর পরিশ্রম সফল হয়েছে। নাসার এই ধরনের মিশন মানবতার কল্যাণের জন্য। হেগ এবং গোরবুনোভের ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখে দুপুর ১:১৭ মিনিটে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ দিনের জন্য কাটাতে হল দীর্ঘ ৯ মাস

ফ্লোরিডা, ১৯ মার্চ (হি.স.)।। গিয়েছিলেন আট দিনের জন্য, কিন্তু কাটাতে হয়েছে দীর্ঘ ৯ মাস। অবশেষে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে পৃথিবীতে ফিরে এলেন নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। ফিরেছেন তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোরও। ভারতীয় সময় অনুসারে, বুধবার ভোরে দুই নভশ্চরকে নিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে পৌঁছেছে স্পেসএক্স-এর ড্রাগন যান। মহাকাশযান ড্রাগন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের পর মেলে প্যারাশুট। তার পর ধীরে ধীরে সেটি নেমে আসে আমেরিকার ফ্লোরিডার কাছাকাছি সমুদ্রে।

পরিকল্পনামাফিক সেখানে আগে থেকে প্রস্তুত রাখা জাহাজে তুলে নেওয়া হয় সুনীতা এবং বুচকে। গত বছরের জুনে মহাকাশ স্টেশনে যাওয়ার পরে তাঁদের নভোযান বোয়িং স্টারলাইনারে যান্ত্রিক ত্রুটি ধরা পড়ে। ফলে মহাকাশেই আটকে পড়েছিলেন তাঁরা। বেশ কয়েক বার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভারতে আসার আমন্ত্রন প্রধানমন্ত্রীর

মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষ হত এক, ভাঙচুর, ঘায়েল বহু, জারি কার্ফু

ইমফল, ১৯ মার্চ (হি.স.) ।। মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা সদরের উপকণ্ঠে জোমি এবং মার উপজাতীয় মানুষের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। নিহতকে বছর ৫৩-এর জনৈক লালরোপুই পাখুমাতে বলে শনাক্ত করা হয়েছে।

আজ বুধবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের এক সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে চূড়াচাঁদপুর শহরের উপকণ্ঠে সংগঠিত হয়েছে সংঘর্ষের ঘটনা। গতকাল দুই জনগোষ্ঠীয় শীর্ষ দুই সংস্থা জোমি এবং মার-দের মধ্যে শান্তি মীমাংসা হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এদিন মার ইনপুই এবং জোমি কাউন্সিল জেলায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে এমন সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করতে এক শান্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এর কয়েক ঘণ্টা পর কতিপয় যুবক জোমি জঙ্গি সংগঠনের পতাকা নামানোর চেষ্টা করলে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়। সূত্রটি বলেন, জোমি জঙ্গি সংগঠনের পতাকা নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে হাতে হাতে লাঠিসোটা নিয়ে একদল মানুষ পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। চলে ভাঙচুরের ঘটনা। কেবল পাথর ছোঁড়াই নয়, জনতার মধ্যে থেকে বিবাদী পক্ষকে লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয়েছিল। পুলিশের সূত্র বলেছেন, তবে কে গুলি চালিয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়। জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে নিরাপত্তা বাহিনীকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষে উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা কর্মীরা কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছেন।

পুলিশ সূত্রের খবর, জোমি-মার সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা চূড়াচাঁদপুর জেলায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শহরে ফ্ল্যাগমার্চ করছে নিরাপত্তা বাহিনী। পরিস্থিতির ওপর কঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি মাইকযোগে জনগণকে ঘর থেকে না বেরনোর আহ্বান জানানো হচ্ছে।

এদিকে চূড়াচাঁদপুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ধরুন কুমার এস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'গতরাতে সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষই উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের এলাকায় শান্তি পুনরুদ্ধার এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি প্রয়োজন।' সকল অংশকে আর কোনও সহিংসতায় জড়িত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জেলাশাসক ধরুন কুমার এস বলেন, 'কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। এ ধরনের যে কোনও পদক্ষেপের বিরুদ্ধ কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি সকলকে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করা এবং যে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখলে বা আঁচ করলে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে জানানোর আহ্বান জানান। শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে আলোচনায় অংশ নিতে সব পক্ষের নেতাদের আহ্বান জানান জেলাশাসক ধরুন কুমার।

অন্যদিকে গতকাল গভীর রাতে সংঘটিত ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় জোমি স্টুডেন্টস ফেডারেশন তাৎক্ষণিকভাবে জেলায় বনধ-এর ডাক দিয়েছে।

চৈত্রমেলার ভিটি বন্টন নিয়ে অসন্তোষ

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে জমায়েত ও পরে পুর নিগম ঘেরাও ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। গতকাল রাতভর রাস্তায় অপেক্ষা করেও চৈত্র মেলার ভিটি বণ্টন নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। অভিযোগ উঠেছে, পুর নিগমের বণ্টন ব্যবস্থা সঠিকভাবে অনুসরণ না হওয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তারা। এ নিয়ে ক্ষুব্ধ ব্যবসায়ীরা প্রথমে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ি সামনে জমায়েত করে। যদিও পরে সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে না পেরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পুরনিগম গিয়ে নিগম ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান ব্যবসায়ীরা মেয়র দীপক মজুমদার ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের সমস্যা শোনেন এবং সমাধানের আশ্বাস দেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মেয়র বলেন, এবছর প্রায় ৩০০ জন ব্যবসায়ীকে চৈত্র মেলায় দোকান বণ্টন করা হয়েছে। পুর নিগমের নির্ধারিত তালিকা অনুযায়ী ব্যবসায়ীরা তাদের ভিটি পাবেন। তিনি ব্যবসায়ীদের সাবধান করেন, যাতে তারা দালালদের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণ অভিযুক্তকে ২০ বছরের সাজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ মার্চ।। নাবালিকা স্কুলছাত্রীকে অপহরণ ও ধর্ষণ করার অপরাধে উদয়পুরের অভিযুক্ত রাহুল দাসকে ২০ বছরের সাজা ঘোষণা করলো বিচারক।

গত ২১/৯/২০২২ ইং উদয়পুর চন্দ্রপুর এলাকার এক নাবালিকা স্কুল ছাত্রী উদয়পুর ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয় আসার সময় উদয়পুরের মুড়াপাড়ার মৃত অবনী দাসের ছেলে রাহুল দাস জোরপূর্বক মেয়েটিকে তুলে নিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে মেয়েটির বাবা এবং পরিবারের লোকজন মেয়েটির বাড়িতে না যাওয়া উদয়পুর মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যার নম্বর ৪৪/ ২২। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৬৩/ ৩৭৬ (২)/ ০৬ পকসো আইনে মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু হয় উদয়পুর মহিলা থানার পুলিশ।

পরবর্তী সময়ে মহিলা থানার পুলিশ অভিযুক্ত রাহুল দাসকে ধর্মনগরে এক ভাড়া বাড়ি থেকে নাবালিকা স্কুলছাত্রী সহ তাকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসে উদয়পুরে। দীর্ঘদিন শুনানির পর আদালতে এ মামলার ঘোষণা করা হয় বুধবার। সরকারি পক্ষের আইনজীবী পল্টু দাস সাংবাদিকদের সামনে বলেন দীর্ঘদিন শোনানির পর আদালত ১৬ জন সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করার পর আদালতের স্পেশাল জাজ শংকর লাল দত্ত বুধবার এই রায়ের ঘোষণা করে বলেন ৩৬৩ এবং ৩৭৬ ধারা অনুযায়ী আসামি রাহুল দাসকে তিন বছরের জেল ও জরিমানা করা হয়। তৎসঙ্গে ১০০০ টাকা অর্থদণ্ড এবং পকসো আইনে কুড়ি বছরের সাজা ঘোষণা করেন, তৎসঙ্গে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে এক বছরের জেল ঘোষণা করেন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহরে ঠিকাদারি কাজ নিয়ে রণক্ষেত্র, পুড়িয়ে দিল বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ মার্চ।। ঠিকাদারি কাজের বরাত নিয়ে রণক্ষেত্র কৈলাসহর জলসম্পদ বিকাশ দপ্তরের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয় প্রাঙ্গণ। বুধবার সকালে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। একটি মোটর বাইক আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে এবং এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। ঘটনার সূত্রপাত হয় যখন কিছু ঠিকাদার জলসম্পদ বিকাশ দপ্তরের কার্যালয়ে কাজের বরাত নিয়ে আলোচনা করতে আসেন। অভিযোগ, সেখানে উপস্থিত কিছু নিগো মাফিয়া ঠিকাদারকে কাজের অর্ডার কপি অফিস থেকে সংগ্রহ করতে বাধা দেয় এবং হুমকি দেয়। এর জেরেই উত্তেজনা ছড়ায়। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঠিকাদারের দলের সাথে নিগো মাফিয়াদের ঝামেলা চলাকালীন হঠাৎ করে একটি বাইকে আগুন লেগে যায়। এই অগ্নিসংযোগ কে করেছে সেটা জানা যায় নি। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে এবং বাইকটি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়।এই ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ বিশাল পুলিশ ও টিএসআর বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে এবং নিগো মাফিয়াদের এলাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

রোগীর মৃত্যু ঘিরে উত্তপ্ত জিবি হাসপাতাল চিকিৎসক নিগ্রহের অভিযোগে আটক দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠলো জিবিপি হাসপাতাল। মৃতের পরিজনদের দ্বারা শারীরিকভাবে হেনস্থার শিকার হলেন চিকিৎসক এবং নার্স। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে গোটা হাসপাতাল চত্বরে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসে জিবি ফাঁড়ি থানার পুলিশ।

ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানাতে গিয়ে জিবিপি হাসপাতালের এমএস শংকর চক্রবর্তী বলেন, গতকাল গভীর রাতে এক রোগীকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। স্ট্রোক হওয়ার পর হাসপাতালে ওই রোগীকে এনে মেডিসিন বিভাগে তাকে ভর্তি করানো হয়। তখনই তার অবস্থা আশঙ্কাজনক ছিল। কিন্তু চিকিৎসকরা সব ধরনের চেষ্টা চালিয়ে যান ওই রোগীকে সুস্থ করে তুলতে। কিন্তু আজ দুপুর নাগাদ ঐ রোগের মৃত্যু হয়। আর তাতেই ডাক্তারদের উপর চড়াও হয়ে ওঠেন রোগীর আত্মীয়-পরিজনেরা। কর্তব্যরত অবস্থায় থাকা একজন চিকিৎসক এবং নার্সকে শারীরিকভাবে হেনস্থা করেন মৃতের পরিজনেরা। যথারীতি খবর দেওয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড় ভাইয়ের সঙ্গে ঝামেলার খেসারত দিলেন ছোট ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ মার্চ।। উত্তর রামচন্দ্রঘাট চৌমুহনী এলাকায় এক ব্যক্তিকে বাড়ি থেকে ডেকে এনে নির্যাতনের পর রাতের অন্ধকারে উপার্জনের একমাত্র ভরসা দোকান ঘরটি ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। তাতে অসহায় হয়ে পড়েছে গরিব পরিবারটি।

বড় ভাইয়ের ঝামেলার খেসারত দিতে হলো ছোট ভাইকে। ঘটনা উত্তর রামচন্দ্রঘাট চৌমুহনী এলাকায়। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কোন এক বিষয়কে কেন্দ্র করে রানু নমঃ এবং তার মাকে এলাকারই কিছু দলীয় লোক ডেকে নিয়ে বলে তার বড় ভাই নাকি তাদেরকে বকাবকি করেছে। বড় ভাইকে খুঁজে এনে দিতে হবে বলেও ওই দলের লোকেরা জানায়। পরবর্তীতে গতকাল রাতে বিগত পাঁচ থেকে সাত বছর আগে গড়ে ওঠা সেই গরিব অসহায় ব্যক্তির উপার্জনের দোকান ঘরটি ভেঙে তছনছ করে দেয় দুষ্কৃতীরা। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানকে এই অবস্থায় দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন রানু নমঃ। উপার্জনের একমাত্র দোকান ঘরটি ভেঙ্গে তছনছ করে দেওয়ায় পরিবারটি অসহায় হয়ে পড়েছে। রানু নম: নামে ঐ ব্যক্তি জানান এই দোকানের পর নির্ভর করে পরিবার প্রতিপালন করে থাকেন তিনি। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চঞ্চলের স্মৃতিচারণ অনুষ্ঠানে মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। প্রয়াত শ্রমিক নেতা চঞ্চল মজুমদারের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হলো আজ সিআইটিইউ রাজ্য কার্যালয়ে। এদিনের স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, সিআইটিইউ রাজ্য সভাপতি মানিক দে সহ অন্যান্য নেতৃত্বগন।

উল্লেখ্য গত ১৫ই মার্চ প্রয়াত হয়েছেন শ্রমিক নেতা চঞ্চল ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চুরি যাওয়া সামগ্রী সহ আটক দুই চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। চুরি যাওয়া জিনিস সহ দুইজন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। আজ তাদের পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, ১৭ মার্চ রাতের আধাঁরে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৮ দফা দাবিতে শহরে কৃষক সভার মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ।। বিজেপি সরকারের আমলে রাজ্যের কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। তাই রাজ্যের সমস্ত সেচ প্রকল্প চালু করা সহ ৮ দফা দাবিতে রাজপথে মিছিলে সামিল হয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা। এদিনের মিছিলটি সার্কেস হাউজের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছে।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য সম্পাদক পবিত্র কর বলেন, রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ সেচ মেরামতের অভাবে অচল হয়ে রয়েছে। ফলে, কৃষকরা চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন। একাধিকবার জলসম্পদ উন্নয়ন দপ্তরের কাছে রাজ্যের সমস্ত সেচ প্রকল্প চালু করা এবং পুরোনো সেচ মেরামত করার দাবি জানানো হয়েছে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত সরকারের তরফ থেকে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি।

এদিন তিনি আরও বলেন, ভয়াবহ বন্যায় ত্রিপুরায় কৃষি সবচাইতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ধান, শাক সবজি সব কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা, গোমতী ত্রিপুরা সহ আরও অন্যান্য জায়গায় বন্যার কারণে জল সেচ নষ্ট হয়ে রয়েছে। তাই আজ কৃষকদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৮ দফা দাবিতে সোচ্চার হয়েছে সারা ভারত কৃষক সভা।

স্বামী ও বন্ধু মিলে দিব্যাঙ্গন স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ, ধৃত ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মার্চ ।। স্বামী এবং তার ৫ বন্ধুর হাতে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন দিব্যাঙ্গ মহিলা। এমনটাই অভিযোগ তুলে স্বামী সহ ছয়জনের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ ওই ঘটনায় অভিযুক্ত স্বামীকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে,রাজধানী আগরতলা শহরের যোগেন্দ্রনগর এলাকার রঞ্জিত দে এর ছেলে সুব্রত দে আমতলী থানার অন্তর্গত চৌমুহনী বাজার এলাকার এক মেয়েকে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়িতে ঘর জামাই হিসাবে বসবাস করত। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসের ৫ তারিখ সুব্রত দে সহ মোট ছয়জন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে মদের আসর জমায়। সুব্রত দে সহ তার বন্ধুরা আকণ্ঠ মদ্যপান করে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় দীব্যাঙ্গ গৃহবধুর উপর জোরপূর্বক ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ।

স্বামীর মদতে তার পাঁচজন বন্ধু মিলে ৭৫ শতাংশ দিব্যাঙ্গ মহিলাকে গণধর্ষণ করেছে। এমনটাই অভিযোগ তুলে গত ১৪ মার্চ আমতলী মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নির্যাতিত মহিলা। অভিযোগ হাতে নিয়ে আমতলী থানার সাব-ইন্সপেক্টর সুস্মিতা দেবনাথ এই মামলার তদন্ত শুরু করে। তদন্তে নেমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ২০ মার্চ,২০২৫ ইং
৬ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

উদ্বিগ্ন ভারত

বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র শান্তি ও সম্প্রীতির প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাশীল। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলিকেও এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ করিতে সচেষ্ট ভারত। গাজায় ক্রমাগত হিংসাত্মক কার্যকলাপ ভারতকে রীতিমতো ভাবাইয়া তুলিয়াছে। অবিলম্বে ইনসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করিতে ইসরাইলের প্রতি ভারতের তরফ থেকে আহ্বান জানানো হইয়াছে। অবিলম্বে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গৃহীত না হইলে সমস্যা জটিল হইতে আরো জটিলতার হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে। সার্বিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করিয়াই ভারত সরকার এই ধরনের সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে।

যুদ্ধবিরতি ফুরোতেই গাজায় বিমান হামলা চালাইয়াছে ইজরায়েল। মৃত্যু হইয়াছে ৪০০-র বেশি মানুষের। পশ্চিম এশিয়ার এই পরিস্থিতি নিয়া উদ্বেগপ্রকাশ করিল ভারত। বুধবার বিকেলে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে বিবৃতিতে সমস্ত পণবন্দির মুক্তির পক্ষে সওয়াল করিয়াছে নয়াদিল্লি। পাশাপাশি কঠিন সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানোর কথাও বলা হইয়াছে।বুধবার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল গাজায় সাম্প্রতিক হামলার ভারতের অবস্থান সংক্রান্ত বিবৃতি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেন। ওই পোস্টে বলা হইয়াছে, "আমরা গাজার পরিস্থিতি নিয়া উদ্বিগ্ন। সমস্ত পণবন্দিকে মুক্তি দেওয়া খুব জরুরি। আমরা পাশাপাশি গাজার মানুষদের জন্য মানবিক সাহায্য পাঠানোর দাবি জানাইতেছি।২০২৩ সালের অক্টোবর মাসে শুরু হয় ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের যুদ্ধ। দীর্ঘ ১৫ মাস ধরিয়া চলিতে থাকা রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অবসান হইয়াছিল সাম্প্রতিক ইজরায়েল-হামাস যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে। গত ১৯ জানুয়ারি যুদ্ধবিরতি শুরু হইয়াছিল। দু'মাসের যুদ্ধবিরতি চুক্তি শেষ হইতেই গাজায় ফের হামলা চালায় ইজরায়েল। সেই হামলায় মৃতের সংখ্যা ৪০০ ছাড়াইয়াছে। দাবি, তাঁহাদের মধ্যে বহু শিশু এবং মহিলাও রহিয়াছেন।

ইজরায়েলের এই হামলার প্রতি সমর্থন রহিয়াছে আমেরিকার। হোয়াইট হাউসের তরফে বিবৃতি দিয়া জানানো হয়, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে জানাইয়াই গাজায় হামলার নির্দেশ দেন বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। এই অবস্থায় ভারতের কূটনৈতিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পুরনো বন্ধু ইজরায়েলের পাশে দাঁড়াইয়া সমস্ত পণবন্দির মুক্তি দাবি করিল ভারত। পাশাপাশি বিশ্বগুরু ভারতের মানবিক মুখ রক্ষা করা হয়েছে গাজায় মানবিক সাহায্য পাঠানোর দাবি তুলে।

বাগুইআটি বাজারের কালীমন্দির থেকে ঠাকুরের গয়না চুরির কিনারার দাবি

উত্তর ২৪ পরগনা, ১৯ মার্চ (হি.স.): বাগুইআটি বাজারের কালীমন্দির থেকে ঠাকুরের গয়না চুরির কিনারা হল। বুধবার পুলিশের তরফে এই দাবি করা হয়। যদিও উধাও হওয়া গয়নার কতটা উদ্ধার হল, তার স্পষ্ট উত্তর মেলেনি।

গত মাসের শেষ সপ্তাহে চুরির ওই ঘটনা ঘটে। সেই ঘটনার তদন্তে নামে বাগুইআটি থানার পুলিশ। এরপরে সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা শুরু হয়। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে চুরি করে দুষ্কৃতি দমদম স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর লোকালে করে চম্পট দেয়।

এর পরে পুলিশ তিনটে দলে ভাগ হয়ে নদিয়ার চাকদা থেকে গহনাগুলি উদ্ধার করে। পাশাপাশি সেখান থেকে চোরকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার বিধাননগর পুলিশের ডিসি ঐশ্বর্য্য সাগর জানান, এই ঘটনার কিনারা করেছেন তাঁরা। তদন্তে খতিয়ে দেখেছেন প্রায় ২৫০টি সিসিটিভি ফুটেজ। প্রসঙ্গত, গত ২৩ ফেব্রুয়ারি রাতে বাগুইআটির চাউল পট্টির গোবিন্দচন্দ্র শেঠের বাজারের কালী মন্দির থেকে চুরি হয় কয়েক লক্ষ টাকার সোনার গয়না। এই ঘটনায় ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, বছর ১৪ আগে এই মন্দির থেকে প্রতিমার ২০ থেকে ২৫ ভরি সোনার গয়না চুরি হয়েছিল। সেই সময়ে পুলিশের তরফে বিস্তর আশ্বাস দেওয়ার পরেও চুরির কিনারা হয়নি। খোয়া যাওয়া গয়নাও ফেরত মেলেনি।

ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডে ৬৯জন বাংলাদেশির বিরুদ্ধে জারি লুকআউট নোটিস

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.): ভুয়ো পাসপোর্ট কাণ্ডে আরও কড়া লালবাজার। এবার অভিযুক্ত ৬৯ জন বাংলাদেশি নাগরিকের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই অভিবাসন দফতরকেও এই সংক্রান্ত চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে খবর। বুধবার পুলিশ সূত্রে এ খবর জানা গিয়েছে। সূত্রের খবর, ১২০ জন বাংলাদেশি নাগরিক এদের মাধ্যমে ভুয়ো নথি দিয়ে পাসপোর্ট তৈরি করেছিল। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই বর্তমানে বেপাত্তা। চার্জশিটে তাঁদের 'ফেরার' দেখিয়ে এবার পাকড়াও করতে তৎপর লালবাজার। ৬৯ জনের বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস জারি করে অভিবাসন দফতরকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে বলে খবর।

মৌলবাদীদের অত্যাচারে বাংলাদেশ অশান্ত হতেই ওপার বাংলার বাসিন্দারা কোনওমতে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা শুরু করে। সেই সময়ই ভুয়ো পাসপোর্ট চক্রের হদিশ পায় পুলিশ। প্রথমে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়। এরপরই প্রকাশ্যে আসে চাঞ্চল্যকর তথ্য। জানা যায়, গত কয়েকবছর ধরেই রমরমিয়ে চলছিল এই ব্যবসা। প্রতি পাসপোর্ট তৈরি করে দেওয়ার জন্য নূন্যতম ২ লক্ষ টাকা নিত এই চক্রের মাথা। এরপরই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

সুনীতা উইলিয়ামসের নাম পরিবর্তন করেছেন মমতা শুভেন্দু অধিকারী

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.): মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনায় ফের সরব হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এবার শুভেন্দুর অভিযোগ, সুনীতা উইলিয়ামসের নাম পরিবর্তন করেছেন মমতা। বুধবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ভুল কথা বলছেন। তিনি সুনীতা উইলিয়ামসের পরিবর্তে সুনিতা চাওলার নাম নিয়েছেন, এটা আমাদের দেশের মেয়ের অপমান। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী সুনীতা উইলিয়ামসের নাম পরিবর্তন করেছেন, এটা লজ্জাজনক।'

প্রসঙ্গত, এদিনই মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামসের ভারতরত্ন পাওয়া উচিত বলেই মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার বিধানসভায় সুনীতাদের উদ্দেশে অভিনন্দনবার্তা দিয়ে মমতা বলেন, "যে ভাবে তাঁরা যন্ত্রণা সহ্য করেছেন, সে বিষয়ে খোঁজখবর নিতাম।" কথায় কথায় মুখ্যমন্ত্রী এ-ও জানালেন, তিনি বর্তমানে মহাকাশ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনাও করছেন।

গত বছর ৫ জুন মহাকাশে পাড়ি দিয়েছিলেন সুনীতারা। কথা ছিল আট দিন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে কাটিয়ে পৃথিবীতে ফিরবেন তাঁরা। কিন্তু তখনও কেউ ভাবেননি আট দিনের সফর শেষ হবে ন'মাসে! মহাকাশযানে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় বার বার পিছোতে থাকে সুনীতাদের পৃথিবীতে ফেরার তারিখ। অবশেষে বুধবার ভোর ৩টে ২৭ মিনিট নাগাদ (ভারতীয় সময়) সুনীতারা পৃথিবীতে ফেরেন।

সংবিধানের প্রথম কপির অলঙ্করণ করেন নন্দলাল বসু, ফিরে দেখা সোনালি ইতিহাস

বিশ্বদীপ দে।। তাঁর ছবির সঙ্গে অজান্তেই আমাদের পরিচয় ঘটে যায় শৈশবে। 'সহজপাঠ' বইয়ে তাঁরই করা 'লিনোকাট' দেখে শিল্পের প্রথম উন্মেষ ঘটে জীবনের সকালবেলায়। তবু নন্দলাল বসু কেবল বাংলার নন। এদেশের ইতিহাসের সোনালি অধ্যায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে রয়েছে তাঁর নাম। ৭৬তম সাধারণতন্ত্র দিবসের সামনে দাঁড়িয়ে আমাদের কি মনে পড়ে যাবে না কিংবদন্তি শিল্পীকে? তবু প্রশ্ন জাগে, আত্মবিস্মৃত বাঙালি কি মনে রেখেছে সেই অবিস্মরণীয় ইতিহাস? ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন হল। কিন্তু স্বাধীন হলেই তো হল না। সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে চাই মজবুত সাংগঠনিক ভিত্তিপ্রস্তর। আর সেই লক্ষ্যেই রচিত হয় ভারতীয় সংবিধান। ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় প্রস্তাবিত সংবিধান। যা আনুষ্ঠানিক ভাবে কার্যকর হয় ২৬ জানুয়ারি। সেদিন থেকেই এদেশে সংবিধানের শাসন শুরু। আর তাই এই দিনেই পালিত হয় সাধারণতন্ত্র দিবস। সংবিধান লিখিত হওয়ার পর জওহরলাল নেহরুর স্বপ্ন ছিল ভারতবর্ষের সনাতন রূপ, রং যেন সংবিধানের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে থাকে। আর তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, সংবিধানের প্রথম কপিটি ছাপা হবে না। প্রাচীন ভারতীয় পুঁথির মতোই আদ্যন্ত হাতে লেখা হবে সেটি। কে লিখবেন? সেই দায়িত্ব পান প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদা। স্বনামধন্য এক ক্যালিগ্রাফার। নেহরু জানতে চান, তিনি এর জন্য কত সম্মানদক্ষিণা প্রত্যাশা করেন। জবাবে প্রেমবিহারী বলেন, "একটি পয়সাও চাই না। ঈশ্বরের দয়ায় আমার সবই আছে। আমি আমার জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট। কিন্তু আমার একটি দাবি রয়েছে। সংবিধানের প্রতিটি পাতায় আমি আমার নামটি লিখে দেব। আর শেষ পাতায় আমার নামের সঙ্গে থাকবে আমার পিতামহের নাম।" তবে মূল সংস্করণটির ক্যালিগ্রাফি তিনি করেও হিন্দি সংস্করণটির দায়িত্বে ছিলেন বসন্তকৃষান বৈদ্য। কিন্তু কেবল সুলিখিত হলেই তো হবে না। পাতায় পাতায় চাই শৈল্পিক স্পর্শ। সেই দায়িত্ব কে নেবেন? জওহরলালের মনে পড়ে যায় নন্দলালকে। কেন তাঁকেই দেওয়া হয়েছিল এই দায়িত্ব? সম্ভবত দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রীর মাথায় ছিল কয়েক বছর আগের কথা। ১৯৩৮ সালে হরিপুরা কংগ্রেসের মঞ্চ সাজানোর দায়িত্ব নন্দলালকেই দিয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধী। গুজরাটের সেই গ্রামেই সেবার বসেছিল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন। অসংখ্য পোস্টার তৈরি করেন নন্দলাল। হ্যান্ডমেড পেপারে প্রাকৃতিক উপাদান ব্যবহার করে অসামান্য শিল্পরূপ সৃষ্টি করেন তিনি। শিকারী থেকে সুরকার, ছুতোর কিংবা তাঁতি- সাধারণ মানুষের ছবিতেই তিনি চমকে দেন। আলাদা করে বলাই যায় সৈকতে ধরে গান্ধীর হেঁটে যাওয়ার ছবিটির কথা।

আসলে নন্দলাল বসুর কাছে শিল্পসৃষ্টি ছিল উপাসনার মতো। শোনা যায়, ছবি আঁকায় মগ্ন শিল্পীকে দেখলে মনে হত যেন ধ্যানরত কোনও তপস্বী! আঁকার সরঞ্জামের পাশেই শোভিত হত একটি জলের পাত্র। সেখানে ভাসত ফুল। জ্বলত ধূপ। ফলে সুগন্ধে ম ম করত চারদিক। তাঁর ছবি আঁকা যেন অনন্তের সাধনা। সহজের মধ্যে সত্যকে স্থাপন করার এমন দক্ষতা কজনেরই বা থাকে। এহেন শিল্পীকেই তাই মনে পড়ে গিয়েছিল জওহরলালের। আধুনিক ভারতীয় শিল্পের অন্যতম অগ্রদূতের হাতেই তিনি সঁপেছিলেন হাতে লিখিত সংবিধানের পাতায় পাতায় সনাতন ভারতবর্ষকে চিত্রিত করার দায়িত্ব। সেই সময় শান্তিনিকেতনেই ছিলেন শিল্পী। তিনি সানন্দে রাজি হলেন এমন প্রস্তাব পেয়ে। সঙ্গে রাখলেন কলাভবনেরই কয়েকজন শিক্ষার্থীকে। যাঁর মধ্যে অন্যতম তাঁর ছাত্র জবলপুরের বেওহর রামমনোহর সিং। যদিও পুরো বিষয়টির নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নন্দলালই। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক রংকে ব্যবহার করে কাজটি করেছিলেন নন্দলাল। এঁকেছিলেন মোট ২২টি ছবি। পুরাণ থেকে ইতিহাস ছুঁয়ে স্পর্শ করেছিলেন এদেশের অন্তরাত্মাকে। কী কী ছবি ছিল সেই তালিকায়? রামায়ণ-মহাভারত থেকে টিপু সুলতান, বুদ্ধ, সম্রাট অশোক থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, রথের দৌড়- অসামান্য সব ছবি এঁকেছিলেন। যা আজও নন্দলাল বসুর শিল্পসৌকর্যকেই তুলে ধরে। এদেশের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যকে এভাবে চিত্রিত করা ছিল কত কঠিন! অথচ তিনি তা করেছিলেন যেন অপরিসীম সহজতায়। পরবর্তী সময়ে ভারতরত্ন, পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ ও পদ্মশ্রী পুরস্কারের প্রতীকগুলির নকশাও নির্মাণ করেছিলেন তিনিই। মানচিত্রগুলির সচিত্রকরণও তাঁর হাতেই। সেই সমস্ত কাজ মৃত্যুর কয়েক দশক পরেও তাঁকে 'জীবন্ত' করে রেখেছে শিল্পানুরাগী জনমানসে। আরও এক সাধারণন্ত্র দিবসে পৌঁছে ভারতীয় সংবিধানের রূপকারদের পাশাপাশি নন্দলাল বসুকেও স্মরণ করা আমাদের অবশ্যকর্তব্য। সেই সঙ্গে নতজানু হতে হবে প্রেমবিহারী নারায়ণ রায়জাদার মতো অসামান্য ক্যালিগ্রাফি শিল্পীর সামনেও। তাঁদের যৌথ পরিবেশনায় নির্মিত হয়েছিল সংবিধানের প্রথম কপি। আদ্যন্ত হাতে লেখা ও আঁকা সেই কপি আজও বিস্ময়ের উদ্রেক ঘটায়। ভাবায়। শ্রদ্ধাবনত করে রাখে।

বিস্মিত জলজ চাহনিতে আমি এক যাযাবর

সুবীর পাল

"আমি এক যাযাবর, পৃথিবী আমাকে আপন করেছে, ভুলেছি নিজের ঘর, আমি গঙ্গার থেকে মিসিসিপি হয়ে, ভলগার রূপ দেখেছি, অটোয়ার থেকে অস্ট্রিয়া হয়ে, প্যারিসের ধুলো মেখেছি...।" ভূপেন হাজারিকার এমনতর কালজয়ী গান প্রতিটি বাঙালির হৃদয়ে আজও গাঁথা রয়েছে গোধূলির আকাশে শুকতারা হয়ে। এখানের মাধুর্যে বাঙালি মন যেন হয়ে ওঠে ক্ষণিকের যাযাবর। এমন যাযাবর, সে যেন নিজ ভূম ছেড়ে চলেছে তো চলেছেই। অনন্তের অভিযাত্রায়। তাইতো পথের ক্লান্তি ভুলে...কত দূর আর কত হেমন্ত সুরে শ্রান্তি মিটিয়ে বনলতাকে স্মরণ করে, "হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে, সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি। একারণেই হয়ে উঠেছি আমি এক যাযাবর বিলাসী মন। গানের কণ্ঠে। কবিতার লাইনে। ইতিহাসের পাতায়। প্রান্তিক সমাজে। জীবন কষ্টিপাথরে। আর সেই জন্যেই হয়তো এই পথেই জীবন এই পথেই মরণ আমাদের।" আবার ক্যানভাসের রঙবর্ণ জগতে ভিনসেন্ট ভ্যান গগের বিশ্বখ্যাত তৈলচিত্রেও কি নৈসর্গিকই না যাযাবর হয়ে উঠেছে তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।

এটা ঠিক বাস্তবের অসীম অবয়বে যাযাবর জীবন যেমন মননের অভিসারে, কবিতার অন্তমিলে বা গানের যতিতে, তৈলচিত্রের তুলিতে স্থবির হয়ে উঠেছে বারেবারে, তেমন ইতিহাসের পাতায় স্মরণ উপকরণেও মানুষের এই জীবনযাত্রা অতি বহুল প্রাসঙ্গিক হয়েছে অনন্ত ধারাবাহিকতায়।

মনুষ্য জীবনের সমাজবদ্ধ পর্বের সূচনাতেই তো যাযাবর মনস্ক অভিপ্রায়টা প্রাধান্য পেয়ে এসেছে এই পৃথিবীতে ভীষণ ভাবে। কোনও গোষ্ঠী যখন বাসাহীন, অথচ এক প্রান্তর থেকে ভিন্ন দিগন্তে ছুটে যায় এক অদ্ভুত জীবনী নেশায়। পেশায় কখনও মৎস্য বা পশু শিকার। আবার পশুপালন তো নেশা ও পেশার মেলবন্ধনে দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে ঘনঘন। এমন যাযাবর ব্যবহারিক নিদর্শন আপাতত দৃষ্টিতে প্রথম সন্ধান মেলে প্রায় দেড় কোটি বছর আগে। পৃথিবীতে তখন প্রথম আদি মনুষ্য সংস্করণ "হোমো হ্যাবিলিস" আবির্ভাব সুচিত হয়েছে চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুসারে। যদিও এই মানব প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে গেছে, তবে এরা ছাদহীন অবস্থায় পশুশিকারেরই স্বচ্ছন্দ ছিল। এছাড়া ইতিহাস সাক্ষ্য, এরা কখনই একস্থানে বসবাস করার বান্দা ছিল না। প্রায় একই জীবনধারা লক্ষ্য করা গিয়েছে নানা গবেষণার মাধ্যমে যে আনুমানিক তিন লক্ষ বছর আগে নিয়ান্ডার্থাল ও চল্লিশ হাজার বছর পূর্বের ক্রোম্যাগননদের মধ্যে। ক্রোম্যাগননকে প্রথম স্তরের ইউরোপীয় আধুনিক মানুষ হিসেবে বিবেচিত করা হয়। এরাও আক্ষরিক অর্থে যাযাবর জীবনযাপনকেই জীবনের একমাত্র সামাজিক শর্ত হিসেবে মেনে নিয়েছিল।

যাযাবর প্রসঙ্গে সারা বিশ্বে ফোকাস ঘোরালে প্রতিটি মহাদেশেই এর অস্তিত্ব মেলে অত্যন্ত প্রত্যন্ত অঞ্চল জুড়ে। এমনকি সিংহভাগ দেশেই যাযাবর জীবন হয় ইতিহাসের সাক্ষীতে পরিণত হয়েছে, নয়তো কোথাও কোথাও এর সাক্ষ্য বর্তমানেও বহমান। এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে আফ্রিকার দক্ষিণাংশে পাওয়া যায় সান বা কুশম্যান উপজাতির উপমা। সাধারণ এরা নামিবিয়া ও বতসোয়ানায় বসবাসকারী জগতের আধুনিক মানুষ হিসেবে অন্যতম প্রাচীন যাযাবরের মান্য পায়। এরা শিকারে অত্যন্ত দক্ষ ছিল এবং ধারালো অস্ত্র তৈরিতে ছিল ওস্তাদ। কুখ্যাত কালাহারি মরুভূমিতেও এদের অবাধ গতিবিধি সাধারণ মানুষকে হতবাক করে বৈকি। রাশিয়ার সাইবেরিয়ায় এখনও হাড় হিম ঠান্ডায় বেশকিছু যাযাবর গোষ্ঠীর সন্ধান মেলে। তাতার, তুংগুস, ইভেনক, সামি প্রভৃতি সাইবেরিয়ান যাযাবর উপজাতিদের মৎস শিকার হলো প্রধান উপজীর্য। কবি নজরুলের বিদ্রোহী কলমে উঠে এসেছে বেদুইন আখ্যান। তিনি লিখেছেন, আমি বেদুইন, আমি চেঙ্গিস, আমি আপনারে ছাড়া করি না কাহারে কুর্ণিশ। আরব দুনিয়ায় এই বেদুইন উপজাতি প্রকৃতই যেন কাউকেই পরোয়া করতে নারাজ। স্বভাবে এরা উগ্র স্বভিমানী যাযাবর উপজাতি। কঠোর সামাজিক অনুশাসন ও পারিবারিক মর্যাদাবোধ এদের প্রখর। ইজরায়েলের নেগেভ মরুভূমি, মিশরের সিনাই উপদ্বীপে, জর্ডানের ওয়াদিরাম প্রমুখ এলাকায় এদের গতিবিধি আজু যথেষ্ট লক্ষ্যনীয়। যাযাবরের বিষয়ে পর্যালোচনা করলে একটি দেশের সম্পর্কে আলোকপাত না করলে পুরো ব্যাপারটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। দেশটির নাম মৌরিতানিয়া। ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের শাসন থেকে এই উপনিবেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। এটি আফ্রিকার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত। এটি এমন

একটা স্বাধীন রাষ্ট্র, যার মোট নাগরিকদের ৮৫ শতাংশ ছিল যাযাবর গোষ্ঠী সমৃদ্ধ। মাত্র ৫০ বছর পূর্বে দেশটির ছিল এমনই চালচিত্র। হাওয়ারা, ওলদ সাইদ, তারশিন, সাহরাউই নামক উপজাতিগুলো এখানকার যাযাবর গোষ্ঠী হিসেবে সুপরিচিত। মরুভূমি সহ শুষ্ক অঞ্চলে এরা পর্যায়ক্রমে বসবাস করতো। কৃষিকার্যই এদের জীবিকার মূল স্তম্ভ। তবে সাংস্কৃতিক দিক থেকে এরা যথেষ্ট উন্নত মনস্ক। মজার বিষয় এটাই, এদের জগতে বিয়ের ক্ষেত্রে স্লিম পাত্রীর থেকে স্থূলকায় কনের কদর অত্যন্ত বেশি। আরও অবাক বিষয় হলো স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর মৌরিতানিয়ার প্রথম যিনি প্রেসিডেন্ট হোন তাঁর নাম মহম্মদ হমেদ উলদ দিদ্দাহ। তিনিও জন্মগ্রহণ করেছিলেন স্থানীয় এক যাযাবর পরিবারে। অবাক করা বহু বিস্ময়কর আরও ঘটনা হিরে মানিক্যের মতো জ্বলজ্বল করে বহু দলীয় এই যাযাবর জীবন উপাখ্যানে। প্রকৃতির কবি জীবনানন্দের বর্ণনায় তাইতো উচ্চারিত হয়েছে, "সে কোন সুদূর মরুর মনে চলে গেছ। হায়, যাযাবর তুমি সেইখানে কি মিলবে বনহংসী বাঁধা বাসা! যাযাবর প্রসঙ্গে কবির চিন্তনেও ফুটে উঠেছে একরাশ বিস্ময়। এই প্রবল বিস্ময় সাহরাউই উপজাতিদের জীবন গাঁথাতেও ঘিরে থেকেছে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে। ভয়ঙ্কর গরমের জন্য এরা দিনে না হেঁটে অন্ধকারে যাত্রা শুরু করে। আকাশের নক্ষত্র দেখে এরা দিক নির্ণয় করে প্রয়োজন মতো। অনেকেরই বিশ্বাস, পশুদের আচরণ দেখে এরা আগাম অনুমান করতে পারে কখন বালুঝড় হতে পারে। সাহারা মরুভূমিতে উট সহযোগে টানা তিন সপ্তাহ হটিতে সক্ষম সাহরাউইরা। অন্যদিকে তুষার যাত্রাতে রীতিমতো চৌখস মধ্য এশিয়ার কিরগিজরা উপজাতি। এরা তুষারপাত উপেক্ষা করে দিনে ও রাতে চলাচল করে এক জায়গা থেকে অন্যত্র অঞ্চলে। রাতের অন্ধকারে এই যাযাবরেরা পশু শিকারে ভীষণ রকমের অভিজ্ঞ। ইথিওপিয়ার দাগা উপজাতিরা তো আবার খরাপ্রবণ এলাকায় বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে কিনা তা আগাম অনুমান করতে পারে বলে জনশ্রুতি আছে। গাছপালা, পশুপাখি ও প্রকৃতির নানা আচরণ দেখেই নাকি তারা বৃষ্টির সম্ভাবনা অনুধাবন করতে সক্ষম। ভারতবর্ষে যাযাবরের প্রেক্ষাপটও কিন্তু বহুল প্রাচীনতা নির্ভর। দেশের দুই প্রধান মহাকাব্যেও তো যাযাবর জীবনের সমর্থন পাওয়া যায়। রামায়নে রামচন্দ্রের বনবাস পর্বে তো যাযাবর জীবনের ছায়া অতি স্পষ্ট। আবার মহাভারতে উল্লেখ রয়েছে পান্ডবদের অজ্ঞাতবাস অধ্যায়। সেখানেও তো যাযাবরের কাহিনী প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে অনায়াসেই। আবার হিন্দু ধর্মের মধ্যেও যাযাবর দৃষ্টান্তটি গার্হস্থ্য জীবনেও প্রতিফলিত হয়েছে সকলের জীবনকে কেন্দ্র করে। বৈদিক যুগে সমাজ বিন্যাসে বানপ্রস্থ ছিল একটা ধর্মাশ্রিত মান্যতা। এই বানপ্রস্থও তো প্রকারান্তরে যাযাবর সিস্টেমে একপ্রকার সিলমোহর। ভারতে যাযাবরের সংখ্যাটা কিন্তু চমকে দেওয়ার মতোই। এদেশে প্রায় দশ লক্ষ যাযাবরের বাস। যার মধ্যে ৩১৫টি উপজাতি হলো যাযাবরের তালিকাভুক্ত। ভিল, সাঁওতাল, গুজ্জার, গোন্দ, তাংগিয়া, কোটারী, মালোরা, কোল, চিদাম্বরা, বিল্লা, গোমন্তক ইত্যাদি ইত্যাদি হলো বহু চর্চিত ভারতীয় যাযাবর সম্প্রদায়ের পৃথক ঐতিহ্যবাহী ধারা। এদের মধ্যে এখনও কেউ শারীরিক কসরতের খেলা দেখায়। কেউবা জড়িবুটি বিক্রি করে। অনেকের পেশা যাদু দেখানো বা নাচগান পরিবেশন করা। কেউ কেউ উল্কিবিদ বা জ্যোতিষবিদ। এদেরকে মাদারি, সাপেরা, বানজারা, আরাধি, গাদুলিয়া, লোহার, বেদে পরিচয়ে চিহ্নিত করা হয় আমাদের পরিচিত বিভিন্ন সমাজ ব্যবস্থায়। এরপরেই আসা যাক যাযাবর সম্পর্কে বিশ্বের সবচেয়ে আলোড়িত অন্যতম এক অবতারণা। এই দুনিয়ায় আকাশ, ভূমি ও জল এই ত্রিধারাতেই আমাদের পৃথিবী সীমায়িত। এযাবৎ যাবতীয় সব লেখ্য সংলাপ তো এই ধরাধামকে কেন্দ্র করেই সম্পন্ন। আর আকাশে কবে যে বাস্তবে আপন খেয়ালী যাযাবর নিজেদের ডেরা বাঁধবে বিজ্ঞান নির্ভরতায়, তা জনান্তিকই জানে। তবে মাঝেমধ্যে কোনও কোনও পক্ষ থেকে ইদানীং আওয়াজ তোলা হয়, চাঁদে নাকি জমি বিক্রির প্রক্রিয়া চলছে। তা গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল দিয়ে লাভ নেই। এবার না হয় অবতীর্ণ হওয়া যাক জলরাশির ঘূর্ণাবর্তে জলজ যাযাবরের কিসসায়। এই জলজ যাযাবরের কেতাবি নাম হলো সামুদ্রিক যাযাবর বা সি জিপসি। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপাইন লাগোয়া সুলু সাগরের মধ্যে বসবাস করে এক অতি প্রাচীন জনজাতি। নাম বাজাউ। এই বাজাউ সম্প্রদায় হলো বিশ্বের এক আশ্চর্যন্বিত সামুদ্রিক যাযাবর। এরা বংশ পরম্পরায় যুগ যুগ ধরে এই অঞ্চলেই বসবাস করে। একেকটা নৌকার উপর তৈরি করা হয় পৃথক পৃথক পরিবারের ঘর। সংসার যাপনও এই নৌকা গৃহে। প্রাচীন কাল থেকে। পুরুষেরা সমুদ্রে মাছ ধরার কাজে ও ডুবরির ক্রিয়াকলাপে ব্যস্ত থাকে হরদিন। গৃহিণীরা অবশ্য সামলান গৃহস্থের কাজকর্ম। এরা নারী পুরুষ সহ আবালবৃদ্ধবনিতা সবাই কিন্তু দূরন্ত সাঁতারে পটু। ঘন্টার পর ঘন্টা জলে একটানা সাঁতার কাটতে অভ্যস্ত। এমনকি দম বন্ধ অবস্থায় জলের নিচে এরা সহজেই তিন থেকে চার মিনিট ডুবে থাকতে পারে অনায়াস দক্ষতায়। এমনকি এদের মধ্যে কেউ কেউ পারদর্শী হিসেবে ডুবুরির সহায়ক পোষাক বা অক্সিজেন সিলিন্ডার ছাড়াই সমুদ্রের তলদেশে থাকতে পারে পাঁচ থেকে সাত মিনিট পর্যন্ত। শুধু এটাই নয় হতবাক হবার। বিস্ময়কর রসদ আরও রয়েছে এদের জীবনযাত্রাকে ঘিরে। বাজাউদের আট থেকে আশি সবাই কিন্তু অদ্ভুতুড়ে ক্ষমতার অধিকারী। হয়তো এটাই ওদের গোষ্ঠীগত অভিযোজনের অপরূপ একক বৈশিষ্ট্য। আসল কথাটা হলো, এই জলজবাসী যাযাবরেরা সমুদ্রের গভীর নিচে সাঁতার কাটার সময়ে সবকিছু স্পষ্ট দেখতে পায় একদম খালি চোখে। মনুষ্য চক্ষুর নিখাদ পাতা সম্পূর্ণ মেলে। এমনকি যেখানে সূর্যের আলো পুরোপুরি ঝকঝকে নয়, সেই সাগরের একদম তলদেশে সাঁতরানোর সময়েও তাদের এই দৃশ্যমানতা থাকে আশ্চর্যরকমের পরিস্কার। এমন প্রাকৃতিক স্বতন্ত্র জলজ মানব দৃশ্যমানতা বোধহয় সামুদ্রিক যাযাবর বাজাউয়ের তরফে প্রকৃতই এক অপার বিশ্ব বিস্ময়।

(সৌজন্যে-দৈ:স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বুধবার শিক্ষা ভবনে এনএসইউআই'র কর্মকর্তারা ডেপুটেশন প্রদান করেন।

২০২৪-২৫ এবং ২০২৫-২৬ সালের জন্য বর্ধিত বরাদ্দ সহ সংশোধিত রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ প্রাণিসম্পদ ক্ষেত্রে প্রবৃদ্ধি বৃদ্ধি সংশোধিত রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন (আরজিএম) অনুমোদিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় খাতের উপাদান হিসেবে সংশোধিত আরজিএম-এর বাস্তবায়ন, উন্নয়ন কর্মসূচির প্রকল্পে ২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের চক্রকালীন সময়ে ১০০০ কোটি টাকার অতিরিক্ত বরাদ্দ সহ ৩৪০০ কোটি টাকার মোট বরাদ্দ প্রদান করার প্রস্তাবে অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা।

এর সাথে দুটি নতুন কার্যক্রম যুক্ত করা হয়েছে। এগুলি হল- ১) মোট ১৫,০০০ গাভীর জন্য ৩০টি আবাসন সুবিধা সৃষ্টি করতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলিকে গাভী প্রতিপালন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য মূলধন ব্যয়ের ৩৫ শতাংশ টাকা এককালীন সহায়তা হিসেবে প্রদান এবং ২) উচ্চ জেনেটিক মেরিট (এইচজিএম) আইভিএফ গাভী ক্রয়ের জন্য কৃষকদের উৎসাহিত করা যাতে এই ধরণের গাভী ক্রয়ের জন্য মিল্ক ইউনিয়ন / আর্থিক প্রতিষ্ঠান / ব্যাংক থেকে কৃষক কর্তৃক গৃহীত ঋণের উপর ৩ শতাংশ সুদে ভর্তুকি প্রদান করা যায়। এটি উচ্চ ফলনশীল প্রজাতি আনার ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

সংশোধিত রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন পঞ্চদশ অর্থ কমিশন চক্রের (২০২১-২২ থেকে ২০২৫-২৬) সময়ের জন্য ৩৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ অনুমোদিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন এবং সরকারের অন্যান্য প্রচেষ্টার ফলে গত দশ বছরে দুধের উৎপাদন ৬৩.৫৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে মাথাপিছু দুধের প্রাপ্যতা ছিল ৩০৭ গ্রাম, ২০২৩-২৪ সালে তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৭১ গ্রাম। গত ১০ বছরে উৎপাদনশীলতাও বেড়েছে ২৬ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

আরজিএমের অধীনে দেশজুড়ে আর্টিফিশিয়াল ইনসেমিনেশন প্রোগ্রাম (এনএআইপি) দেশের ৬০৫টি জেলায় কৃষকের দোরগোড়ায় বিনামূল্যে কৃত্রিম গর্ভধারণ (এআই) সুবিধা সরবরাহ করে আসছে যেখানে বেসলাইন এআই কভারেজ ৫০ শতাংশেরও কম ছিল। এখনও পর্যন্ত ৮.৩৯ কোটিরও বেশি পশুকে এর আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে এবং এরফলে ৫.২১ কোটি কৃষক উপকৃত হয়েছেন। প্রজননে সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত হস্তক্ষেপ কৃষকের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রেও আরজিএম অগ্রণী ভূমিকা পালন করে আসছে। রাজ্য প্রাণিসম্পদ বোর্ড (এসএলবি) বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সারা দেশে মোট ২২ টি ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ) ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে এবং এতে ২৫৪১ টিরও বেশি এইচজিএম বাছুরের জন্ম হয়েছে।

এই প্রকল্পটি দুধের উৎপাদন এবং উৎপাদনশীলতাকে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বাড়িয়ে তুলবে এবং কৃষকদের আয় বৃদ্ধি করবে। উপরন্তু এই প্রকল্পের আওতায় গৃহীত উদ্যোগের কারণে ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন (আইভিএফ) একটি প্রতিষ্ঠিত প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে। এই উদ্যোগটি কেবল উৎপাদনশীলতাই বাড়াবে না, দুগ্ধ শিল্পে নিযুক্ত ৮.৫ কোটি কৃষকের জীবনযাত্রারও মানোন্নয়ন করবে।

অধ্যবসায়ের প্রকৃত অর্থ দেখিয়ে দিলেন সুনীতা ও ক্রু ৯ : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.): অধ্যবসায়ের প্রকৃত অর্থ কী, তা দেখিয়ে দিলেন সুনীতা উইলিয়ামস ও ক্রু ৯। সুনীতার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তনে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'স্বাগতম, ক্রু ৯! পৃথিবী তোমাকে মিস করেছে। তাঁদের এই পরীক্ষা ছিল দৃঢ়তা, সাহস ও অসীম মানবিক চেতনার পরীক্ষা। সুনিতা উইলিয়ামস এবং ক্রু ৯ মহাকাশচারীরা আবারও আমাদের দেখিয়েছেন যে, অধ্যবসায়ের প্রকৃত অর্থ কী। বিশাল অজানার মুখোমুখি হয়ে তাদের অটল দৃঢ়তা চিরকাল লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনুপ্রাণিত করবে। মহাকাশ অনুসন্ধানের অর্থ হল, মানুষের সম্ভাবনার সীমা অতিক্রম করা, স্বপ্ন দেখার সাহস করা এবং সেই স্বপ্নগুলিকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার সাহস অর্জন করা। একজন পথিকৃৎ এবং আইকন সুনীতা উইলিয়ামস তার ক্যারিয়ার জুড়ে এই চেতনার উদাহরণ দিয়েছেন। যারা তাদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাদের সকলের জন্য আমরা অবিশ্বাস্যভাবে গর্বিত। তারা দেখিয়েছেন যে, যখন নির্ভুলতা আবেগের সাথে মিলিত হয় এবং প্রযুক্তি দৃঢ়তার সাথে মিলিত হয় তখন কী হয়।'

উল্লেখ্য, মহাকাশে প্রায় ৯ মাস কাটানোর পরে অবশেষে পৃথিবীতে ফিরে এলেন ভারতীয় বংশোদ্ভূত নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস এবং তাঁর সঙ্গী বুচ উইলমোর। ভারতীয় সময় বুধবার ভোর ৩টে ২৭ মিনিটে তাঁদের নিয়ে ফ্লোরিডার উপকূলের সমুদ্রে নিরাপদে অবতরণ করে স্পেসএক্সের ড্রাগন যান। সঙ্গে ছিলেন নিক হেগ ও আলেকজান্দার গরবুনভ। মহাকাশ থেকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশের কাজ অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। নির্দিষ্টি সময়ে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে সুনীতাদের আকাশযান। এরপর ধাপে ধাপে দ্রুত গতি কমিয়ে আনা হয়। এর পরে নির্ধারিত নির্ঘণ্ট অনুযায়ী চারটে প্যারাশ্যুটের সাহায্যে অবতরণ করে ড্রাগন। তাঁদের নিরাপদ অবতরণে গুরুপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে নাসার এন্টি সিস্টেমস অ্যান্ড টেকনোলজি ডিভিশনের বিশেষজ্ঞরা।

সুনীতাদের পৃথিবীতে ফেরানোর কৃতিত্ব নিলেন ট্রাম্প, বিঁধলেন বাইডেনকেও

ওয়াশিংটন, ১৯ মার্চ (হি.স.): সুনীতা উইলিয়ামসদের মহাকাশ থেকে ফিরিয়ে আনবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আর সেই প্রতিশ্রুতি তিনি রক্ষাও করেছেন। সুনীতা এবং বুচ উইলমোর পৃথিবীর বুকে নামার পর এমনই প্রতিক্রিয়া দিলেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুই নভশ্চরকে পৃথিবীতে ফেরানোর ব্যাপারে কৃতিত্ব নিলেন তিনি, পাশাপাশি জো বাইডেনকেও কটাক্ষ করেছেন।

হোয়াইট হাউসের তরফে এক্স হ্যান্ডলে জানানো হয়, "মহাকাশে আটকে থাকা সুনীতা উইলিয়ামসদের ফিরিয়ে আনা হল। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হয়েছে।" একই সঙ্গে প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বাইডেনকে কটাক্ষ করতেও ছাড়লেন না ট্রাম্প। তিনি জানান, "বাইডেন তাঁদের (সুনীতা এবং বুচ) ফিরিয়ে আনতে পারেননি। ইলন মাস্ককে অনুরোধ করেছিলাম ওঁদের ফিরিয়ে আনতে হবে। সুনীতারা ফিরেছেন। ওঁদের এখন সুস্থ হতে হবে। সুস্থ হয়ে উঠলে হোয়াইট হাউসের ওভাল অফিসে আমন্ত্রণ জানানো হবে।"

বান্দিপোরায় আইইডি উদ্ধার

বান্দিপোরা, ১৯ মার্চ (হি.স.): বুধবার জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জাতীয় সড়কের সানসেট পয়েন্টের কাছে একটি আইইডি উদ্ধার করা হয়েছে। আইইডি দেখতে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল আসে।

একজন শীর্ষ পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, হাইওয়েতে টহল দেওয়ার সময় নিরাপত্তা বাহিনী আইইডি উদ্ধার করে। বিস্ফোরকটি বোমা নিষ্ক্রিয়কারী দল নিরাপদভাবে নিষ্ক্রিয় করেছে বলেও তিনি জানান।

বিজেপি ও আইটি সেলের সমস্ত টিম এখন বিহারেই কাজ করবে : তেজস্বী যাদব

পাটনা, ১৯ মার্চ (হি.স.): জমির বিনিময়ে চাকরি মামলায় মঙ্গলবারই বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আরজেডি নেত্রী রাবড়ি দেবীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ইডি। ইডি-র এই জিজ্ঞাসাবাদের সমালোচনা করলেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব। তাঁর কথায়, বিজেপি ও আইটি সেলের সমস্ত টিম এখন থেকে বিহারেই কাজ করবে।

বুধবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তেজস্বী যাদব

মহিলাদের ক্ষমতায়ন, পরিষেবা নেবার সহজ সুবিধা এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও আইনের অধীনে কর্মী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য সরকার "মিশন শক্তি পোর্টাল" চালু করেছে

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষার আইন (পিডব্লিউডিভিএ), ২০০৫ ভারতের সংবিধানের ১৪, ১৫ এবং ২১ অনুচ্ছেদের অধীনে প্রদত্ত অধিকারগুলির কথা মাথায় রেখে প্রনয়ন করা হয়েছে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে গার্হস্থ্য হিংসার শিকার হওয়া মহিলাদেরকে সুরক্ষা দেওয়া এবং সমাজে গার্হস্থ্য সহিংসতার ঘটনা প্রতিরোধ করার জন্য নাগরিক আইনের অধীনে প্রতিকার প্রদান করা।

ভারতে, গৃহস্থ সহিংসতা ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে নারীদের সুরক্ষা আইন (পিডব্লিউডিভিএ) ২০০৫ এর ৩ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তির কোন কাজ বা আচরণ যদি কোনো নারীর মানসিক বা শারীরিক স্বাস্থ্য বা নিরাপত্তাকে বিঘ্নিত করে বা তাদের বিপদে ফেলে, তাহলে তা গার্হস্থ্য সহিংসতা এবং নারী নির্যাতনের সামিল। এতে আরও বলা হয়েছে যে কোনও মহিলা বা তার সাথে সম্পর্কিত কোনও ব্যক্তির কোনও বেআইনী দাবি পূরণের জন্য যে কোনও ক্ষতি, হয়রানি বা আঘাতও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা ঘরোয়া সহিংসতার সমান। এই আইনে বলা হয়েছে, যে সমস্ত নারী বা পুরুষ কোন ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, যেখানে উভয়ে এক যৌথ পরিবারে বাস করছে এবং তারা বিবাহ বা দত্তক নেবার ক্ষেত্রে এক ধরনের সম্পর্ক তৈরি করেছে।

ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস ব্যুরো বা এনসিআরবির অফিসিয়াল ও ে য. ব স া হ ৈ ট (স্তব্ধ://দ্রত্বন্ত্র.দ্রুত্তদ্র) 'ভারতে অপরাধ' শিরোনামে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য সংকলন ও প্রকাশ করে। ২০২২সাল পর্যন্ত এন সি আর বি-র দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গার্হস্থ্য হিংসা থেকে মহিলাদের সুরক্ষার আইনের অধীনে নিবন্ধিত মামলার সংখ্যা ছিল ২০২১ সালে ৫০৭ টি এবং ২০২২ সালে ৪৬৮ টি।

জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য জরিপ (এনএফএইচএস-৫) এর সর্বশেষ প্রতিবেদনে ২০১৯ থেকে ২০২১ সময়কাল পর্যন্ত যে তথ্য প্রদান করা হয়েছে, সেই তথ্য অনুযায়ী ১৮ থেকে ৪৯ বছর বয়সী বিবাহিত মহিলারা স্বামীর দ্বারা (শারীরিক অথবা যৌন) সহিংসতার শিকার হয়েছেন তাদের শতাংশ হ্রাস পেয়ে হয়েছে ২৯.৩ শতাংশ। যেখানে ২০১৫-২০১৬ সময়কালে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য জরিপের তথ্য অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট অপরাধের হার ছিল ৩১.২ শতাংশ।

ভারতের সংবিধানের সপ্তম তফসিলের অধীনে "পুলিশ" এবং "জনসাধারণের শৃঙ্খলা" বিষয়টি রয়েছে। নাগরিকদের জীবন ও সম্পত্তির সুরক্ষা, নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্ত ও অভিযোগ সহ আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব প্রধানত রাজ্য সরকারের ওপর বর্তায় এবং তারা এ বিষয়ে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে সক্ষম। ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য সহিংসতা থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন (পিডব্লিউডিভিএ) এর ৮ নং ধারা অনুযায়ী, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে প্রতি জেলায় প্রয়োজনীয় সংখ্যক সুরক্ষা কর্মকর্তা নিযুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি কোন কোন এলাকায় সুরক্ষা কর্মকর্তা ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং কর্তব্য পালন করবেন তা জানিয়ে দিতে হবে। গার্হস্থ্য সহিংসতার ঘটনা সম্পর্কে অভিযোগ পেলে, সুরক্ষা কর্মকর্তার দায়িত্ব হলো ম্যাজিস্ট্রেটকে তা জানানো এবং ম্যাজিস্ট্রেটের কাজে সহায়তা করা। তবে, আইন অনুযায়ী, আদালতের দ্বারা তথ্য, প্রমাণ এবং সম্পর্কিত আইনি দিকগুলি যথাযথভাবে বিবেচনা করেআসামির দোষী সাব্যস্ত করা হয়। গার্হস্ত্য সহিংসতা থেকে নারীদের সুরক্ষা আইন অনুযায়ী মহিলাদের জন্য সুরক্ষা আদেশ, বাসস্থান আদেশ ইত্যাদি উপায় প্রদান করে।

তা সত্ত্বেও, কেন্দ্রীয় সরকার মহিলাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় এবং এই বিষয়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন ও পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে রয়েছে 'ভারতীয় ন্যায় সংহিতা', 'ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা', 'পারিবারিক সহিংসতা থেকে মহিলাদের সুরক্ষা আইন ২০০৫', 'যৌতুক নিষিদ্ধকরণ আইন ১৯৬১ ইত্যাদি।

এই আইনি বিধানগুলি ছাড়াও সরকার একাধিক প্রকল্প ও প্রকল্প বাস্তবায়িত করেছে যার মধ্যে রয়েছে ওয়ান স্টপ সেন্টার (ওএসসি), মহিলাদের সর্বজনীন হেল্পলাইন (ডাব্লুএইচএল), জরুরী প্রতিক্রিয়া সহায়তা ব্যবস্থা (ইআরএসএস) যা জরুরি অবস্থার জন্য একটি সর্বভারতীয় হেল্পলাইন নম্বর ১১২/মোবাইল অ্যাপ ভিত্তিক ব্যবস্থা; সচেতনতা কর্মসূচির মাধ্যমে সম্প্রদায়ের সক্ষমতা বৃদ্ধি, পুলিশ স্টেশনগুলিতে মহিলা হেল্প ডেস্ক (ডাব্লুএইচডি) স্থাপনও শক্তিশালীকরণ করা ইত্যাদি।

মিশন শক্তি ছত্রছায়ায় ও কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যে চালু ওয়ান স্টপ সেন্টার (ওএসসি) ব্যবস্থা, ২০১৫ সালের ১লা এপ্রিল থেকে দেশব্যাপী বাস্তবায়িত হচ্ছে।

এটি ব্যক্তিগত ও সর্বসাধারণের জায়গায়, সহিংসতার শিকার এবং বিপদগ্রস্ত নারীদের একই ছাতার নিচে সমন্বিত সহায়তা ও সহায়তা প্রদান করে। এটি চিকিৎসা সহায়তা, আইনি সহায়তা এবং পরামর্শ, অস্থায়ী আশ্রয়, পুলিশ সহায়তা, দরিদ্র নারীদের জন্য মনো-সামাজিক পরামর্শ সহ একাধিক সেবা প্রদান করে। দেশব্যাপী ৮০২টি ওয়ান স্টপ সেন্টার কার্যকর এবং ৩১ জানুয়ারী, ২০২৫ পর্যন্ত ১০.৮০ লাখেরও বেশি নারীকে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ স্টেশনগুলিকে আরও নারী-বান্ধব এবং সহজলভ্য হয় তা নিশ্চিত করতে যে করে তোলার জন্য, যে কোনও নারী পুলিশ স্টেশনে প্রবেশ করলে তারা প্রথম এবং একমাত্র যোগাযোগের বিন্দু হবে। এর জন্য ১৪,৬৫৮টি নারী সহায়তা ডেস্ক (ঢহঙ্গ) স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩,৭৪৩টি নারী পুলিশ কর্মকর্তা নেতৃত্বে রয়েছেন। দুঃস্থ এবং বিপদগ্রস্ত নারীদের সহায়তা ও সমর্থন প্রদানের জন্য, বিভিন্ন জরুরি পরিস্থিতির জন্য ৩৬টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জরুরি প্রতিক্রিয়া সহায়তা ব্যবস্থা (ইআরএসএস-১১২) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে কম্পিউটারের সাহায্যে সহায়তা করার জন্য নিরাপত্তা প্রদান করতা হয়। এটি চালু হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ৪৩ কোটির বেশি কল পরিচালনা করা হয়েছে। ইআরএসএস ছাড়াও, পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ৩৫টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে সম্পূর্ণ কার্যকরী একটি নির্দিষ্ট নারী হেল্পলাইন ১৮১ (ডব্লিউএইচএল-১৮১) কার্যকর রয়েছে। ডব্লিউএইচএলও ইআরএসএসের সাথে সংহত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত নারী হেল্পলাইনগুলো ২.১০ কোটির বেশি কল পরিচালনা করেছে এবং ৮৪.৪৩ লক্ষের বেশি নারীর সহায়তা করেছে।

কেন্দ্রীয় উন্নত কম্পিউটিং উন্নয়ন কেন্দ্র (সি-ড্যাক) দ্বারা সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে নারী হেল্পলাইন বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় ড্যাশবোর্ড তৈরি করা হয়েছে। এই ড্যাশবোর্ড সকল রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে প্রাপ্ত কল এবং নারীদের সবসময় পর্যবেক্ষণ করার সুযোগ করে দেয়। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় সরকার সারা ভারত জুড়ে মহিলাদের উপর হওয়া সহিংসতার কেন্দ্রীয় তথ্য বজায় রাখতে পারে, যা গার্হস্থ্য সহিংসতার মতো বিভিন্ন ধরণের ঘটনা সহ মামলার ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়।

সহিংসতায় আক্রান্ত নারী ও দুর্দশাগ্রস্তদের মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক পরামর্শের প্রয়োজনীয়তার কথা স্বীকার করে, নারী ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ও স্নায়ুবিজ্ঞান ইনস্টিটিউট (নিমহানস)-এর পরিষেবাগুলিকে "স্ত্রী মনোরক্ষা 'প্রকল্পের আওতায় সারা দেশের ওয়ান স্টপ সেন্টারের (ওএসসি) কর্মীদের মনস্তাত্ত্বিক-সামাজিক ও মানসিক স্বাস্থ্যসেবা পরিচালনার জন্য গ্রহণ করেছে।

এই মন্ত্রক সময়ে সময়ে নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষার জন্য সচেতনতামূলক কাজও করে থাকে।

এছাড়াও, সরকার জাতীয় মহিলা কমিশনের (এনসিডব্লিউ) মতো প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেমিনার, কর্মশালা, অডিও-ভিজ্যুয়াল, প্রিন্ট এবং বৈদ্যুতিন মিডিয়া ইত্যাদির মাধ্যমে সচেতনতা ছড়িয়ে দিচ্ছে। নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা এবং আইনের বিভিন্ন বিধান সম্পর্কে জনগণকে সংবেদনশীল করা। এছাড়াও, মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সময়ে সময়ে মহিলা ও শিশুদের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে পরামর্শ জারি করেছে।

নির্ভয়া তহবিলের আওতায় ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (বিপিআরএন্ডডি) বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তদন্ত কর্মকর্তা, প্রসিকিউশন অফিসার এবং মেডিকেল অফিসারদের জন্য প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচি। ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট চারটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তাদের মসৃণ কাজকর্ম নিশ্চিত করতে 'পুলিশ স্টেশনগুলিতে মহিলা হেল্প ডেস্ক'-এর জন্য স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর (এসওপি) তৈরি করেছে। পরিকাঠামো, প্রশিক্ষণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা। 'উইমেনস সেফটি অ্যান্ড সিকিউরিটি-এ হ্যান্ডবুক ফর ফার্স রেসপন্ডার্স অ্যান্ড ইনভেস্টিগেটরস ইন দ্য পুলিশ' শীর্ষক একটি বইও যৌন নিপীড়নের অপরাধের নির্দিষ্ট উল্লেখ সহ মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ ও তদন্তের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে তদন্ত, ক্ষতিপূরণ এবং পুনর্বাসন। নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ ও সনাক্তকরণ এবং অপরাধের শিকারদের সাথে যথাযথ যোগাযোগের জন্য পুলিশ বাহিনীতে যথাযথ আচরণগত ও মনোভাবের দক্ষতা গড়ে তোলার উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

সংবেদনশীলতার সঙ্গে মহিলাদের নিরাপত্তা, পুলিশ কর্মীদের লিঙ্গ সংবেদনশীলতা ইত্যাদি নিয়ে ব্যুরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট দ্বারাও আয়োজন করা হয়েছে। মন্ত্রক ২০২৫ সালের ২২শে জানুয়ারি সমস্ত কার্যকরী বৈশিষ্ট্য সহ "মিশন শক্তি পোর্টাল" চালু করেছে।

এই পোর্টালের লক্ষ্য হল মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার অ্যাক্সেসযোগ্যতা বৃদ্ধি করা, উদ্ধার, সুরক্ষা ও পুনর্বাসনের জন্য মানসম্মত ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং বিভিন্ন প্রকল্প ও আইনের আওতায় কর্মী ও দায়িত্বপ্রাপ্তদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। রাজ্যসভায় আজ এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী সাবিত্রী ঠাকুর।

SHORT NOTICE INVITING TENDER

On behalf of the Government of Tripura, the Superintendent of Dharmanagar,Sub-JailNorth Tripura is hereby Notice inviting Tender for the Ration and other Misc. articles for the financial year 2025-26 from the resourceful bona fide and eligible bidders.The tender box kept in the chamber of the Sub-Divisional Magistrate,Dharmanagar,North Tripura w.e.f. 21-03-2025 to 30-03-2025 from 10.00 AM to 4.00 PMwill remain opened on all working days (except Govt. holiday) and the tender box will be opened on 31-03-2025 at 4.30 PM, if possible.

The details of Notice inviting Tender can be download from www.northtripura,nic.in

ICA/C-4462/25

Superintendent Dharmanagar,
Sub-Jail, North Tripura

// NOTICE INVITING TENDER //
No.F.529(22)/TSR-1/ QM/Store/A.Tender/25/ 2023
Dated, the 17 March, 2025.

On behalf of the Governor of Tripura, the undersigned invites sealed cover tender quotations from the bonafide /registered/ authorized dealers/manufacturers for supply of store articles (QM Store) in favour of 1st Bn TSR for the financial year 2025-26 covering the period upto 31st March' 2026.

02. The Intended suppliers / dealers may obtain notice, the list of required articles as well as terms and conditions from the office of the Commandant, 1st Bn TSR, Veer Bandhu Gram, Gokulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura on any working day before 10.04.2025 during office hours (i.e. upto 1730 hrs).

03. Last date of submission of tender/quotation is upto 1400 hrs on 11.04.2025 and will be opened on the same day (i.e. on 11.04.2025) at 1700 hrs. Interested agency may remain present during opening of tender.

04. The notice and terms & condition can www.tripurapolice.Gov.in

ICA/C-4451/25

(Bhanupada Chakraborty, IPS)
Commandant
1st Bn Tripura State Rifles

NOTICE

No. (2022-140)/ F.S (13)/VOLL (V)/DM/SPJ/2021/ Date: - 12.03.2025

Case No. 05/2025(M)		U/S 95 of TLR & LR Act 1960.	
Sub-Division:	Sonamura	Tehsil	Sovapur
Mouza:	Sovapur	Khatian No.	1525/1
Plot No:	515,516,518,530,532,538,545,546,547,548,533,534,535,537,543		

To
(Petitioner)
1. The State of Tripura
(Respondent)
1. Shiru Miah, S/o Lal Miah of Rabindra Nagar, Sonamura/ The Legal Heirs of Shiru Miah. 2. Abdul Khaleq S/o Lal Miah of Rabindra Nagar,/ The Legal Heirs of Abdul Khaleq. 3. Manik Jan Bibi. Rabindra Nagar / The Legal Heirs of Manik Jan Bibi.
4. Sonaban Bibi W/o Lal Miah / The Legal Heirs of Sonaban Bibi.
5.Amirjan Bibi W/o Haridhan, Bejimara, Sonamura/ Legal Heirs of Amirjan Bibi. 6.Farjan Bibi W/o Ambar Ali, Rangamatia, Sonamura / Legal Heirs of Farjan Bibi 7.Jaydhan Bibi W/o Manu Miah, Srimantapur, Sonamura / Legal Heirs of Jaydhan Bibi 8. Atarjan Bibi W/o Ali Ahammad, Bangladesh / Legal Heirs of Atarjan Bibi

You are hereby informed to appear before the Court of District Collector, Bishramganj, Sepahijala along with all necessary documents in support of your claim on the date, time and venue mentioned below:-

Date:	21.03.2025
Time:	11.00 AM
Venue:	DM Office Sepahijala

ICAD/2029/25

District Collector
Bishramganj, Sepahijala

দাবীহীন অপরিচিত মহিলার মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই

Ref- West Agartala PS UD Case No. 25WAG010
Dt. 13/03/2025 U/S- 194 BNSS

পাশের ছবিটি একজন অপরিচিত মহিলার মৃতদেহ। বয়স আনুমানিক ২৪(চব্বিশ) বছর, উচ্চতা- ৫ (পাঁচ) ফুট, গায়ের রঙ- শ্যামলা, চুল- কালো, গত ১২/০৩/২০২৫ ইং তারিখ রাত্রি ৯টা ৩৫ মিনিট অসুস্থ অবস্থায় আইজিএম হাসপাতাল থেকে জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। চিকিৎসা চলাকালীন ঐদিনই রাত্রি ১২টা সময় জিবিপি হাসপাতালে মারা যান। বর্তমানে মৃতদেহটি আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে মর্গে রাখা আছে সনাক্তকরণ করার জন্য। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি ব আত্মীয় স্বজন মৃতদেহের দাবী করেননি।

উপরে উল্লেখিত অপরিতি মহিলার সম্বন্ধে বেতন তথা জানা থাকিলে বা আত্মীয় স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও কোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হ।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২৩৫৮৬
২) সিটি কন্ট্রোল - ৬০৩৩২৩৭৫১৪/১০০
৩) আগরতলা পশ্চিম হানা - ৬০৩৩৪৩৪৭০

ICA/D-2032/25

পুলিশ সুপার পশ্চিম ত্রিপুরা

PRESS NOTICE INVITING e- Tender NO: 193/EE/ENGG.CELL/DSE/2024-25 Dt. 18/03/2025.

The Engineering Cell, Secondary Education Department, Old Shishu Bihar Complex, Agartala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate e- tender from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/ Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 01/04/2025 at 3.00 P.M.

Sl. No	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	2nd call for Construction of 02 two unit Additional Class Room at Batarashi High School under Juharajnagar Block, Dharmanagar, North Tripura during the year 2024-25 DNIeT No: 100/SE/ENGG. CELL/DSE/2024-25	Rs. 4574751.00	Rs.91495.00	5 Months	01/04/2025 Upto 15.00 Hrs	02/04/2025 Hrs on 11.00 hrs.	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripuratenders.gov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until the time of Bid closing as mentioned

ICA/C-4456/25

Executive Engineer, Engineering Cell,
Directorate of Secondary Education,
Old Shishu Bihar Complex,

PNIe-T No- 21/EE/KCP/2024-25, dated, the, 12.03.2025

The Executive Engineer, PWD(R&B), Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura, invites tender

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

‘সুপার ফুড’ সজিনার ভালোমন্দ তথ্য

তানহা তাসনিম

বাংলাদেশের অতি পরিচিত এক সবজি সজিনা বা সজনে পাতা। মূলত বিভিন্ন ধরনের খাবারের আনুষাঙ্গিক উপকরণ হিসেবে আমাদের দেশে এর ব্যবহার দেখা যায়। তবে এই সবজিতে আছে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি উপাদান। এমনকি বৈশ্বিকভাবেই সজিনা ‘সুপার ফুড’ হিসেবে পরিচিত। তবে এর গুণাগুণ সম্পর্কে খুব কম মানুষই অবগত। কী আছে সজিনাতে? কেনই বা একে ‘সুপার ফুড’ বলা হয়?

‘পুষ্টির ডিনামাইট’ সজিনা ঃ- গুল্মজাতীয় উদ্ভিদের প্রজাতি সজিনার বৈজ্ঞানিক নাম Moringa Oleifera। বীজের শুঁটির আকৃতির কারণে ইংরেজিতে একে বলা হয় ‘ড্রামস্টিক ট্রি’। পুষ্টি, ঔষধিগুণ ও সারা বছর ফলন পাওয়া যায় বলে বাড়ির আঙিনায় জন্মানো এই গাছকে ‘মাল্টিভিটামিন বৃক্ষ’ও বলা যায়। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (এফএও) তথ্যমতে সজিনার উৎপত্তিস্থল দক্ষিণ এশিয়া। শীত প্রধান দেশ ছাড়া প্রায় সারা পৃথিবীতেই এটি জন্মে। বিশেষ করে গ্রীষ্মমন্ডলীয় অঞ্চলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে এর চাষ হয়। সারা বিশ্বে ১৩ প্রজাতির সজিনা পাওয়া যায়। এসব অঞ্চলে প্রদাহ থেকে শুরু করে গনোরিয়া কিংবা ম্যালেরিয়ার মতো রোগের প্রচলিত চিকিৎসায় সজিনা ব্যবহৃত হয়। একইসঙ্গে পুষ্টিগুণ ও ঔষধিগুণ থাকায় সজিনাকে ‘অত্যাশ্চার্য বৃক্ষ’ ও ‘পুষ্টির ডিনামাইট’ হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়।

সজিনার বহুমুখী ব্যবহার ঃ -সজিনার পাতা, শিকড় এবং অপরিণত শুঁটি সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। এছাড়া এই গাছের বাকল, শুঁটি, পাতা, বাদাম, বীজ, কন্দ, শিকড় এবং ফুলসহ গোটা অংশই খাওয়া যায়। যুক্তরাষ্ট্রের জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত জন হপকিন্স ম্যাগাজিনে সজিনাকে শুষ্ক ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপুষ্টি প্রতিরোধে ‘শক্তিশালী অস্ত্র’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ, প্রমাণ এবং একাধিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার ভিত্তিতে সজিনায় প্রচুর পরিমাণে পুষ্টি ও ঔষধি গুণ আছে বলে এতে উল্লেখ করা হয়। সবজির চেয়ে এর পাতার গুণাগুণ আরও বেশি। সজিনা পাতায় নয় ধরনের অত্যাবশ্যকীয় অ্যামিনো এসিডসহ ৩৮ শতাংশ আমিষ বিদ্যমান। এছাড়াও এতে আছে আয়রন, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন এ, বি এবং সি। সজিনার বীজে থাকে প্রোটিন এবং ওমেগা -৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। কিন্তু সজিনার কার্যকারিতা কেবল ‘স্বাস্থ্যের জন্য ভালো’ বলেই শেষ করলে এর যথাযথ মূল্যায়ন হবে না বলেই ম্যাগাজিনটিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পরিপক্ক সজিনার বীজ উদ্ভিজ্জ তেল হিসেবেও পাওয়া যায়, যা রান্নার কাজে বা মেশিনে ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া সজিনার বীজে থাকা আমিষ ব্যাকটেরিয়াকে জমাটবদ্ধ করে আলাদা করে ফেলে। তাই পানীয় জল বিশুদ্ধ করতে বীজের গুড়ো করে পাওয়া পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে। পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিম বলেন, সজিনায় প্রচুর পরিমাণে এন্টি অক্সিডেন্ট এবং অ্যামিনো এসিড থাকায় এটি ত্বকের এবং চুলের জন্য খুব উপকারী।

সজিনার ঔষধি গুণাগুণ ঃ-কেবল খাদ্য উপাদানই না, সজিনায় ঔষধিগুণও বিদ্যমান। এর বাকল, শিকড়, ফুল, ফল, পাতা, বীজ এমনকি এর আঠাও বিভিন্ন রোগের প্রতিকার হিসেবে কাজ করে। পাতা বছরে সাতবার পর্যন্ত কাটা যায়। বর্ধনশীল, খরা-প্রতিরোধী এবং দক্ষিণ এশিয়ায় এই গাছের অনেক অংশ আয়ুর্বেদিক ওষুধে ব্যবহৃত হয় বলে ‘অলৌকিক গাছের’ তকমাও পেয়েছে সজিনা। ভারতীয় আয়ুর্বেদিক শাস্ত্র মতে, সজিনা গাছ ৩০০ রকমের রোগ থেকে মানুষকে রক্ষা করে। আধুনিক বিজ্ঞানও এ ধারণাকে সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার দ্বারা পরিচালিত বিশ্বের বৃহত্তম চিকিৎসা গ্রন্থাগার ন্যাশনাল লাইব্রেরি অফ মেডিসিনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সজিনার ঔষধি গুণাগুণের উল্লেখ রয়েছে। এতে বলা হয়েছে, আয়ুর্বেদিক এবং ইউনানি চিকিৎসায় সজিনা ব্যবহৃত হয়। এমনকি প্রথাগত পদ্ধতিতেও অনেক রোগের চিকিৎসায় সজিনা ব্যবহার করা হয়।

বিশেষ করে পরীক্ষাগারে প্রাণীদের ওপর চালানো গবেষণায় দেখা গেছে, সজিনা গাছের পাতা এবং বীজে সুরক্ষার জন্য জৈবসক্রিয় যৌগ উৎপাদিত হয়। ফলে এতে কার্ডিও-প্রতিরক্ষামূলক এবং প্রদাহ, হাঁপানি, জীবাণু এবং ডায়াবেটিক প্রতিরোধী শক্তিশালী বৈশিষ্ট্য থাকে, যা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সুরক্ষা দেয় এমনকি শরীরে টিউমার ছড়িয়ে পড়াও প্রতিরোধ করে। সজনের শুঁটিতে ওলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ বীজ রয়েছে যা শরীরে উচ্চ মাত্রার ‘ভালো’ কোলেস্টেরল উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। ২০১৩ সালে ওষুধ বিষয়ক আন্তর্জাতিক সাময়িকী ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অফ ফাইটোথেরাপিতে সজিনার প্রচলিত ব্যবহারের ওপর একটি

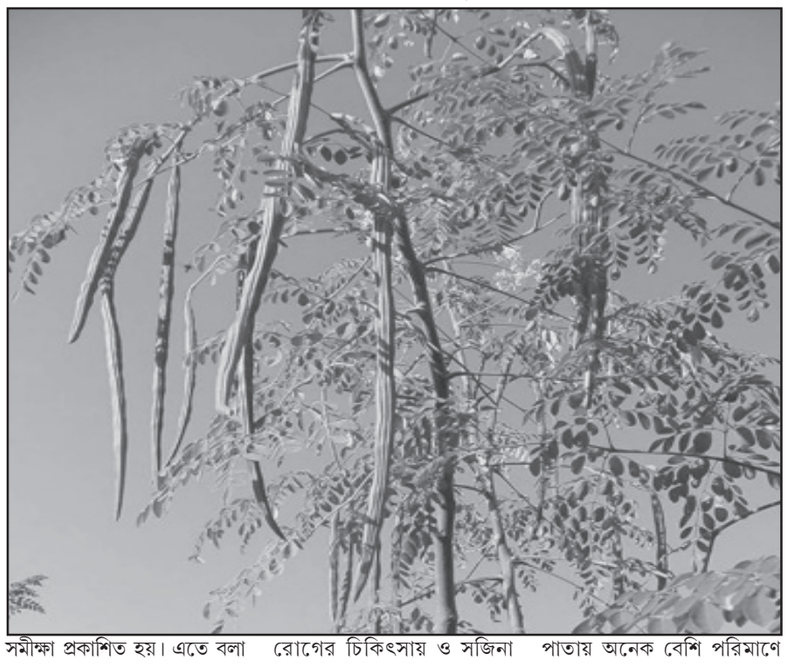

সমীক্ষা প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, সজিনা গাছের শুকনো পাতায় কমলালেবুর সাত গুণ ভিটামিন সি, দইয়ের চেয়ে নয় গুণ বেশি প্রোটিন, গাঁজরের চেয়ে ১০ গুণ বেশি ভিটামিন এ এবং কলার চেয়ে ১৫ গুণ বেশি পটাসিয়াম থাকে। এছাড়াও এতে দুধের চেয়ে ১৭ গুণ বেশি ক্যালসিয়াম এবং পালং শাকের চেয়ে ২৫ গুণ বেশি আয়রন থাকার ধারনা রয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। অর্থাৎ কোন খাদ্য উপাদানের জন্য যেসব খাবারের ওপর আমরা তুলনামূলক অনেক বেশি নির্ভরশীল, সেই একই খাদ্য উপাদান কয়েকগুণ বেশি পরিমাণে থাকে সজিনার পাতা, শুঁটি ও বীজে। এছাড়া প্রদাহ, ক্ষত এবং টিউমার প্রতিরোধী হিসেবে সজিনার শিকড়ের নির্যাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিমের মতে, সজিনায় প্রচুর পটাশিয়াম থাকায় এর পাতার রস বা সবজি বা চা উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতে ও কমাতে সাহায্য করে। এছাড়া কোলেস্টেরল ব্যালেন্সের মাধ্যমে ওজন কমাতেও এটি ভূমিকা রাখে বলেও জানান তিনি।

চিকিৎসায় সজিনার ব্যবহার ঃ-কৃষি তথ্য সার্ভিস ওয়েবসাইটের দেয়া তথ্যমতে, শরীর, কান ও মাথাব্যথার মতো সমস্যায় সজিনা বিশেষভাবে উপকারী। শরীরের কোনো স্থানে ব্যথা হলে বা ফুলে গেলে সজিনার শিকড়ের প্রলেপ দিলে ব্যথা ও ফোলা সেরে যায়। এছাড়া সজিনার আঠা দুধের সাথে খেলে ও কপালে মালিশ করলে মাথা ব্যথা সেরে যায়। সজিনার ফুল কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করে এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে। আর ফুলের রস দুধের সাথে মিশিয়ে খেলে মূত্রপাথরি দূর হয়। একইসঙ্গে তা হাঁপানি রোগের ক্ষেত্রেও বিশেষ উপকারী। সজিনা পাতার রসের সাথে লবণ মিশিয়ে খেতে দিলে বাচ্চাদের পেট জমা গ্যাস দূর হয় এবং এর চাটনি হজমশক্তি বৃদ্ধি করে। এই রস হৃদরোগ চিকিৎসায় এবং রক্তের প্রবাহ বৃদ্ধিতে ব্যবহার হয়। জন হপকিন্স ম্যাগাজিনে সজিনা নিয়ে ভারতে পরিচালিত ছয়টি গবেষণার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে দেখা গেছে, সজিনা পাতার নির্যাস টাইপ ২ ডায়াবেটিস রোগীদের রক্তে গ্লুকোজ কমিয়ে দেয়। সজিনা পাতার শাক খেলে যন্ত্রণাধায়ক জ্বর ও সর্দি দূর হয় এবং এর পাতার রসে বহুমূত্র রোগ সারে। ক্ষতস্থান সারার জন্য সজিনা পাতার পেস্ট উপকারী। সজিনার ফল নিয়মিত রান্না করে খেলে গেঁটে বাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। এর বীজের তেল মালিশ করলে বিভিন্ন বাত বেদনা, বোধহীনতা ও চর্মরোগ দূর হয়।

পোকার কামড়ে এন্টিসেপ্টিক হিসেবে সজিনার রস ব্যবহার করা হয়। সজিনা শরীরের প্রতিরোধক ব্যবস্থা শক্তিশালী করে। এছাড়াও শরীর থেকে বিষাক্ত দ্রব্য, ভারি ধাতু অপসারণ এবং শরীরে রেডিয়েশন ও কেমোথেরাপি নিতে সহায়তা করে। এছাড়াও শ্বাসকষ্ট, মাথা ধরা, মাইগ্রেন, আর্থাইটিস এবং চুলপড়া রোগের চিকিৎসায় ও সজিনা কার্যকর ভূমিকা রাখে বলেও ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে।

‘আয়রন ম্যান’ সজিনা ঃ- ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়, সবজিকে যদি সুপারহিরোদের সঙ্গে কল্পনা করা হতো, তাহলে সজিনা হতো আয়রন ম্যান। সজিনার মধ্যে এমন এক রাসায়নিক বিন্যাস রয়েছে যার সঙ্গে ‘ব্রকলি’র মিল রয়েছে। অনেক গবেষণায় দেখা গেছে, ব্রকলি নির্দিষ্ট ধরনের ক্যান্সার প্রতিরোধে সাহায্য করে এবং অনেক ক্ষেত্রে অটিজমে আক্রান্তদের মধ্যে আচরণগত লক্ষণগুলো নমনীয় করে। জন হপকিন্স ম্যাগাজিনে প্রকাশিত প্রবন্ধে স্কুল অফ মেডিসিনের লুইস বি এন্ড ডরোথি কুলম্যান কেমোপ্রোটেকশন সেন্টারের পরিচালক জেড ফাহে বলেন, ‘আমি নিশ্চিত যে শেষ পর্যন্ত সজিনাতেও ক্যান্সার-প্রতিরোধী বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাবে। তিনিসহ অনেক জৈব রসায়নবিদ বিশ্বাস করেন, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে আগামী দশকগুলিতে আরও গরম ও শুষ্ক হয়ে ওঠা অঞ্চলে সজিনা একটি প্রধান খাদ্য উৎস হয়ে উঠতে পারে। বিশ্বব্যাপী দুর্ভিক্ষ এবং অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াই করতে এটি সাহায্য করবে বলে মনে করনে মিস্টার ফাহে। ‘এর থেকে সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবেন গ্রীষ্মমন্ডলের শুষ্ক ও দরিদ্র অঞ্চলের মানুষরা, যেখানে এটি আসলে জন্মায়। সেখানেই উদ্ভিদটি জীবন রক্ষাকারী হতে পারে,’ বলেন তিনি। বাংলাদেশে সজিনার চাষ বারোমাসি সজিনার জাত প্রায় সারা বছরই বার বার ফলন দেয়। এই গাছে সব সময় ফুল ও কচি শুঁটি দেখা যায়।

আমাদের দেশে দুই থেকে তিন প্রকার সজিনা পাওয়া যায়।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮ হাজার ৬৭৫ হেক্টর জমিতে ৮৩ হাজার ৩৮১ মেট্রিক টন সজিনা আবাদ করা হয়েছে।

এছাড়া ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২ হাজার ৪৭৩ কেজি সজিনা রপ্তানি হয়েছে বাংলাদেশ থেকে বিদেশে রপ্তানি করা হয়েছে। তবে এই পরিমাণ অত্যন্ত কম। খুলনার ডুমুরিয়ায় সজিনার বাণিজ্যিক চাষ শুরু করেন নবদ্বীপ মল্লিক। তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে সজিনার পাতা গুঁড়ো করে উৎপাদিত পাউডার বিদেশে রপ্তানির চেষ্টা করেছিলেন তিনি। তবে একেবারেই হাতের স্পর্শ ছাড়া নির্দিষ্ট উপায়ে এই গুঁড়ো প্রস্তুত না করায় স্যাম্পল পাঠালেও শেষ পর্যন্ত তা কেনেননি ক্রেতারা।

এখনও পর্যন্ত বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে সজিনা চাষ শুরু হয়নি বলে জানান কৃষি কর্মকর্তা মো. আমিনুর ইসলাম। তবে যেসব সবজিকে বাণিজ্যিক পর্যায়ে উন্নীত করতে উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে সজিনাও আছে বলে জানান এই কর্মকর্তা।

সজিনার অপকারিতা ঃ-সজিনা পাতায় অনেক বেশি পরিমাণে পুষ্টিগুণ ও ঔষধিগুণ থাকলেও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কারণে এটি শরীরের জন্য ক্ষতিকরও হতে পারে। ন্যাশনাল লাইব্রেরি অব মেডিসিনে প্রকাশিত প্রবন্ধে এর কয়েকটি ঝুঁকির দিক উল্লেখ করা হয়েছে। ১ গর্ভবতী নারীদের জন্য: সজিনার পাতা প্রতিদিনের আয়রন এবং ক্যালসিয়ামের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। তবে কিছু ক্ষেত্রে এটি প্রজননরোধীও হতে পারে।

২ থাইরয়েড চিকিৎসায়: সজিনা থাইরয়েডের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করলেও থাইরয়েডের চিকিৎসার সময় অন্য কোনো ওষুধের সাথে মেশালে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ৩ ডায়াবেটিকসের ক্ষেত্রে: সজিনা পাতা রক্তে শর্করা কমিয়ে দেয়। কিছু ক্ষেত্রে এটি রক্তে শর্করার মাত্রা খুবই কমিয়ে দিতে পারে। ৪ রক্তচাপের ওষুধের জন্য: রক্তচাপ কমাতে সজিনা ব্যবহৃত হয়। তবে রক্তচাপ কমানোর ওষুধের সাথে এটি খেলে তা রক্তচাপ অতিরিক্ত কমিয়ে দিতে পারে। পুষ্টিবিদ সামিয়া তাসনিমের মতে, যাদের কিডনিতে সমস্যা আছে তাদের সজিনা না খাওয়াই উত্তম। কারন কিডনি রোগীদের পটাসিয়াম ফসফরাস এবং প্রোটিন রেস্ট্রিক্টেড করা হয়। অন্যদিকে সজনে পাতায় অনেক পটাসিয়াম ফসফরাস এবং প্রোটিন থাকে। তবে সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের কিডনি সুরক্ষায় সজিনা বেশ উপকারী, বলেন তিনি। এছাড়া সজিনার পাতা থেকে উৎপাদিত পাউডার তুলনামূলকভাবে ব্যয়বহুল।

বাড়িতেই বানিয়ে নিন স্পেশাল হেলদি চকোলেট

৮ থেকে ৮০, যে হোন না কেন, চকোলেট দেখলেই মন যেন উড়ু উড়ু হয়ে ওঠে। এদিকে বেশি চকোলেট খাওয়া একদম ঠিক নয়। সে বাচ্চা হোক বা বুড়ো। অল্প বয়সে বেশি চকোলেট খেলে, অচিরেই খারাপ হয়ে যায় দাঁত। আবার ডায়াবেটিসের রোগ থাকলে তাদের তোপ মিষ্টি খাওয়া উচিত নয়। সে যতই ডার্ক চকোলেট হোক না কেন। তবে যদি বলি চকোলেট রোজ খেলেও কিচ্ছু হবে না? তার জন্য রাস্তার চকোলেট ভুলে বাড়িতেই বানিয়ে নিতে হবে ‘হোমমেড স্পেশাল হেলদি চকোলেট’। রইল সেই রেসিপি।

উপকরণ —

কাঠবাদাম কাজুবাদাম আখরোট পেস্তা খেজুর মাখন ডার্ক চকোলেট

প্রণালী — প্রথমে একটি প্যানে কাজুবাদাম, কাঠবাদাম এবং পেস্তা সহ শুকনো ফল সব নিয়ে নিন। সেগুলি ভালোভাবে ভেজে নিন। যাতে ফলের কাঁচা ভাব দূর হয়। এবার শুকনো ফল ঠান্ডা হলে পিষে নিন। এবার পিটানো খেজুরগুলো ভালো করে পিষে নিন। তারপর একটি চকোলেট ছাঁচ নিন। তাতে শুকনো ফলের মিশ্রণটি যোগ করুন। ফ্রিজে সেট করতে দিন।

এবার ডার্ক চকলেট ভালো করে ফুটিয়ে নিন। রেফ্রিজারেটরে সেট করা চকলেট এই গলা চকলেটের মধ্যে ডুবিয়ে আবার ফ্রিজে সেট হতে দিন। ব্যস একদিন রেখে দিলেই তৈরি হোমমেড স্পেশাল হেলদি চকোলেট।

যে কোনও ঋতুতেই পায়ের গোড়ালি ফাটতে থাকে

অনেকের সারা বছর, যে কোনও ঋতুতেই পায়ের গোড়ালি ফাটতে থাকে। অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না, কীভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। তবে কয়েকটা নিয়ম মেনে চললেই, এই সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়।

অনেকের সারা বছর, যে কোনও ঋতুতেই পায়ের গোড়ালি ফাটতে থাকে। অনেকেই বুঝে উঠতে পারেন না, কীভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন। তবে কয়েকটা নিয়ম মেনে চললেই, এই সমস্যা থেকে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায়।

১) বাইরে থেকে বাড়ি ফিরে প্রথমে উষ্ণজলে পা ধুয়ে নিন। পা ধোয়ার সময় অবশ্যই পিউমিক স্টোন ব্যবহার করুন। এতে মরাকোষ দূর হবে। ২) পা পরিষ্কারের জন্য একটা গামলায় উষ্ণ জলে শাম্পু মিশিয়ে নিন। কিছুক্ষণ সেই জলে পা ডুবিয়ে রাখুন। তারপর পা ঘষে নিন। এতে পা পরিষ্কার হবে। ৩) পা পরিষ্কার করার পর মনে করে ময়েশ্চারাইজার মেখে নিন গোটা পায়ের পাতায়। হালকা হাতে মাসাজ করুন।

৪) বাড়িতে কখনই খালি পায়ে ঘুরবেন না। এতে পায়ে ময়লা জমা হবে। বরং নরম হাওয়াই চটি ব্যবহার করুন।

ছোট বারান্দায় কিভাবে বাগান করবেন?

ফ্ল্যাট ছোট হওয়ায়, সাধ থাকলে, সুন্দর বাগানের শখপূরণ হয় না। একফালি বারান্দায়, গাছ রাখলেও, কয়েকদিনেই তা শুকিয়ে মরে যায়। তবে জানেন কি? কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখলেই খুব সহজেই, খুব কম খাটনিতে ছোট্ট বারান্দায় মনভালো এক বাগান তৈরি করতে পারেন।

ফ্ল্যাট ছোট হওয়ায়, সাধ থাকলে, সুন্দর বাগানের শখপূরণ হয় না। একফালি বারান্দায়, গাছ রাখলেও, কয়েকদিনেই তা শুকিয়ে মরে যায়। তবে জানেন কি? কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখলেই খুব সহজেই, খুব কম খাটনিতে ছোট্ট বারান্দায় মনভালো এক বাগান তৈরি করতে পারেন।

১) প্রথমেই মাথায় রাখুন। আপনার বারান্দার আয়তন বুঝেই টবের সংখ্যা নির্বাচন করুন। গাছ পছন্দ করেন বলেই, একাধিক টব রাখবেন না। ২) কয়েকটি ফুল গাছ, যেমন, পিটুনিয়া, বোগানভলি রাখুন। রাখতে পারেন জবাও। আর বাদবাকি থাকুক বাহারি পাতার গাছ। এগুলো দেখতেও সুন্দর এবং খুব অল্প যত্নেও ভালো থাকে। ৩) টবে জল দেওয়ার পর বারান্দা ভেসে যায় মাটি মেশানো জলে। বরং টবের নিচে রাখুন প্লাসটিকের বাটি। জলে দেওয়ার পর সেই বাটি উলটে দিলেই সমস্যা হবে না। ৪) শুকনো পাতা জমতে দেবেন না। বরং গাছের গোড়ায় তা না রেখে ফেলে দিন। এতে গাছ ও বারান্দা দুই পরিষ্কার থাকবে। ৫) জায়গা কম থাকলে ঝুলন্ত টবও লাগাতে পারেন। এক্ষেত্রে যে গাছগুলি ঝুলে ঝুলে থাকবে তা নির্বাচন করুন।

ঝিঙের সঙ্গে থাকবে ডিম খাবে আট থেকে আশি

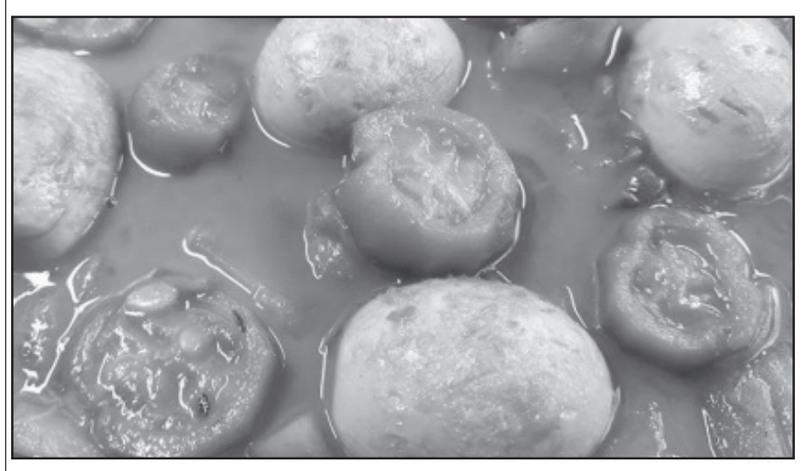

মা-ঠাকুরমাদের হেঁশেলে রয়েছে এমন অনেক গুপ্ত রেসিপি, যা একবার খেলে, বার বার খেতে ইচ্ছে করবে। সেরকমই এক পদ হল ডিম ঝিঙে। ঝিঙের সঙ্গে ডিম! ভাবছেন এ আবার কেমন রেসিপি? মা-ঠাকুরমাদের হেঁশেলে রয়েছে এমন অনেক গুপ্ত রেসিপি, যা একবার খেলে, বার বার খেতে ইচ্ছে করবে। সেরকমই এক পদ হল ডিম ঝিঙে। শুনতে আজব লাগলেও, বাঙালির এই ফিউশন পদ কিন্তু দুপুরের পাতকে জমজমাট করবে নিমেষেই।

যা যা লাগবে— ৩ টি ডিম, কচি ঝিঙে ১ কেজি, গরমমশলা, জিরে বাটা, ধনে বাটা ও আদাবাটা, কাঁচালঙ্কা কুচি, চিনি আন্দাজমতো। এভাবে তৈরি করুন--- ঝিঙেগুলো, ছোটো ছোটো করে কেটে নুন মাখিয়ে একঘণ্টা রেখে দিন। এর পর ভালো করে ধুয়ে জল নিংড়ে নিন এবং হলুদ নুন দিয়ে অল্প ভেঙে রাখুন। অন্য পাত্রে নুন দিয়ে ডিম ফেটিয়ে রাখুন। কড়াইতে বেশি করে তেল মশলা দিয়ে ভেজে নিন। মশলার সঙ্গে ঝিঙেগুলো ভাজতে থাকুন। ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে তাতে ডিম, নুন, চিনি দিয়ে অনবরত নাড়তে থাকুন। যখন বেশ ঝুরঝুরে হবে। তখন ঘি, গরমমশলা দিয়ে নামিয়ে নিন।

পুরনো ব্রাশেই হবে চুলের গোড়া শক্ত

টুথব্রাশে চুলের গোড়া শক্ত হবে! তাও আবার পুরনো! হ্যাঁ, রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমনটা করলে সতি সত্যিই চুল থাকবে ভালো। এবার কায়দাটা শিখে নিন। শিরোনাম পড়ে নিশ্চয়ই ভাবছেন, এ আবার কেমন কাণ্ড, টুথব্রাশে চুলের গোড়া শক্ত হবে! তাও আবার পুরনো! হ্যাঁ, রূপ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমনটা করলে সতি সত্যিই চুল থাকবে ভালো। এবার কায়দাটা শিখে নিন। আমরা প্রায় সবাই শাম্পু করার সময়, হাত দিয়ে চুলের গোড়া মাসাজ করি ও পরিষ্কার করি। কিন্তু বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এমনটা না করে বরং পুরনো টুথব্রাশ নিন। মাথায় শ্যাম্পু ভালো করে ঘষে নিয়ে ব্রাশ দিয়ে হালকা হালকা করে গোড়াতে ঘষে নিন। দেখবেন চট জলদি চুলের গোড়া পরিষ্কার হবে। স্কাল্প থেকে অতিরিক্ত তেল দূর হবে। তবে এসব করার আগে কয়েকটা জিনিস অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে।

১) টুথব্রাশের ব্রেসেল গুলো যেন শক্ত না হয়। নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্রেশেল দিয়ে কখনই এটা করবেন না। ২) ববহারের আগে অবশ্যই ভালো করে ধুয়ে নিন টুথব্রাশ। ৩) এক্ষেত্রে বড়দের ব্রাশ ব্যবহার না করে, বেবি ব্রাশ ব্যবহার করুন।

প্রতি দিন ১৫ মিনিটের হাঁটাহাঁটি বদলে দিতে পারে অনেক কিছু

ভাল থাকতে গেলে শরীর-মন, দুই-ই ভাল থাকা দরকার। ব্যস্ত জীবনে যদি সে ভাবে শরীরচর্চা করা না-ও যায়, ১৫ মিনিট সময় বের করা কি খুব কঠিন হবে? সেই ১৫ মিনিটে বরং বেরিয়ে পড়ুন হাঁটতে।

দিনের শুরুতে হলেই বেশি ভাল। তবে তা সম্ভব না হলে যে কোনও সময় এই হাঁটাহাটিটা খুব জরুরি। কেন, সেটাই জেনে নিন। হৃদ্‌যন্ত্র ভাল রাখে: হাঁটা একটি সরল ব্যায়াম। এতে শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল হয়। দিনে মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই একটু হলেও কমিয়ে দিতে পারে হৃদ্‌রোগের ঝুঁকি। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও শরীর সচল রাখতে নিয়মিত হাঁটা খুব জরুরি। মন ভাল রাখে মাঝেমধ্যেই এমন হয় যে, কোনও কিছুই ভাল লাগছে না বা কাজ করে ক্লান্ত মনে হচ্ছে। সেই সময় যদি একটু হাঁটা যায়, বদল হবে মনের অবস্থার। কারণ, হাঁটলে এন্ড্রোফিনের মতো হরমোন নির্গত হয়, যা মনকে খুশি রাখতে সাহায্য করে। আমেরিকান সাইকোলজিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত হাঁটহাটি অবসাদ ও উদ্বেগের মতো মানসিক সমস্যা দূরে রাখতে সাহায্য করে। মস্তিষ্ককে সচল রাখে: নিয়মিত হাঁটায় মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতাও বাড়ে। মাত্র ১৫ মিনিট হাঁটাই স্মৃতিশক্তি বাড়াতে পারে। অ্যালঝাইমার্সের মতো রোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। ওজন নিয়ন্ত্রণ সাহায্য করে: ওজন কমানোর জন্য অনেকেই হাঁটাহাঁটিকে গুরুত্ব দেন। নিয়মিত হাঁটাহাটি স্বাস্থ্যের জন্য ভাল। শুধু তা-ই নয়, ক্যালোরি ক্ষয় করতেও সাহায্য করে হাঁটা। যা ওজন কমানো বা নিয়ন্ত্রণের জন্য খুব প্রয়োজন। তরতাজা করে তোলে: খানিকটা হাঁটহাটি মন ও শরীরকে চাঙ্গা করে তোলে। হাঁটলে শরীরে অক্সিজেন তুলনায় বেশি যায়। সারা শরীরে রক্ত সঞ্চালন ভাল ভাবে হয়। এই বিষয়গুলি শরীর ও মন তরতাজা করে তোলে। পেশি ও হাড় মজবুত করে: নিয়মিত হাঁটাহাটিতে যে হেতু পেশি থেকে হাড়, সব কিছুরই ব্যায়াম হয়, তাই সেগুলিও মজবুত হয়ে ওঠে।

ঘুম ভাল হয়: শুলেই যাঁদের ঘুম আসে না, সাধ্যসাধনার দরকার হয়, তাঁদের ক্ষেত্রে এই হাঁটা খুব উপকারে আসে। দিনে অন্তত ১৫ মিনিট হাঁটলেও শরীরে শক্তি ক্ষয় হয়। তার জেরেই ঘুম ভাল হয়।

বুধবার মেয়র দীপক মজুমদারের নেতৃত্বে অভয়নগরে নির্মিয়মান স্থান পরিদর্শন করা হয়।

অসমের নামরূপে নতুন ব্রাউনফিল্ড অ্যামোনিয়া-ইউরিয়া সার কারখানা স্থাপনের প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা অনুমোদন

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে আজ অসমের ব্রহ্মপুত্র ভ্যালি ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন লিমিটেড (বিভিএফসিএল)-এর বর্তমান প্রাঙ্গণে বার্ষিক ১২.৭ লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন একটি নতুন ব্রাউনফিল্ড অ্যামোনিয়া-ইউরিয়া কমপ্লেক্স স্থাপনের প্রস্তাবে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে ।

এই প্রকল্পে মোট ব্যয় হবে ১০,৬০১.৪০ কোটি টাকা । নতুন বিনিয়োগ নীতি, ২০১২ এর অধীনে, ২০১৪ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে সংশোধনীক্রমে ৭০:৩০ ঋণ-অংশীদারি অনুপাতে একটি যৌথ শিল্প উদ্যোগের মাধ্যমে প্রকল্পটি গড়ে তোলা হবে। নামরূপ-৪ নামে এই প্রকল্পটি চালু করার সম্ভাব্য সামগ্রিক সময়সীমা ধার্য্য হয়েছে ৪৮ মাস।

উপরন্তু, মন্ত্রিসভা পাবলিক এন্টারপ্রাইজ (ডিপিই) এর নির্দেশিকায় নির্ধারিত সীমা শিথিল করার জন্য ন্যাশনাল ফার্টিলাইজার''স লিমিটেড (এনএফএল) এর ১৮ শতাংশ ইক্যুইটি অংশগ্রহণ করার অনুমোদন দিয়েছে; এবং নামরূপ-৪ সার কারখানা স্থাপনের প্রক্রিয়া তদারকির জন্য একটি আন্তঃ মন্ত্রণালয় কমিটি (আইএমসি) গঠন করা হয়েছে।

প্রকল্পটি দেশে, বিশেষ করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলে দেশীয় ইউরিয়া উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। এটি উত্তর-পূর্ব, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং ঝাড়খন্ডের ইউরিয়া সারের ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করবে।

নামরূপ-৪ ইউনিটের স্থাপন অধিকতর বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী হবে। এটি এলাকার মানুষের জন্য অতিরিক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করবে। এছাড়া, এরফলে দেশে ইউরিয়া সার ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা হবে।

শ্রীভূমি জেলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অনুমোদনপত্র প্রদান

শ্রীভূমি (অসম), ১৯ মার্চ (হি.স.) : সমগ্র রাজ্যের সঙ্গে শ্রীভূমি জেলায়ও প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা (গ্রামীণ) বা পিএমএওয়াই-জি-এর অধীনে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রের মোট ১৬,৯০৯ জন যোগ্য সুবিধাভোগীকে ঘর নির্মাণের জন্য সহায়তা রাশির প্রথম কিস্তির অনুমোদনপত্র প্রদান করা হয়েছে। আজ বুধবার উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা এলাকাধীন সুবিধাভোগীদের অনুমোদনপত্র প্রদান করতে শ্রীভূমি শহরের নীলমণি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের খেলার মাঠে সকাল ১১টায় শ্রীভূমির জেলাশাসক প্রদীপকুমার দ্বিবেদীর পৌরোহিত্যে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অনুমোদনপত্র প্রদান কার্য্যসূচি ও ভাষণ সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে।

এদিন উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ৪,১০০ জন সুবিধাভোগীকে প্রথম কিস্তির ৩৭,৫০০ টাকার অনুমোদনপত্র প্রদান করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে অনুমোদন প্রাপকদের দু-একদিনের মধ্যে তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা হবে জানানো হয়।

আরও জানানো হয়েছে, আর্থিকভাবে অনগ্রসর গ্রামাঞ্চলের পরিবারগুলিকে বাসগৃহের সুবিধা প্রদান করতে পিএমএওয়াই-জি-এর অধীনে পাকা বাড়ি নির্মাণের জন্য তিন কিস্তিতে ১,৩০,০০০ টাকা এবং মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ নিয়োগ প্রকল্প বা এমজিএনরেগা-র অধীনে ৯৫ দিনের মজুরি হিসেবে ২৩,৬৫৫ টাকা প্রদান করা হচ্ছে। এই যোজনায় সর্বমোট ১,৫৩,৬৫৫ টাকা একজন সুবিধাপ্রাপকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে প্রদান করা হবে।

আজকের অনুষ্ঠানে শ্রীভূমির পুরপতি রবীন্দ্রচন্দ্র দেব, ডিডিসি দীপক জিডুং, এডিসি উদয় শংকর দত্ত, উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, বিজেপি জেলা সভাপতি সঞ্জীব বণিক, বিজেপি প্রাক্তন জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য্য, বিশ্বরুপ ভট্টাচার্য্য, কিশোর দে প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে জেলাশাসক সহ অন্যান্য বক্তারা এই যোজনার সুবিধা প্রাপকদের কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত পিএমএওয়াই-জি-এর টাকা সঠিকভাবে ব্যবহার করে যথাসময়ে ঘর নির্মাণ করতে এবং কাউকে কোনও ধরনের অর্থ বা উৎকোচ প্রদান না করতে সতর্ক করেছেন।

এদিকে এদিন শ্রীভূমি জেলার দক্ষিণ করিমগঞ্জ বিধানসভা একালার ৫,৮৮৪ জন, রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা এলাকার ৩,৪৭৩ জন এবং পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন ৩,৪৫২ জন সুবিধাভোগীকে অনুরূপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পিএমএওয়াই-জি-এর অনুমোদনপত্র প্রদান করা হয়েছে।

হাইলাকান্দিতে আবাস যোজনার মঞ্জুরি পত্র বন্টন

হাইলাকান্দি (অসম) ১৯ মার্চ (হি.স.) : হাইলাকান্দিতে দুটি পৃথক অনুষ্ঠানে বুধবার জেলার ১৪ হাজার ৫২ জনকে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার মঞ্জুরিপত্র তুলে দেওয়া হয়। শহরের এস এস কলেজের খেলার মাঠে হাইলাকান্দি বিধানসভার ৫ হাজার ৯৭৫ জনকে এবং বোয়ালিপারের ডক্টর শশীভূষণ ইনস্টিটিউট অফ এডুকেশন প্রাঙ্গনে আলগাপুর -কাটলিছড়া বিধানসভা কেন্দ্রের ৮ হাজার ৭৭ জনকে মঞ্জুরি পত্র এবং রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি অভিনন্দন পত্র তুলে দেওয়া হয়। উভয় অনুষ্ঠানে কামরূপ জেলার পলাশবাড়ীর রামপুর হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে আয়োজিত রাজ্য পর্য্যায়ের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ লাইভ স্ট্রিমিং করে বড় পর্দায় দেখানো হয়।

এস এস কলেজের অনুষ্ঠানে জেলা কমিশনার নিসর্গ হিভারে আগামী দু-তিন দিনের মধ্যে হিতাদিকারীদের একাউন্টে প্রথম কিস্তির অর্থ ৩২ হাজার ৫০০ টাকা এবং এমএনরেগার ৯৫ দিনের মজুরি বাবদ ২৩ হাজার ৫০০ টাকা ঢুকে যাবে বলে জানান। এরপর দ্বিতীয় কিস্তি হিসেবে ৪৭ হাজার ৭৫০ এবং অনুরূপ অর্থ তৃতীয় কিস্তি হিসাবেও পরে হিতাদিকারীদের একাউন্টে প্রেরণ করা হবে বলে উল্লেখ করেন জেলা কমিশনার। এস এস কলেজের অনুষ্ঠানে পুরসভার চেয়ারম্যান মানব চক্রবর্তী,বিজেপির জেলা সভাপতি কল্যাণ গোস্বামী, স্বপন ভট্টাচার্য্য এবং মূণ স্বর্ণকার উপস্থিত ছিলেন। বোয়ালিপারের ডক্টর শশীভূষণ ইনস্টিটিউট অব এডুকেশনের প্রাঙ্গনস্থলের অনুষ্ঠানে এডিসি তথা জেলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সিইও রক্তিম বড়ুয়া, মিলন দাস, জামাল উদ্দিন, আব্দুল আহাদ লস্কর উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীভূমির নর্থ সিংলা অমরখালে প্রাক্তন সৈনিকদের পুনর্মিলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত

শ্রীভূমি (অসম) ১৯ মার্চ (হি.স.) : শ্রীভূমির জেলা সৈনিক কল্যাণ কার্য্যালয়ের উদ্যোগে এবং গুয়াহাটির রাজ্য সৈনিক বোর্ডের পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলবার রামকৃষ্ণ নগরের নর্থ সিংলা অমরখালে প্রাক্তন সৈনিকদের এক পুনর্মিলন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। শ্রীভূমির জেলা সৈনিক কল্যাণ আধিকারিক জানিয়েছেন যে ওই অনুষ্ঠানে ১২০ জন প্রাক্তন সৈনিক, বিধবা, বীর নারী ও তাদের পরিবারের সদস্যরা অংশ গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ৫ জন বৃদ্ধ বয়স্ক জ্যেষ্ঠতম প্রাক্তন সৈনিককে এবং ৫ জন বিধবাকে উপহার সামগ্রী দিয়ে সংবর্ধনা জানানো হয়। ওই অনুষ্ঠানে প্রাক্তন সৈনিক, বিধবা ও পরিবারের সদস্যরাদের এসপিএআরএসএইচ (স্পর্শ) এবং কেন্দ্র ও রাজ্য সৈনিক বোর্ড থেকে প্রদান করা বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প ও

বুধবার আগরতলা পূর্ব থানার চুরি যাওয়া সামগ্রি, অর্থ সহ এক চোরকে আটক করে।

দেওয়াল লিখন, রাজনৈতিক উত্তাপ বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ১৯ মার্চ (হি.স.) : বিধানসভা নির্বাচনের এখনও দেরি, কিন্তু তার আগেই বাঁকুড়া জেলায় রাজনৈতিক উত্তাপ ছড়িয়েছে। বাঁকুড়া ১ ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির তরফে হিন্দুদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার এবং বিজেপিকে বিজয়ী করার আহ্বান জানিয়ে দেওয়াল লিখনের পর থেকেই রাজনৈতিক উত্তেজনা শুরু হয়। পাল্টা তৃণমূলের পক্ষ থেকে ব্যানার টাঙানো হয় 'হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, বাঙালি পূর্ণ মন্ত্রী নাই'। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে এই প্রচার চালানো হয়েছে বলে জানা গেছে।

বিজেপির স্থানীয় নেতা-কর্মীদের দাবি, রাজ্যের শাসক দল দীর্ঘদিন ধরে বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে, যা হিন্দুদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়াচ্ছে। সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ আগামী বিধানসভা নির্বাচনে দেখা যাবে বলে তাদের বিশ্বাস। অন্যদিকে, তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, হিন্দুত্ব প্রমাণ করতে গেরুয়া পোশাক পরতে হয় না। তৃণমূল জাতপাতের রাজনীতিতে বিশ্বাসী নয়; তাদের নীতি হল উন্নয়ন।

প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া ও বিষ্ণুপুর দুই আসনেই জয় পেয়েছিল বিজেপি। এরপর ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে জেলার ১২টি আসনের মধ্যে ৮টি দখল করে বিজেপি। এতে পদ্ম শিবিরে উৎসাহের জোয়ার দেখা দিলেও শাসক দলের মধ্যে হতাশা ছড়িয়ে পড়ে। তবে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে সেই জয়ের ধারা ধরে রাখতে পারেনি বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে নিজেদের হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া গেরুয়া শিবির। অন্যদিকে, শাসক দল তৃণমূলও বিজেপিকে সেই সুযোগ ছাড়তে প্রস্তুত নয়।

সরকারি পরিষেবা নিয়ে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে তৃণমূলের ধরনা

দুর্গাপুর, ১৯ মার্চ (হি.স.) : সরকারি পরিষেবা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে সরব ছিল বিরোধীরা। তবে এবার ঠিক উল্টো ছবি দেখা গেল অন্ডাল ব্লকে। প্রকৃত প্রাপকরা সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। এই অভিযোগ তুলে তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানসহ পঞ্চায়েত সদস্যরা ধরনায় বসলেন অন্ডাল বিডিও অফিসে। ঘটনাটি ঘিরে শিল্পাঞ্চলের রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

বুধবার অন্ডাল বিডিও অফিসে পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যদের নিয়ে ধরনায় বসেন মদনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পার্থ দেওয়াসি। বিডিও অফিসের দরজার সামনে বারান্দায় বসে পড়েন তিনি ও তাঁর সঙ্গী সদস্যরা। অভিযোগ তুলে পার্থবাবু বলেন, 'গত দুই বছর ধরে পিএইচই-র উদ্যোগে জলের পাইপলাইন বসানোর জন্য রাস্তা খুঁড়ে রাখা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও সেই রাস্তা আজও মেরামত করা হয়নি। ফলে প্রতিদিনই স্কুলপড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছেন। এছাড়াও গ্রীষ্মকাল আসন্ন, অথচ এখনও পর্যন্ত নলবাহিত জল পরিষেবা চালু হয়নি।' তিনি আরও অভিযোগ করে বলেন, 'বাংলা আবাস যোজনার প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। সরেজমিন তদন্তে গিয়ে কিছু আধিকারিক সিপিএম ও বিজেপির এজেন্টের মতো কাজ করেছেন।'

তথ্য দিয়ে পার্থবাবু আরও জানান, '২০২২-২৩ অর্থবছরে অন্ডাল ব্লকের ২৮০০ জন প্রকৃত প্রাপক এখনও বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত। পরবর্তী আবেদনকারীরা ভাতা পেলেও আগের বছরের আবেদনকারীরা আজও বঞ্চিত। এছাড়াও ২০২০-২১ সালে মুখ্যমন্ত্রী পুরোহিত ভাতা চালুর ঘোষণা করলেও, অন্ডাল ব্লকে সেই ভাতা এখনও চালু হয়নি। সরকারি আমলাদের গাফিলতির ফলে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ আমাদের ওপর পড়ছে। তাই বাধ্য হয়েই ধরনায় বসেছি, যাতে প্রকৃত প্রাপকেরা তাদের অধিকার পান।'

প্রধানের অভিযোগকে সমর্থন জানিয়ে তৃণমূলের অন্ডাল ব্লক সভাপতি কালোবরণ মণ্ডল বলেন, 'বঞ্চনার অভিযোগ সত্যি। বুধবার মদনপুর পঞ্চায়েতের প্রধান ও সদস্যরা ধরনায় বসেছেন। আগামীদিনে অন্যান্য পঞ্চায়েতগুলিও একইভাবে ধরনায় বসবে। সরকারি পরিষেবা না পাওয়ায় সাধারণ মানুষ যেমন ক্ষুব্ধ, তেমনই আমাদেরও জবাবদিহি করতে হচ্ছে। বিষয়টি দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে জানিয়েছি।'

তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচিকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য বলেন, 'আরজিকর কান্ডের মতো এটিও তৃণমূলের নতুন নাটক। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে পুরোহিত ভাতা ও আবাস যোজনার মতো বিষয় নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে তৃণমূল। প্রকৃত গরিব মানুষদের নাম তারাই বাদ দিয়েছে, এখন আবার সেই অভিযোগ তুলে ধরনায় বসছে। মানুষ এসব নাটক ধরে ফেলেছে। ২০২৬ বিধানসভায় তৃণমূলের কোনও নাটকই কাজে আসবে না।' যদিও এই বিষয়ে অন্ডাল বিডিও দেবাঞ্জন দত্তের কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

ফড়েরাজ ঠেকাতে সহায়ক মূল্যে আলু কেনা শুরু রাজ্যের

দুর্গাপুর, ১৯ মার্চ (হি.স.) : উৎপাদন বেশি হওয়ায় মাথায় হাত পড়েছিল আলু চাষিদের। এবার সেই দুশ্চিন্তা কমাতে এবং ফড়েরাজ ঠেকাতে পশ্চিম বর্ধমান জেলা কৃষি বিপণন দফতরের উদ্যোগে সহায়ক মূল্যে আলু কেনা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। বুধবার কাঁকসার পিয়ারীগঞ্জে এই কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। এদিন সকাল থেকেই পূর্বঘোষিত সময় অনুযায়ী আলু কেনার শিবির শুরু হয়। জেলা কৃষি বিপণন দফতর সূত্রে জানা গেছে, প্রথম দিনেই সাড়ে ৪০০ বস্তা 'জ্যোতি' আলু সহায়ক মূল্যে কেনা হয়।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি দক্ষিণবঙ্গের বেশ কয়েকটি জেলায় শিলাবৃষ্টির কারণে চাষিদের মধ্যে চরম উদ্বেগ দেখা দেয়। চলতি মরসুমে আলুর উৎপাদন বেশি হওয়ায় বাজারে দাম তলানিতে নেমে যায়, যা চাষিদের আরও বিপাকে ফেলে। অভিযোগ ওঠে, এক শ্রেণির ফড়ে চাষিদের কাছ থেকে কম দামে আলু কিনে ভিন রাজ্যে চালান করে দিচ্ছিল।

এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্য সরকার হস্তক্ষেপ করে। দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে সরকার ঘোষণা করে, চাষিদের কাছ থেকে ১০ টাকা কেজি দরে সরাসরি আলু কেনা হবে। সেই মোতাবেক রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় সহায়ক মূল্যে আলু কেনার কাজ শুরু হয়। জানা গেছে, চলতি বছরে রাজ্য সরকার হিমঘর মারফত ১১ লক্ষ মেট্রিক টন আলু এবং সুফল বাংলা প্রকল্পের মাধ্যমে সাড়ে ৯ হাজার মেট্রিক টন আলু কিনবে। এই উদ্দেশ্যে হিমঘরে আগাম ১৫ শতাংশ জায়গা বুকিং করে রাখা হয়েছে। প্রসঙ্গত, রাজ্য সরকার ২০২০ সালে প্রথমবার আলুর সংকট মেটাতে সহায়ক মূল্যে কেনা শুরু করে। সেবার ৪০ হাজার মেট্রিক টন আলু কেনা হয়েছিল। এবার ১১ লক্ষ মেট্রিক টন আলু কেনার লক্ষ্যমাত্রা রাজ্য সরকারের বড় পদক্ষেপ বলে মনে করছেন কৃষি বিশেষজ্ঞরা। পশ্চিম বর্ধমান জেলা কৃষি বিপণন আধিকারিক দিলীপ মণ্ডল জানান, 'জেলায় আলুর চাষ কম হয়। এবার আমাদের ১০০ মেট্রিক টন জ্যোতি আলু কেনার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। বুধবার কাঁকসার ত্রিলোকচন্দ্রপুর পঞ্চায়েতে আলু কেনা শুরু হয়েছে। প্রথম দিন ৪০০ বস্তা আলু কেনা হয়েছে, বৃহস্পতিবার ওই একই এলাকায় আরও ৮০০ বস্তা আলু কেনা হবে।'

বিধানসভায় মুলতুবি প্রস্তাব বিজেপির

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভায় চলতি অধিবেশনে বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন করে প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। বিষয় ছিল - সরকারি কর্মী নিয়োগ দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধ রয়েছে। সরকারি শূন্যপদে নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে এ পর্যন্ত বর্তমান সরকারের উদাসীনতা রয়েছে। ওই প্রস্তাবের সমর্থনে স্বাক্ষর করেছেন - অরূপ কুমার দাস, নরহরি মাহাতো, নির্মল ধারা, দিবাকর ঘরামি, বুধরাই টুডু, নদীয়ার চাঁদ বাউরি, শিখা চ্যাটার্জি, বিশাল লামা, মনোজ কুমার ওরাঁও এবং ড. শঙ্কর ঘোষ। ওই প্রস্তাব পাঠ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। এরপর মনোজ কুমার ওরাঁও সেটি পাঠ করেন। ওই প্রস্তাবের বক্তব্য অনুযায়ী, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, পুলিশ সার্ভিস বোর্ড সহ মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি একাধিক নিয়োগ সংস্থা অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। নিয়ম মেনে চলছে না নিয়োগ প্রক্রিয়া। এর পরিবর্তে চলছে চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ। নিয়মিতভাবে স্থায়ীপদে সরকারি চাকরিতে নিয়োগ বন্ধ করে রেখে অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের ঢালাও নিয়োগ করা হয়। যদিও তা নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি। তবে এদিন তাই নিয়ে কোনও ওয়াকআউট করেনি বিরোধী দল বিজেপি।

বিলাইপুর বাজার থেকে মিজোরাম সীমান্ত পর্যন্ত ভারী যান নিষিদ্ধ

হাইলাকান্দি (অসম) ১৯ মার্চ (হি.স.) : হাইলাকান্দি টেরিটোরিয়াল রোড ডিভিশনের এগজিকিউটিভ ইনিনিয়ার এক বিজ্ঞপ্তিতে বিলাইপুর বাজার থেকে বালিছড়া হয়ে মিজোরাম সীমান্তের ফাইসেল পর্যন্ত সড়কে ১০ টনের অধিক ভারি যানবাহনের চলাচল নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন।এই সড়কের বর্তমান অবস্থা সুবিধা জনক না-থাকায় আসন্ন বর্ষা মরসুমে যাত্রীবাহী যান চলাচলের জন্য এই আদেশ জারি করা হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

তমলুকে বিজেপির মিছিলের অনুমতি দিল হাইকোর্ট

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.): পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে বিজেপির মিছিলের অনুমতি দিল হাইকোর্ট। এর আগে পুলিশ অনুমতি না দেওয়ায় মিছিলের অনুমতি চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল বিজেপি। বৃহস্পতিবার ওই মিছিলে উপস্থিত থাকবেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তমলুকের রাজবাড়ি ময়দান থেকে হাসপাতাল মোড় পর্যন্ত ওই মিছিলের অনুমতি দিলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। মিছিলের জন্য একাধিক শর্তও বেঁধে দিল হাইকোর্ট।

হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, আগামিকাল দুপুর ১টা থেকে আড়াইটা পর্যন্ত মিছিল করা যাবে। সর্বোচ্চ একহাজার লোক নিয়ে মিছিল করা যাবে বলে অনুমতি দিলেন বিচারপতি। একইসঙ্গে তাঁর নির্দেশ, স্কুল চত্বরে নীরবতা বজায় রাখতে হবে। উস্কানিমূলক বক্তব্য পেশ করা যাবে না। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে হবে।

বুধবার বারুইপুরে কর্মসূচি বাতিলের সিদ্ধান্ত বিজেপির

বারুইপুর, ১৯ মার্চ(হি.স.) : বারুইপুরে শুভেন্দু অধিকারীর ঘোষিত কর্মসূচি কার্য্যত বানচাল হল। কর্মসূচি বাতিল হওয়ায় হতাশ বিজেপি কর্মীরা। বারুইপুরে শীতলা মন্দির ভাঙ্গার প্রতিবাদ ও বিধানসভায় বিজেপি বিধায়কদের বহিষ্কারের প্রতিবাদে রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিধানসভা কেন্দ্র বারুইপুরে প্রতিবাদ মিছিল ও সভা ডাক দিয়েছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। কিন্তু কর্মসূচি পালন না করেই কলকাতায় ফিরলেন শুভেন্দু অধিকারী।

বুধবার বারুইপুর রাসমাঠ থেকে এস পি অফিস পর্যন্ত পদযাত্রা ও এস পি অফিসের সামনে প্রতিবাদ সভা করার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। বিধানসভার বহিষ্কৃত বিধায়কদের সঙ্গে নিয়ে বারুইপুরে এই দিন আসেন শুভেন্দু। কিন্তু বিজেপির এই সভাকে বানচাল করতে শুরু থেকেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল তৃণমূল। এই দিন একই সময়ে বিজেপির যাত্রাপথে দুটি পথসভার ডাক দেয় তৃণমূল।

বুধবার রাজস্মিতা দাস আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন।

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পূজার হাতে পরীক্ষার এডমিট কার্ড তুলে দিলেন জেলা শিক্ষা আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মার্চ: গতকাল চড়িলাম আড়ালিয়া পঞ্চায়েতে অন্তর্গত রাজিব কলোনি এলাকায় মর্মান্তিক অগ্নিকাণ্ডে এলাকার বাসিন্দা নারায়ন দাসের বসতঘর সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায় ।আজ জেলার শিক্ষা অধিকারিক তাদের বাড়িতে যান।

অগ্নিকাণ্ডের ফলে নারায়ণ দাসের কন্যা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পূজা দাস এর বই, এডমিট সহ সমস্ত প্রমাণপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বুধবার দুপুরে তার বাড়িতে যায় সিপাহীজলার জেলা শিক্ষা অধিকারিক মলয় ভৌমিক।

পূজা দাস যেন বিনা বাধায় পরীক্ষা দিতে পারে সেই জন্য বুধবার জেলা শিক্ষা আধিকারিক মলয় ভৌমিক পুজা দাসের হাতে এডমিট কার্ড তুলে দিয়ে আসেন।

ভোটদানে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৈলাসহরে সাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ মার্চ: ভোটদানে জনগণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে এবং প্রত্যেককে ভোটার সচিত্র পরিচয় পত্র গ্রহণের লক্ষ্যে বুধবার ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে এক সচেতনতা মূলক বাইসাইকেল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। রেলির আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন মহকুমা শাসক প্রদীপ সরকার।

আজ কৈলাসহরে মহকুমাভিত্তিক ১৮ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত জনগণকে ভোটদানে উৎসাহিত করার জন্য মহকুমা ইলেকশন সেকশন এর উদ্যোগে এক বাইসাইকেল রেলির আয়োজন করা হয়। এই রেলিটি ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের সমস্ত পথ পরিক্রমা করে পুনরায় ঊনকোটি কলাক্ষেত্রের সামনে এসে সমাপ্ত হয়।

জম্পুইজলায় পশু-পাখির মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: পাহাড়েও পালিত হলো পশু-পাখির মেলা ও প্রদর্শনী। জম্পুইজলা ব্লকভিত্তিক মেলা ও প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয় বুধবার। প্রাণী পালকদের প্রাণী পালনে উৎসাহিত করতে রাজ্য প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তর অভিনব উদ্যোগ গ্রহন করেছে। পশু-পাখির মেলা প্রদর্শনী ও প্রাণী পালকদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়ার কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে জম্পুইজলা ব্লকভিত্তিক একদিনের পশু পাখির মেলা প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় বুধবার দুপুরে।

প্রাণি সম্পদ বিকাশ দপ্তর সিপাহীজলা জেলা কার্য্যালয়ের উদ্যোগে জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত মই তুলুন জেবি স্কুল মাঠে ব্লকভিত্তিক একদিনের মেলায় উদ্বোধক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন টাকারজলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিশ্বজিৎ কলই, গোলাঘাটি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মানব দেববর্মা, প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা ডঃ অমল মজুমদার সহ অন্যান্য গুণীজনেরা।

জম্পুইজলা ব্লকভিত্তিক এক দিবসীয় পশু পাখির মেলা প্রদর্শনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজাতির পশু পাখি নিয়ে পশু পালকরা হাজির হন। গবাদি পশু এবং পাখি পালকদের হাতে তাদের প্রাণীদের উৎকৃষ্টতার বিচারে প্রথম ,দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি গবাদি পশু পালকদের হাতে সান্তনা পুরস্কারও তুলে দেওয়া হয়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

সাসপেনশনের মেয়াদ শেষ সতীর্থের প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে অধিবেশনে নেই শুভেন্দু

কলকাতা, ১৯ মার্চ (হি.স.): তাঁর উপর জারি হওয়া এক মাসের সাসপেনশন আজ শেষ হয়ে গিয়েছে। ফলে বিধানসভার অধিবেশনে আজ তাঁর যোগ দিতে কোনও বাধা ছিল না। তবুও বুধবার অধিবেশনে গেলেন না শুভেন্দু ।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন আগেই জানিয়ে দেন, সাসপেনশন উঠলেও বিধানসভায় যান নি তিনি। তাঁর সাসপেনশনের বিরুদ্ধে সরব হতে গিয়ে এক বিজেপি বিধায়ককে সাসপেন্ড হতে হয়েছে । তিনি এই অধিবেশনে আর যোগ দিতে পারবেন না । কাজেই তাঁর প্রতি সহমর্মিতা দেখিয়ে অধিবেশনে যোগ দিলেন না শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্য বিধানসভার তথ্য কমিশনার বাছার জন্য বৈঠক ছিল। তাতে আমন্ত্রণ জানানো হয় রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকেও। বিরোধী দলনেতা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত থাকলেও এই বৈঠকে তিনি নিজে যোগ দেবেন না।

জাল নোট পাচারে ৫ বছর সাজা মহিলার

মুর্শিদাবাদ, ১৯ মার্চ (হি.স.): জাল নোট পাচারের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছিল এক মহিলা। জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে মামলা চলছিল। সেই মামলায় বুধবার সাজা ঘোষণা হল। দোষী মহিলাকে পাঁচ বছরের সাজা শোনালো আদালত। জানা গিয়েছে, জাল নোট পাচারে এই প্রথম ওই আদালতে মহিলার সাজা ঘোষণা হল।জানা গিয়েছে, ২০১১ সালের ১১ ডিসেম্বর গ্রেফতার হয়েছিল সাঞ্জিমা খাতুন নামে বছর ৩০-এর ওই মহিলা। ফরাক্কা বাসস্ট্যান্ড এলাকায় সে ঘোরাঘুরি করছিল। পুলিশের তাঁকে দেখে সন্দেহ হয়। তাঁকে আটক করে শুরু হয় তল্লাশি। তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায় প্রায় চার লক্ষ জাল টাকা। ওই মহিলার বাড়ি মালদা জেলার কালিয়াচক থানার পুরাতন বাবুপাড়াতে। এরপরই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে।ওই মহিলা দীর্ঘ সময় ধরে জাল নোট কারবারের সঙ্গে জড়িয়ে। সেই কথা জানতে পারেন তদন্তকারীরা। জঙ্গিপুর মহকুমা আদালতে শুরু হয় বিচারপ্রক্রিয়া। তিন বছরের বেশি সময় ধরে বিচারক অনীলকুমার প্রসাদের এজলাসে ওই মামলার শুনানি চলে।বুধবার বিচারক ওই মহিলাকে দোষী সাব্যস্ত করেন। তাঁকে পাঁচ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড নির্দেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। না দিলে অনাদায়ে আরও ছ'মাস জেল হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেন।আদালতের সরকারি আইনজীবী রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, এই প্রথম জাল নোট পাচার কাণ্ডে ওই আদালতে কোনও মহিলার সাজা ঘোষণা হল।

শূন্য সহনশীলতা নীতির ফলে সন্ত্রাসী ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে : নিত্যানন্দ রাই

নয়াদিল্লি, ১৯ মার্চ (হি.স.): ভারত সরকার সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শূন্য-সহনশীলতা নীতি গ্রহণ করেছে, যার ফলে দেশে সন্ত্রাসী ঘটনা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। বুধবার রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিত্যানন্দ রাই বলেন, ভারত সরকার জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-কে দেশের বাইরেও সন্ত্রাস-সম্পর্কিত ঘটনা এবং কার্যকলাপ তদন্তের জন্য আরও ক্ষমতা প্রদান করেছে।

তিনি বলেন, এনআইএ লন্ডনে ভারতীয় হাই কমিশন এবং সান ফ্রান্সিসকোতে ভারতের কনস্যুলেট জেনারেলের উপর হামলার ঘটনা তদন্ত করছে। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্র দেশ থেকে সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে।

মণিপুরের চূড়াচাঁদপুরে গোষ্ঠী সংঘর্ষ, হত এক, ভাঙচুর ঘায়েল বহু, জারি কারফিউ

ইমফল, ১৯ মার্চ (হি.স.) : মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা সদরের উপকণ্ঠে জোমি এবং মার উপজাতীয় মানুষের মধ্যে নতুন করে সংঘর্ষের ঘটনায় এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে এবং আহত হয়েছেন বেশ কয়েকজন। নিহতকে বছর ৫৩-এর জনৈক লালরোপুই পাখুমাতে বলে শনাক্ত করা হয়েছে। আজ বুধবার রাজ্য পুলিশের সদর দফতরের এক সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার গভীর রাতে চূড়াচাঁদপুর শহরের উপকণ্ঠে সংগঠিত হয়েছে সংঘর্ষের ঘটনা। গতকাল দুই জনগোষ্ঠীয় শীর্ষ দুই সংস্থা জোমি এবং মার-দের মধ্যে শান্তি মীমাংসা হওয়ার মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। এদিন মার ইনপুই এবং জোমি কাউন্সিল জেলায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত করে এমন সমস্ত কার্যকলাপ বন্ধ করতে এক শান্তিতে চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল। এর কয়েক ঘণ্টা পর কতিপয় যুবক জোমি জঙ্গি সংগঠনের পতাকা নামানোর চেষ্টা করলে নতুন করে সংঘর্ষ শুরু হয়।সূত্রটি বলেন, জোমি জঙ্গি সংগঠনের পতাকা নামানোর চেষ্টা করা হচ্ছে দেখে তাৎক্ষণিকভাবে হাতে হাতে লাঠিসোটা নিয়ে একদল মানুষ পাথর ছুঁড়তে শুরু করে। চলে ভাঙচুরের ঘটনা। কেবল পাথর ছোঁড়াই নয়, জনতার মধ্যে থেকে বিবাদী পক্ষকে লক্ষ্য করে গুলিও চালানো হয়েছিল। পুলিশের সূত্র বলেছেন, তবে কে গুলি চালিয়েছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়।জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করতে নিরাপত্তা বাহিনীকে বেশ বেগ পেতে হচ্ছিল। শেষে উন্মত্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা কর্মীরা কাঁদানে গ্যাসের শেল এবং কয়েক রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছেন।পুলিশ সূত্রের খবর, জোমি-মার সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে গোটা চূড়াচাঁদপুর জেলায় কারফিউ জারি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে শহরে ফ্ল্যাগমার্চ করছে নিরাপত্তা বাহিনী। পরিস্থিতির ওপর কঠোর নজরদারি রাখার পাশাপাশি মাইকযোগে জনগণকে ঘর থেকে না বেরনোর আহ্বান জানানো হচ্ছে।এদিকে চূড়াচাঁদপুর ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট ধরুন কুমার এস এক বিবৃতিতে বলেছেন, 'গতরাতে সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষই উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েছে। আমাদের এলাকায় শান্তি পুনরুদ্ধার এবং আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখা জরুরি প্রয়োজন।'সকল অংশকে আর কোনও সহিংসতায় জড়িত না হওয়ার আহ্বান জানিয়ে জেলাশাসক ধরুন কুমার এস বলেন, 'কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না। এ ধরনের যে কোনও পদক্ষেপের বিরুদ্ধ কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি সকলকে কর্তৃপক্ষের সাথে সহযোগিতা করা এবং যে কোনও সন্দেহজনক কার্যকলাপ দেখলে বা আঁচ করলে স্থানীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলিকে জানানোর আহ্বান জানান। শান্তিপূর্ণভাবে সমস্যা সমাধানের জন্য জেলা প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে আলোচনায় অংশ নিতে সব পক্ষের নেতাদের আহ্বান জানান জেলাশাসক ধরুন কুমার।

আমবাগান থেকে উদ্ধার নিখোঁজ গৃহবধূর মৃতদেহ

নদিয়া, ১৯ মার্চ (হি.স.): দু'দিন ধরে তিনি নিখোঁজ ছিলেন। বুধবার এলাকারই আমবাগান থেকে পাওয়া গেল নিখোঁজ ওই গৃহবধূর মৃতদেহ। ঘটনায় এখনও অবধি এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার গাংনাপুর থানা এলাকায়। মৃতার নাম নমিতা বাইন।পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই মহিলার বাড়ি গাংনাপুর থানার দেবগ্রাম পঞ্চায়েতের গোপীনগর এলাকায়। গত ১৭ তারিখ সোমবার থেকে পাওয়া যাচ্ছিল না মধ্যবয়সী নমিতাকে। মুঠোফোনে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মঙ্গলবারও তাঁর খোঁজ পাওয়া যায়নি। পরিবারের লোকজন থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে মঙ্গলবার রাতে স্থানীয় এক ব্যক্তিকে আটক করে। তাকে জেরা করে বুধবার ভোর চারটে নাগাদ মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

শিক্ষা অধিকর্তার নিকট ডেপুটেশন দিল এনএসইউআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: ছাত্র পেটানোর ঘটনায় শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা এবং ছাত্রীর আত্মহত্যার মামলার তদন্ত করার দাবিতে শিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। দুটি উদ্বেগজনক এবং মর্মান্তিক ঘটনা যা সম্প্রতি ঘটেছে, যার জরুরী হস্তক্ষেপ এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছে সংগঠন।

প্রথমত, গন্ডাতুইসায় অবস্থিত বিশ্বকর্মা এসবি স্কুলের এক ছাত্রকে একজন শিক্ষক নির্মমভাবে মারধর করেছেন। এই ঘটনাটি, যা শিশুটিকে মর্মান্তিক এবং গভীরভাবে বিচলিত করেছে, তা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। শিক্ষকের আচরণ শুধুমাত্র সহিংসতার কাজই নয়, এটি শিক্ষকদের প্রতি আস্থার লঙ্ঘনও। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় সেজন্য জড়িত শিক্ষকের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং মঙ্গল সর্বদা সর্বাগ্রে অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।

সম্প্রতি বিআর আম্বেদকর গার্লস হোস্টেলে ঘটে যাওয়া একটি মর্মান্তিক আত্মহত্যার বিষয় উল্লেখ করে হোস্টেলে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের মানসিক সুস্থতার বিষয়ে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে সংগঠন। পরিস্থিতি বোঝার জন্য একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করার দাবি জানানো হয়েছে। এই ঘটনাকে ঘিরে এবং শিক্ষার্থীদের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়েছে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা এবং মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়গুলিতে স্বাস্থ্য অধিকর্তার হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়েছে।

প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ অন্বেষণ কর্মসূচিতে রাজ্যের ৩৪,৫৭১জন ক্ষুদে ক্রীড়াবিদের অংশগ্রহণ: মন্ত্রী টিংকু রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: রাজ্যব্যাপী অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদ অন্বেষণ কর্মসূচি। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে গত ৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু এই কর্মসূচিতে রাজ্যের সবগুলি ব্লক, পুরপরিষদ, নগর পঞ্চায়েত এবং পুরনিগম এলাকার ২৪৭টি জোনের ৩৪ হাজার ৫৭১জন ক্ষুদে ক্রীড়াবিদ অংশগ্রহণ করে। আজ সচিবালয়ের প্রেস কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় এই কথা জানান। তিনি জানান, এই প্রথমবার সারা রাজ্যে তৃণমূলস্তর থেকে ক্রীড়াবিদদের তাদের প্রতিভার নিরীখে তুলে আনার উদ্দেশ্যে এই কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। প্রতিভাবান খেলোয়াড়গণ ১০ বছর এবং ১৪ বছর এই দুটি বিভাগে ফুটবল, খো-খো, কাবাডি এবং অ্যাথলেটিক্স এই খেলাগুলিতে অংশগ্রহণ করে। রাজ্যের সমস্ত পুরপরিষদ, নগর পঞ্চায়েত, ব্লক, পুরনিগম থেকে বাছাইকৃত খেলোয়াড়গণ মহকুমা এবং জেলাস্তরে আংশগ্রহণ করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে ক্রীড়ামন্ত্রী টিংকু রায় জানান, আগামী ২১ মার্চ উমাকান্ত ময়দানে রাজ্যের জেলাস্তর থেকে বাছাইকৃত ক্ষুদে খেলোয়াড়দের নিয়ে রাজ্যস্তরীয় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তর, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সহায়তায় টিএসএসবি লাইভ নামক একটি অ্যাপও চালু করেছে। এই অ্যাপের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারি সমস্ত খেলোয়াড়দের ডেটাবেসও তৈরী করা হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী রাজ্যের ৮টি জেলার নথীভুক্ত খেলোয়াড়দের তথ্যও সাংবাদিক সম্মেলনে তুলে ধরেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন এই ধরণের কর্মসূচির মাধ্যমে পরবর্তী সময় খেলোয়াড়দের আরও উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করানো সম্ভব হবে এবং খেলোয়াড়দের সুপ্ত প্রতিভা খুঁজে পাওয়ার পাশাপাশি খেলোয়াড়দের ক্রীড়ামেধা বৃদ্ধি করার আরও সুযোগ ভবিষ্যতে তৈরী হবে।

ক্রীড়ামন্ত্রী আরও জানান, আগামী ২৩ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভায় অনুষ্ঠিত হবে রাজ্যভিত্তিক যুব সাংসদ প্রতিযোগিতা। রাজ্যের ৮টি জেলা থেকে নির্বাচিত ১৫ থেকে ২৫ বছর বয়সী ৪০ জন প্রতিভাবান যুবক-যুবতী এতে অংশগ্রহণ করবে। বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দৃষ্টিভঙ্গিকে পাথেয় করে দেশের যুবক-যুবতীদের নিয়ে এই কর্মসূচি ২০১৯ সালে শুরু করা হয়। মূলত দেশাত্মবোধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে যুব সম্প্রদায়ের ভাবনা এই বিষয়ের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হবে রাজ্যভিত্তিক যুব সাংসদ প্রতিযোগিতায়। রাজ্যস্তর থেকে নির্বাচিত ৩জন ক্রীড়া প্রতিযোগীকে পরবর্তী সময় দিল্লীতে কেন্দ্রীয়স্তরে যুব সাংসদ প্রতিযোগিতায় পাঠানো হবে। ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে আগামী ২৩ মার্চ উমাকান্ত মাঠে একটি মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন কর্মসূচির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. পি কে চক্রবর্তী এবং দপ্তরের অধিকর্তা এস বি নাথ।

স্বাগত

● প্রথম পাতার পর

ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরাল স্পেস ফোর্স স্টেশনের স্পেস লঞ্চ কমপ্লেক্স ৪০ থেকে স্পেসএক্স ফ্যালকন ৯ রকেটে করে মহাকাশযানটি উড়ানের কথা ছিল। পরের দিন তাদের স্টেশনের হারমনি মডিউলের সামনের দিকের বন্দরে ডক করা হয়েছিল। এজেন্সির বোয়িং ক্রু ফ্লাইট টেস্টের অংশ হিসেবে, ৫ জুন, ২০২৪ তারিখে স্পেস লঞ্চ কমপ্লেক্স ৪১ থেকে বোয়িংয়ের স্টারলাইনার মহাকাশযান এবং একটি ইউনাইটেড লঞ্চ অ্যালায়েন্স অ্যাটলাস ভি রকেটে সুনীতা উইলিয়ামস এবং উইলমোরকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল। দু'জনেই ৬ জুন মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছান।মহাকাশ পরী দু'টি স্পেসওয়াক করেছিলেনসুনীতা উইলিয়ামস দু'টি স্পেসওয়াক করেছিলেন। একটিতে তিনি উইলমোরের সঙ্গে ছিলেন এবং অন্যটিতে হেগ ছিলেন। মহাকাশে ৯০০ ঘণ্টারও বেশি গবেষণার সঙ্গে ১৫০টিরও বেশি অনন্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। এই গবেষণায় উদ্ভিদের বৃদ্ধি এবং গুণমান, সেইসঙ্গে রক্তের রোগ, অটোইমিউন ব্যাধি এবং ক্যান্সার মোকাবেলায় স্টেম সেল প্রযুক্তির সম্ভাবনার উপর তদন্ত অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা মহাকাশচারীদের সার্কাডিয়ান ছন্দ বজায় রাখতে সাহায্য করার জন্য আলোর পরীক্ষাও করেছিলেন। মহাকাশে অণুজীব বেঁচে থাকতে পারে কিনা তা অধ্যয়নের জন্য মহাকাশ স্টেশনের বাইরের অংশ থেকে নমুনা নেওয়া হয়েছিল। সুনিতার জন্মস্থানে উদযাপন ভারতীয় সময় ভোর ৩.২৭ মিনিটে কক্ষপথে বার্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর স্পেস অ্যাঞ্জেল সুনীতা ফ্লোরিডা উপকূলে অবতরণের সাথে সাথে তাঁর গুজরাটের জন্মস্থান গ্রামে উদযাপন শুরু হয়। ইতিহাস সৃষ্টি করে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে আসা সুনীতা উইলিয়ামসকে সমুদ্রে সাঁতার কাটতে থাকা একদল ডলফিন স্বাগত জানায়। যখন তাদের ক্যাপসুলটি জলে পড়ে, তখন তাদের চারপাশে প্রচুর সংখ্যক ডলফিন ছিল। এরপর তাকে পুনরুদ্ধার জাহাজ থেকে ক্যাপসুল থেকে বের করা হয়। সুনীতাকে ভারতে আসার আমন্ত্রণ প্রধানমন্ত্রীর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সুনীতা উইলিয়ামসকে ভারত সফরের আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি চিঠি লিখেছেন। ১ মার্চ লেখা এবং নাসার প্রাক্তন মহাকাশচারী মাইক ম্যাসিমিনোর মাধ্যমে পাঠানো চিঠিটি কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং এক্স-এ ভাগ করে নিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী চিঠিতে লিখেছেন, আপনি হাজার হাজার মাইল দূরে থাকলেও, আপনি আমাদের হৃদয়ের খুব কাছে। ভারতের জনগণ আপনার সুস্বাস্থ্য এবং আপনার মিশনে সাফল্যের জন্য প্রার্থনা করছে। আপনার ফিরে আসার পর আমরা ভারতে আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি। ভারতের জন্য তাদের সবচেয়ে খ্যাতিমান কন্যাদের মধ্যে একজনকে আতিথ্য দেওয়া আনন্দের হবে।

ধৃত ১

● প্রথম পাতার পর

অভিযুক্ত স্বামীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। বাকিদের এখনো পর্যন্ত গ্রেফতার করা হয়নি। মামলার তদন্তকারী অফিসার সুস্মিতা দেবনাথ জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই পলাতক পাঁচজন অভিযুক্তকে জালে তোলা হবে। বুধবার অভিযুক্ত সুব্রত দে কে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। পুলিশের বিশ্বাস অভিযুক্তকে পুলিশ রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করলে বাকি অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা খুব সহজ হবে।

২০ বছরের সাজা

● প্রথম পাতার পর

বলে জানান সরকারি দায়িত্বপ্রা

উৎসাহ উদ্দীপনায় ইকফাই ইউনিভার্সিটিতে ফিট ইন্ডিয়া ত্রিপুরা তরঙ্গ অনুষ্ঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বেশ উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে ফিট ইন্ডিয়া ত্রিপুরা তরঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারত সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া তথা সাই এবং ইকফাই ইউনিভার্সিটি, ত্রিপুরার যৌথ উদ্যোগে কলকাতা রিজিওনাল প্ল্যান-এর অংশ হিসেবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে প্রাণবন্ত সংস্কৃতিক পরিবেশনা এবং ফিটনেস কার্য্যক্রমের অনন্য মিশ্রণে ফিটনেস, সংস্কৃতি এবং যুব ক্ষমতায়নের মূল আদর্শ উদযাপিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরার গর্ব অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী ড. দীপা কর্মকার। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিশিষ্ট অতিথি বৃন্দ অনুষ্ঠানের গুরুত্ব ও রোডম্যাপে ফিটনেস এবং সংস্কৃতিক ঐক্য উদযাপনের গুরুত্ব আলোচনা করে উদ্যোক্তাদের ভূয়যী প্রশংসা করেন। অনুপ্রেরণামূলক অনুষ্ঠানটি সাফল্যমণ্ডিতভাবে সম্পন্ন হওয়ায় উপস্থিত উদ্যমী দর্শক, পরিশ্রমী স্বেচ্ছাসেবক সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে বিশেষ করে সাই এসটিসি আগরতলার সেন্টার ইন-চার্জ অরিন্দম গঁগে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

স্টেট লেভেল স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম আগামীকাল থেকে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য স্তরীয় ক্রীড়া মেধা অন্বেষণ কর্মসূচি শুরু হচ্ছে ২১ মার্চ থেকে। রাজ্যের যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া দপ্তর আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এই স্টেট লেভেল স্পোর্টস ট্যালেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম চলবে ২৩ মার্চ পর্যন্ত। রাজধানীর উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গনে এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানে রাজ্য ক্রীড়া মেধা অন্বেষণ কর্মসূচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হবে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। এছাড়া সম্মানীয় অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসেবে ক্রীড়া দপ্তরের সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব সুকান্ত ঘোষ, অলিম্পিয়ান জিমন্যাস্ট পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার প্রমুখ উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপতরের অধিকর্তা সত্যব্রত নাথ সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ফের লা লিগায় শীর্ষে ইয়ামালরা

লা লিগায় অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে দুরন্ত কামব্যাক বার্সেলোনার। ৭২ মিনিট পর্যন্ত ২ গোলে পিছিয়ে থেকেও ৪-২ গোলে জিতলেন লামিনে ইয়ামালরা। জোড়া গোল ফেরান তোরেসের। এই জয়ের ফলে রিয়াল মাদ্রিদকে টপকে ফের লা লিগায় শীর্ষে বার্সেলোনা।

দিন কয়েক আগে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের কাছে হেরে বিদায় নেয় অ্যাটলেটিকো। সেখানে বাতিল হয় জুলিয়ান আলভারেজের বিতর্কিত গোল। ঘরের মাঠে বার্সেলোনার বিরুদ্ধে তিনিই অ্যাটলেটিকোকে এগিয়ে দেন। ৭০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান সরলথ। দুই গোলে পিছিয়ে গিয়ে বার্সেলোনার প্রত্যাবর্তন তখন একপ্রকার অসম্ভব মনে হচ্ছিল। সেই কাজটাই শুরু করেন লেওয়ানডস্কি। ৭২ মিনিটে ব্যবধান কমান পোল্যান্ডের স্ট্রাইকার। বক্সের মধ্যে বুকে বল নামিয়ে চকিতের শটে গোল করে যান তিনি। ৭৮ মিনিটে হেডে ২-২ করেন তোরেস। অবশেষে সংযুক্তি সময়ে হান্সি ফ্লিকের দলকে জয়ের রাস্তা দেখান লামিনে ইয়ামাল। বক্সের বাইরে থেকে তাঁর শট অ্যাটলেটিকোর ডিফেন্ডারের গায়ে লেগে জালে জড়িয়ে যায়। আর ম্যাচ শেষের ঠিক আগের মুহূর্তে ফের গোল করেন তোরেস। এই জয়ের ফলে ২৭ ম্যাচে বার্সেলোনার পয়েন্ট দাঁড়াল ৬০। এক ম্যাচ বেশি খেলে রিয়ালের পয়েন্টও সমান। তবে শীর্ষে আছে কাতালান ক্লাবই। ২৮ ম্যাচে ৫৬ পয়েন্ট নিয়ে তৃতীয় স্থানে অ্যাটলেটিকো।

অন্যদিকে ইংল্যান্ডের কারাবাও কাপ চ্যাম্পিয়ন হল নিউক্যাসল ইউনাইটেড। ফাইনালে তারা লিভারপুলকে ২-১ গোলে হারায়। প্রায় ৭০ বছর পর বড় মাপের কোনও ট্রফি জিতল নিউক্যাসল। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে লেস্টার সিটিকে ৩-০ গোলে হারাল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। চেলসির বিরুদ্ধে ১-০ গোলে জয় পেল আর্সেনালও।

‘বড় ভুল করেছিলাম’, পাঁচ বছর আগের ঘটনা নিয়ে আইপিএলের আগে আবার আক্ষেপ ধোনির

মাঠের ভেতরে মাথা ঠান্ডা রাখার জন্য তাঁকে ‘ক্যাপ্টেন কুল’ বলে ডাকা হয়। সেই মহেন্দ্র সিংহ ধোনি অবশ্য সব সময় শান্ত থাকতে পারেন না। তাঁরও মাথা গরম হয়। সে রকমই একটি ঘটনার কথা ধোনি নিজেই উল্লেখ করলেন। আইপিএলের আগে পাঁচ বছর আগের একটি ঘটনার কথা মনে করিয়ে জানালেন, বড় ভুল করেছিলেন সে দিন।২০১৯ সালে রাজস্থানের বিরুদ্ধে একটি ম্যাচের কথা উল্লেখ করেছেন ধোনি। সেই ম্যাচের শেষ ওভারে রাজস্থানের বেন স্টোকস একটি স্লোয়ার বল করতে গিয়েছিলেন। তবে বল তাঁর হাত থেকে পিছলে ফুল টস হয়ে কোমরের উচ্চতায় উড়ে এসেছিল। বোলারের প্রান্তের আম্পায়ার ‘নো বল’ ডাকলেও, স্কোয়্যার লেগ আম্পায়ার সেই সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেন। ওই ঘটনাতেই ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন ধোনি। ডাগআউট থেকে মাঠে নেমে আম্পায়ারদের সঙ্গে অনেক ক্ষণ তর্ক করেন।ক্রীড়া সঞ্চালক মন্দিরা বেদির সঙ্গে এক আলাপচারিতায় ওই ঘটনা নিয়ে আক্ষেপের কথা জানিয়েছেন ধোনি। বলেছেন, ‘‘মেজাজ হারানোর ঘটনা অনেক বারই ঘটেছে। আইপিএলের একটা ম্যাচে আমি হঠাৎ করে মাঠে ঢুকে পড়েছিলাম। খুব বড় ভুল হয়েছিল ওটা।

সেটা ছাড়াও এমন বেশ কয়েকটা উদাহরণ রয়েছে যেখানে আমি কোনও কিছুতে মেজাজ হারিয়েছি।’

’কেমন এমনটা হয় সেটাও ব্যাখ্যা করেছেন ধোনি। বলেছেন, “আমরা এমন একটা খেলা খেলি যেটা খুব উত্তেজক। সব ম্যাচই জেতার একটা চাপ থাকে। তাই জন্যই আমি সবাইকে পরামর্শ দিই, রেগে গেলে বা বিরক্ত হলে নিজের মুখ বন্ধ রাখো এবং ঘটনার জায়গা থেকে সরে যাও। চাপ সামলাতে গভীর নিঃশ্বাস নিলেও অনেক সময় ভাল কাজ করে।”

দু’কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতিতে অভিযুক্ত সলমন খান, ক্রিকেট কর্তার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

নিজের দেশের বোর্ডের তহবিল থেকেই দু’কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতি করেছেন। এই অভিযোগে সলমন খানের বিরুদ্ধে শুরু হল তদন্ত। তিনি ক্রিকেট কানাডার মুখ্য কার্য্যনির্বাহী (সিইও)। ২০১৪ থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ক্যালগারি এবং ডিস্ট্রিক্ট ক্রিকেট লিগের সভাপতি থাকার সময়ে সলমন এই দুর্নীতি করেছেন বলে মনে করা হচ্ছে। কানাডার ক্যালগারি পুলিশ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, লিগের দু’লক্ষ ডলার বা প্রায় দু’কোটি টাকার আর্থিক দুর্নীতির পিছনে দু’জন ব্যক্তি জড়িত। তাঁদের এক জন সলমন। পুলিশের দাবি, এই অর্থ লিগের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং মেরামতির জন্য একটি বিশেষ সংস্থাকে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু সেই কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। উল্টে নিম্নমানের জিনিসপত্র উচ্চ দামে কেনা হয়েছে। সলমনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, চেকের মাধ্যমে ওই অর্থ নির্দিষ্ট কিছু ব্যবসায়ী এবং ঠিকাদারকে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের অ্যাকাউন্টেও সেই অর্থ পাঠানো হয়েছে। ক্রিকেট কানাডা জানিয়েছে, তারা আলাদা করে সলমনের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে। আইনি পরামর্শও নেওয়া হচ্ছে।

বিভিন্ন দিক থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে।

পশ্চিম জেলা দাবা সংস্থার সভা ৬ এপ্রিল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জরুরি সভা ৬ এপ্রিল। পশ্চিম জেলা দাবা সংস্থার। ওই দিন দুপুর ১২ টায় এন এস আর সি সি-র মিলনায়তনে হবে সভা। ওই সভার মধ্য দিয়েই পশ্চিম জেলা নতুন কমিটি গঠিত হবে। সভায় পশ্চিম জেলার সকল প্রাইমারি বডির দুজন করে সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য সভাপতি প্রশান্ত কুন্ডু অনুরোধ করেছেন।

কলকাতায় সংবর্ধিত ক্রীড়া সংগঠক সুজিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের উদ্যোগে ক্যালকাটা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের বি টি এ অনূর্ধ ১৩ মহিলা ফুটবল কোচিং স্কুলের কোচ প্রথম মহিলা অর্জুন খোলোয়াড় শান্তি মল্লিকের হাতে তুলে দেওয়া হলো ফুটবল। বুধবার সি এস জে সি তাঁবুতে এই অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হলেন প্যারিস অলিম্পিকে ভারতের পর্যবেক্ষক ত্রিপুরা টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের সচিব ড:সুজিত রায়। সংস্থার সচিব দেবপ্রিয় দাস জানান, সুজিত রায় শুধু টেনিস নয় ত্রিপুরার খেলাধুলার উন্নয়নে বিশাল ভূমিকা পালন করে চলেছেন। কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের সভাপতি সুজিত তাঁর ভাষণে বলেন কলকাতা স্পোর্টস ক্লাব শুধুমাত্র টেনিসে সীমাবদ্ধ থাকবে না। আগামীদিনে যে কোনো খেলার প্রয়োজনে থাকবে, যেমন আমরা সিএসজেসির মহিলা ফুটবলারদের পাশে থাকার অঙ্গীকার করছি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সচিব জহর দাস কলকাতা স্পোর্টস ক্লাবের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন বি ও এ সবসময়ে এই ধরনের উদ্যোগের পাশে থাকে এবং থাকবে

শুরুর আগেই ধাক্কা কেকেআরের

আইপিএলে নিজেদের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামার ছ’দিন আগে ধাক্কা খেল কেকেআর। চোট পেয়ে গোটা মরসুমের জন্য ছিটকে গেলেন জোরে বোলার উমরান মালিক। তাঁর জায়গায় নেওয়া হয়েছে ঘরোয়া ক্রিকেটের অভিজ্ঞ বোলার চেতন সাকারিয়াকে। রবিবার একটি বিবৃতিতে এ কথা জানিয়েছে কেকেআর।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের হয়ে ২০২১ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত খেলেছিলেন উমরান। সে সময় ঘণ্টায় ১৫৬ কিলোমিটারের বেশি গতিতে বল করে রাতারাতি শিরোনামে উঠে এসেছিলেন। ভারতের হয়ে অভিষেকও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বার বার চোট পাওয়ার কারণে গত বার হায়দরাবাদ তাঁকে ছেড়ে দেয়। কেকেআর মহা নিলামে উমরানকে ৭৫ লাখ টাকায় কিনেছিল। সে সময় উমরান বলেছিলেন, “কেকেআরের জার্সি পরার জন্য তর সইছে না। ওরা গত বারের চ্যাম্পিয়ন। আশা করি ওদের আরও একটা ট্রফি জেতাতে পারব।” সেই আশা এ বারের মতো অপূর্ণই থেকে যাচ্ছে উমরানের। গত বারের রঞ্জি ট্রফির আগে চোট পেয়েছিলেন উমরান। তার পরে তাঁর ডেঙ্গু হয়। সেটা সারতে না সারতেই গোড়ালিতে চোট পান। ফলে গত মরসুমে তিন ফরম্যাটে সে ভাবে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলাই হয়নি তাঁর। তবু কেকেআর তাঁর উপরে ভরসা রেখেছিল। তবে সেই চোটই ছিটকে দিল উমরানকে।এ দিকে, ইডেনে কেকেআর প্রস্তুতি শুরু করার পর থেকেই সাকারিয়াকে নেট বোলার হিসাবে দেখা যাচ্ছিল। ভরত অরুণের তত্ত্বাবধানে বোলিং করছিলেন তিনি। রবিবারের ঘোষণায় প্রমাণিত যে তাঁকে বিকল্প হিসাবেই তৈরি রাখছিল কেকেআর। গত বছরও তিনি কেকেআরে ছিলেন। তবে একটিও ম্যাচে খেলার সুযোগ পাননি। এখন দেখার এই মরসুমে তাঁর ভাগ্যে শিকে ছেঁড়ে কি না।

ঘরোয়া ফুটবল : সাফল্যের লক্ষ্যে এখন থেকেই জোর প্রস্তুতি মৌচাক ক্লাবের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সামনেই শুরু হবে রাজ্য ফুটবল সংস্থা পরিচালিত বিভিন্ন বিভাগে ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রাপ্ত খবর, এবছর বি ডিভিশনে বেশ ভালো দল গঠনই করতে চলেছে শহর দক্ষিণাঞ্চলের অন্যতম ক্লাব মৌচাক ক্লাব। সূত্রের খবর, চ্যাম্পিয়ন হওয়া নাকি মৌচাক ক্লাবের এবারের টার্গেট। মৌচাক ক্লাবের হয়ে এবার যে সব ফুটবলাররা মাঠে নামবেন তারা হলেন গোলরক্ষক হিসেবে অমিত জমাতিয়া।রক্ষণ ভাগে খেলতে দেখা যাবে মঙ্গল সিং জমাতিয়া, বিনোদ জমাতিয়া, সিয়ামা, জিতেন ও শক্তিকে। মাঝমাঠে রজনীকান্ত, শুভম, কাঁচাঙ, ডিঙডিং ও বিকন। ফরওয়ার্ডে খেলবেন ভানলাল কিমা ও বৈদ্য। মৌচাক ক্লাবের দল গঠনের দায়িত্ব এবার তন্ময়ের কাঁধে। এই তন্ময়ের হাত ধরেই গত বছর বি ডিভিশন থেকে এ ডিভিশনে খেলার ছাড় পত্র আদায় করেছিল কল্যাণ সমিতি ক্লাব। এবার মৌচাক ক্লাবের সম্পাদক জয়ন্ত চৌধুরী আস্থা রাখলেন তন্ময়ের উপর। তন্ময় খুবই পরিশ্রমী ছেলে এবং সৎ। তাই এবার মৌচাক ক্লাবের দল গঠন ও বেশ ভালো ভাবেই করলেন তন্ময়। মৌচাক ক্লাবের সম্পাদক সহ ক্লাবের কর্মকর্তারা আশাবাদী এবছর বি ডিভিশনে মৌচাকের ফুটবল দল নিজেদের সেরাটাই তুলে ধরবে মাঠে।

বাধ্য হয়েই পাটীদারকে অধিনায়ক করেছে বেঙ্গালুরু

২২ মার্চ আইপিএলের প্রথম ম্যাচেই কলকাতা নাইট রাইডার্সের মুখোমুখি রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এ বার বেঙ্গালুরু দল প্রায় পুরোটাই বদলে গিয়েছে। নতুন অধিনায়ক করা হয়েছে রজত পাটীদারকে। তবে স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়েই নাকি পাটীদারকে দায়িত্ব দিয়েছে বেঙ্গালুরু। কেকেআরের বিরুদ্ধে নামার আগে দলের গোপন কথা ফাঁস করলেন জিতেশ শর্মা।

বেঙ্গালুরুর ক্রিকেটার জিতেশ জানিয়েছেন, কোহলি রাজি না হওয়াতেই পাটীদারকে অধিনায়ক করা হয়েছে। তিনি বলেন, “সকলে যে দিন খবর পেয়েছে যে পাটীদার অধিনায়ক হবে, আমিও সে দিনই জানতে পেরেছি। তবে আগে থেকে একটা ইঙ্গিত ছিল। বিরাটভাই অধিনায়ক হতে চায়নি।” তবে কি কোহলিকে প্রথমে প্রস্তাব দিয়েছিল বেঙ্গালুরু? তিনিই প্রথম পছন্দ ছিলেন? কেন আবার অধিনায়ক হলেন না কোহলি?

সেই প্রশ্নের অবশ্য কোনও জবাব দেননি জিতেশ। তিনি বলেন, “আমি জানি না, কেন বিরাটভাই অধিনায়ক হতে চায়নি। আমি তো ম্যানেজমেন্টের লোক নই। জানতে পারলে জানিয়ে দেব। তিন বছর আগেই বিরাটভাই নেতৃত্ব ছেড়ে দিয়েছিল। ও হয়তো ভেবেছে, এ বারেও নেতৃত্বের চাপ নেবে না। বিরাটভাই রাজি না হওয়ায় পাটীদারই সবচেয়ে ভাল বিকল্প ছিল। তাই ওকেই অধিনায়ক করা হয়েছে।”

বেঙ্গালুরু এ বার তিন ক্রিকেটারকে ধরে রেখেছিল। তালিকায় কোহলি ছাড়া ছিলেন পাটীদার ও যশ দয়াল। সেই নিরিখে কোহলির পর পাটীদারই দলের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ক্রিকেটার। পাটীদারের উপর ভরসা দেখিয়েছেন জিতেশ। তিনি বলেন, “পাটীদার অধিনায়ক হিসেবে ভাল পছন্দ। ও এত বছর ধরে বেঙ্গালুরুর হয়ে খেলছে। ওর সঙ্গে আমি অনেক ক্রিকেট খেলেছি। আমি নিশ্চয়ই ওকে মাঠে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করব।”

এ বার দলে তারকার বদলে কার্যকরী ক্রিকেটার নেওয়ার চেষ্টা করেছে বেঙ্গালুরু। ফিল সল্ট, লিয়াম লিভিংস্টোন, ক্রুণাল পাণ্ড্য, ভুবনেশ্বর কুমার টিম ডেভিডের মতো ক্রিকেটার দলে রয়েছেন। অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে চেয়েছে তারা। এখন দেখার, নতুন দল প্রথম ম্যাচে গত বারের চ্যাম্পিয়ন কেকেআরের বিরুদ্ধে কেমন খেলে।

মাস্টার্স লিগেও কোটি টাকার বৃষ্টি!

বুড়ো হাড়ে ভেলকি! মাস্টার্স লিগে শচীন-যুবরাজদের দাপুটে পারফরম্যান্সকে এভাবেই আখ্যা দিচ্ছেন ভক্তরা। তবে শুধু মাঠে দাপট নয়, কোটি টাকার বৃষ্টি মাস্টার্স লিগেও। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ভারত। তারপর কত টাকা পেলেন শচীনরা?

দেশ-বিদেশের কিংবদন্তিরা জড়ো হয়েছিলেন মাস্টার্স লিগে। এক লহমায় যেন সময়কে পিছনে ফেলে দিয়েছিলেন শচীন-লারারা। রায়পুরের স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচের সাক্ষী ছিলেন ৪৭ হাজারের বেশি দর্শক। খালি হাতে ফেরেননি তাঁরা। ওয়েস্ট ইন্ডিজকে ৬ উইকেটে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। সেই সঙ্গে বিরাট অর্থপ্রাপ্তি ক্রিকেটারদেরও।

ফাইনালে সব থেকে বেশি চার মেরে ৫০ হাজার টাকা পেলেন রায়ডু। সেই সঙ্গে তিনটি ছক্কা মেরে আরও ৫০ হাজার টাকা পাচ্ছেন তিনি। সেই সঙ্গে ম্যাচের সেরাও হয়েছেন তিনি। তাই পাবেন আরও ৫০ হাজার টাকা। ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া বোলিং করেছেন শাহবাজ নাদিম (১২ রানে ২ উইকেট)। লক্ষ্মীলাভ ঘটছে তাঁর কপালেও।

এ তো গেল শুধু ফাইনালের কথা। গোটা টুর্নামেন্ট জুড়ে ৩৮টা চার মেরে ৫ লক্ষ টাকা পাচ্ছেন শ্রীলঙ্কার কুমার সঙ্গকারা। ২৫টি ছয় মেরে একই পরিমাণ অর্থ প্রাপ্তি অস্ট্রেলিয়ার শেন ওয়াটসনের। রানার্স আপ হয়ে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পাবে ৫০ লক্ষ টাকা। আর চ্যাম্পিয়ন ভারতের ভাঁড়ারে ঢুকছে এক কোটি টাকা। অবসরের গ্রহে গিয়েও কোটি টাকা আয় করছেন ভারতের ‘মাস্টার্সরা’।

উল্লেখ্য, মাস্টার্স লিগের ফাইনালে প্রথমে ব্যাট করে ওয়েস্ট ইন্ডিজ করে ১৪৮ রান। জবাবে ৫০ বলে ৭৪ রান করেন অম্বাতি রায়ডু। শচীন তেণ্ডুলকর ১৮ বলে ২৫ রান করেন। দুজনের জুটিতেই জয়ের অনেকটা কাছে পৌঁছে যায় ভারত। বাকি কাজ করে দেন যুবরাজ ও স্টুয়ার্ট বিনি। ৬ উইকেট হাতে নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারত।

‘ফলাফলেই স্পষ্ট সেরা কে’, ভারত-পাকিস্তান ক্রিকেট যুদ্ধ নিয়ে ছক্কা হাঁকালেন মোদি

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মঞ্চে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে টিম ইন্ডিয়া। গ্রুপ পর্বে পাকিস্তানকে দুরমুশ করেছে ভারত। এখনও তার রেশ কাটেনি ভক্তদের মধ্যে। এবার ভারত-পাক ক্রিকেট যুদ্ধ নিয়ে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সাফ জানিয়ে দিলেন, ফলাফলই বলে দিচ্ছে দুই দেশের দ্বৈরথে সেরা কোন দল?গ্রুপ পর্বে রীতিমতো দাপট রেখে পাক বাহিনীকে হারান রোহিত শর্মারা। সেঞ্চুরি হাঁকান বিরাট কোহলি। লেক্স ফ্রিডমানের পডকাস্টে ক্রিকেট নিয়েও মুখ খুললেন মোদি। সেখানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, দুদেশের মধ্যে সেরা কারা?প্রথমে একটু সাবধানেই খেলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, “যদি টেকনিকের দিক থেকে বলা হয়, তাহলে আমি বিশেষজ্ঞ নই। যাঁরা এই নিয়ে চর্চা করেন, তাঁরাই মতামত দিতে পারবেন যে, কোন প্লেয়ার সেরা।” তারপরই চিরাচরিত ঢংয়ে ছক্কা হাঁকালেন মোদি। বললেন, “কখনও কখনও ফলাফলই বলে দেয় কারা সেরা। কিছুদিন আগেই ভারত-পাকিস্তানের ম্যাচ হয়েছে। সেখানে ফলাফলই বলে দিয়েছে কোন দল সেরা। আমরা তো সেভাবেই জানতে পেরেছি।”তবে শুধু ক্রিকেট নয়, সব ধরনের খেলাধুলো নিয়ে মতামত রেখেছেন মোদি। তিনি বলেন, “খেলাধুলোর মধ্যে সেই শক্তি আছে, যা গোটা বিশ্বকে জাগিয়ে তুলতে পারে। সব দেশকে একত্রিত করতে পারে। তাই আমি সব সময় খেলাধুলোকে গুরুত্ব সহকারে দেখি। আমি বিশ্বাস করি, মানুষের বিবর্তনে খেলার ভূমিকা রয়েছে।”সেই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, তাঁর চোখে সেরা ফুটবলার কে? মোদির বলেন, “আটের দশকে যদি কাউকে জিজ্ঞেস করা হত, তাহলে একটা নামই সামনে আসত। তিনি মারাদোনা। ওই প্রজন্মের নায়ক ছিলেন মারাদোনা। তবে আজকের প্রজন্মকে জিজ্ঞেস করলেন তারা সঙ্গে সঙ্গে বলবে লিওনেল মেসি।”

বদলের বাংলাদেশের শিবভক্ত ক্রিকেটার!

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে জাতীয় দলের সুযোগ পাননি। বদলে বাংলাদেশে শিবপুজো করে রীতিমতো হইচই ফেলে দিলেন ক্রিকেটার লিটন দাস। তাঁর ভক্তিতে নেটপাড়ায় প্রশংসার বন্যা।

এর আগে বাংলাদেশে যখন হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল, তখন লিটনের বাড়িতেও ভাঙচুরে খবর ছড়িয়েছিল। পরে অবশ্য ফেসবুক পোস্ট দিয়ে সেই দাবি নস্যাতকরে দেন তিনি নিজেই। দেশজুড়ে হিংসার নিন্দা করে, মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। বদলের বাংলাদেশে এবার শিবরাত্রি পালন করলেন সেই লিটনই। ধর্মে হিন্দু। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে স্থানীয় একটি শিবমন্দিরে গিয়ে প্রার্থনা করতে দেখা গেল তাঁকে।

শিবপুজোর সেই ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছে লিটন। যা দেখে আপ্লুত বহু মানুষ। তালিকায় দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ক্রিকেটার কেশব মহারাজও। পোস্টে ’’হাতজোড় করে নমস্কারে’’র ইমোজি দিয়েছেন তিনি।

এদিকে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ছিটকে গিয়েছে আয়োজক দেশ পাকিস্তান। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের মুখোমুখি হবে মহম্মদ রিজওয়ানরা। বস্তুত নিউজিল্যান্ডে কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে টাইগাররাও। বাংলাদেশের হয়ে ৪৮ টেস্ট খেলেছেন লিটন দাস। রান করেছেন ২৭৮৮। জাতীয় দলের হয়ে ৯৪ ওয়ান ডে তাঁর সংগ্রহ ২৫৬৯ রান।

মঙ্গলকাব্য ও পুঁথি পাঁচালী পাঠ অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে আজ বনকুমারী সমর স্মৃতি ভবনে মঙ্গল কাব্য ও পুঁথি পাঁচালী পাঠ-২০২৫ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতি পৃথিবা খুবই প্রাচীন সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই সমাজ পরিচালিত হয়। সংস্কৃতিকে বাদ দিয়ে দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্ভব নয়। দেশকে এক সূত্রে আবদ্ধ করতে সংস্কৃতির ভূমিকাই প্রধান। তিনি বলেন, প্রকৃত মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে হলে নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া আবশ্যক।

অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত বলেন, নারী স্বশক্তিকরণে সংস্কৃতির ভূমিকা অপরিসীম। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপ্না দাস। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরে সহ-অধিকর্তা মনোজ দেববর্মা। অনুষ্ঠানে এলাকার ১০ জন মহিলাকে গৃহলক্ষীর সম্মাননা দেওয়া হয়। এছাড়া সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কুইজ প্রতিযোগীতা এবং মঙ্গল কাব্য, পাঁচালী পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শেষে অংশগ্রহণকারীদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ মার্চ।। আজ দুপুর আনুমানিক একটা কুড়ি মিনিটে বিশালগড় থেকে মাতাবাড়ি আসার সময় টিআর জিরো সেভেন ৯৮৮০ নাম্বারের বাইকের সাথে খাদ্য দপ্তরের রেশন সামগ্রী বুঝাই টি আর জিরো থ্রি ১৯৫৪ নাম্বারের লড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন বিশালগড় থেকে মাতাবাড়িগামী বাইকটি সরাসরি খাদ্য দপ্তরের রেশন সামগ্রী বোঝাই করা টি আর ০৩ নাম্বারের গাড়িটি ফুলকুমারী এক নং রেশন শপের মাল সরবরাহ করার পর জাতীয় সড়কে ওঠার সময় বাইকটির সাথে লরির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়।বাইক চালক বিশালগড় স্থিত রঘুনাথপুরের চরঞ্জিত দাস(বয়স ৩৩) ও তার স্ত্রী রনিতা সিং (২৬) দুজনেই জাতীয় সড়কে ঢলে পড়েন। প্রত্যক্ষদর্শীরা সাথে সাথে উদয়পুর অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের খবর দিলে, অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহত দুজনকে টেপানিয়া জেলা হসপিটালে নিয়ে যান।খবর লেখা পর্যন্ত দুজনেরই চিকিৎসা চলছে টেপানিয়া জেলা হসপিটাল। খবর পেয়ে রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ এবং ওসি বাবুল দাস ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাইক ও গাড়ি দুটিকে থানায় নিয়ে আসেন।এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য যানজটের সৃষ্টি হয়। জাতীয় সড়কে প্রায় প্রতিদিনই দুর্ঘটনা লেগেই আছে।পথ চলতি মানুষ থেকে সাধারণ মানুষ অজানা আশঙ্কায় ভুগছেন। ট্রাফিক দপ্তরকে গাড়ির গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আরও সক্রিয় ভূমিকার নেওয়ার আহ্বান করেছেন যাত্রীগণ ও পথ চলতি মানুষ।

চুরি যাওয়া স্বর্ণালংকার সহ আটক চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ মার্চ : বিল্ডিংয়ের কাজ করতে গিয়ে মালিকের ঘর থেকে স্বর্ণালঙ্কার এবং টাকা নিয়ে পালিয়ে যায় শ্রমিক। আমতলী থানার পুলিশ পুলিশ তদন্তে নেমে চুরি যাওয়া বিভিন্ন স্বর্ণালঙ্কার, নগদ টাকা সহ কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

আমতলী থানার সেকেন্ড অফিসার মৃণাল পাল জানিয়েছেন, গত ২৩ মার্চ মধুপুর এলাকাস্থিত রিথন মিয়া বাড়িতে বিল্ডিংয়ের কাজ করতে গিয়েছিলেন লিটন দেব নামে এক ছেলে। পরবর্তী সময়ে মালিকের ঘর থেকে স্বর্ণালঙ্কার এবং টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল সে। পরবর্তী সময়ে ওই দোকানের মালিক আমতলী থানায় মামলা দায়ের করেছেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল। বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে কমলপুর থেকে তাকে আটক করে পুলিশ। তাকে থানায় নিয়ে গিয়ে জোর জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চুরি করার বিষয়টি স্বীকার করেন। তার কাছ থেকে স্বর্ণালঙ্কার সহ নগদ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ওই চুরির টাকা দিয়ে সে একটি টিভি কিনেছিল। সেই টিভিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আজ তাকে পুলিশ রিমান্ড চেয়ে তাদের আদালতে তোলা হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হানা দিল চোরের দল, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ মার্চ: বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চোরের হানা। গতকাল গভীর রাতে চোরেরা হানা দিয়ে চুরিকাণ্ড সংঘটিত করে বিলোনিয়া মহকুমার ঋষ্যমুখ ব্লকের প্রনবানন্দ বিদ্যামন্দির বিদ্যালয় ও পার্শবর্তী ঋষ্যমুখ দ্বাদশ শ্রেণী বাংলা মিডিয়াম স্কুলে। দুটি বিদ্যালয় থেকে চোরের দল প্রায় তিন চার ঘণ্টায় ৩০টি শ্রেণীকক্ষের তালা ভেঙ্গে ফেলে। পাশাপাশি দুটি বিদ্যালয়ের স্টাফ রুমের তালা ভেঙ্গে ভিতরে ঢুকে চোরেরা ২৫ টির মত আলমারি ভেঙ্গে জিনিসপত্র তছনছ করে।

এছাড়াও প্রিন্সিপাল ও প্রধান শিক্ষকের টেবিলের ড্রয়ার সহ অন্যান্য টেবিলের ড্রয়ারগুলিও ভেঙে জিনিসপত্র তছনছ করে ফেলে। আজ সকাল দশটা নাগাদ বিদ্যালয়ের কর্মীরা বিদ্যালয়ে এলে ঘটনা দেখতে পেয়ে চমকে ওঠে এবং বিদ্যালয়ের সকল কর্তৃপক্ষকে ডেকে এনে পরবর্তী সময়ে ঋষ্যমুখ ফাঁড়ি থানায় খবর দেওয়া হয়। প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির কর্তৃপক্ষ জানায় দীর্ঘ বছরের মধ্যে এই প্রথম এই ধরনের ঘটনা। চোরের দল সেকশনের আলমারির লকার ভেঙ্গে প্রায় ৫০ হাজার নগদ টাকা নিয়ে যায়। একই সাথে সিসি ক্যামেরার হার্ডডিস্ক খুলে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে হার্ডডিস্ক ভেঙে মেমোরি কার্ড নিয়ে যায়। নগদ টাকা এবং আলমারির টেবিলের ড্রয়ারে যা নষ্ট করেছে সব মিলিয়ে প্রায় লক্ষাধিক টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে জানায় কর্তৃপক্ষ। তারা এই ধরনের ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তক্রমে চোরেদের গ্রেপ্তার এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

খোয়াইয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ মার্চ: খোয়াই মহকুমা শাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আজ প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসক চারু ভার্মা বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। বৈঠকে মহকুমা শাসক চারু ভার্মা প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলায় সব অংশের জনগণকে সতর্ক ও সচেতন থাকার আহ্বান জানান।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসনের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রোগ্রাম অফিসার সংগীতা সরকার, খোয়াই ব্লকের অতিরিক্ত বিডিও নেপাল নাথ, মহকুমা অগ্নিনির্বাপক আধিকারিক অমল দেববর্মা সহ টিএসআর, আরক্ষা, পূর্ত, ডিডব্লিওএস, জলসম্পদ, শিক্ষা, বন, বিদ্যুৎ সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগন।

নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ : নেশা সামগ্রী বিক্রয় করতে গিয়ে জনতার হাতে আটক এক যুবক। ওই ঘটনায় উদয়পুর খিলপাড়া --- ভাঙ্গার পাড় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরবর্তী সময়ে ওই যুবককে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে উদয়পুর মহকুমার খিলপাড়া --- ভাঙ্গার পাড় এলাকায় কিছু যুবক নেশা সামগ্রী বিক্রি করে আসছিল।এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে বহুবার স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়ে কাজের কাজ কিছু না হয়নি। অবশেষে আজ সকাল থেকে নেশা বিক্রেতাদের জালে তোলার জন্য উত পেতে বসে থাকেন এলাকাবাসী। অবশেষে ওই এলাকার যুবক কৃষ্ণ দত্ত একটি অটোতে প্রচুর পরিমাণে মদ এবং নেশা সামগ্রী নিয়ে বিক্রয় করতে আসলে এলাকাবাসীরা আটক করে। সাথে গাড়িটিকে আটক করে তাঁরা। পরবর্তী সময়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন এলাকাবাসী

তেলিয়ামুড়ায় প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশীপ প্রকল্প নিয়ে সচেতনতামূলক শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ: খোয়াই জেলা প্রশাসন এবং ইনস্টিটিউশন্যাল ফিন্যান্স দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে গতকাল তেলিয়ামুড়ার চিত্রাঙ্গদা কলাকেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্প, ক্ষুদ্র সঞ্চয় প্রকল্প, সাইবার অপরাধ এবং নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানীর বিষয়ে এক দিনের সচেতনতামূলক শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা বিধানসভার সরকারি মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

শিবিরে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা সিংহ রায়, তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস-চেয়ারম্যান নির্মল সুত্রধর, খোয়াই জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা রজত পন্থ, স্বল্প সঞ্চয় ও ইনস্টিটিউশন্যাল ফিন্যান্স অধিদপ্তরের অধিকর্তা রাখি বিশ্বাস, তেলিয়ামুড়া ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিপ্লব আচার্য্য, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রতিনিধি এবং ত্রিপুরা পুলিশের সাইবার সেল-এর আধিকারিকগণ।স্বাগত বক্তব্য রাখেন ডিসিএম অমিত রায় চৌধুরী।

সভাপতিত্ব করেন তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার। সচেতনতামূলক শিবিরে প্রধানমন্ত্রী ফ্লাগশিপ প্রকল্প, সাইবার অপরাধ, ডিজিটাল পেমেন্ট, স্বল্প সঞ্চয়, নন ব্যাঙ্কিং ফিনান্সিয়াল কোম্পানী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ ও অতিথিগণ আলোচনা করেন। সচেতনতামূলক শিবিরে বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী, স্বসহায়ক দলের প্রতিনিধিগণ সহ এলাকার জনগণ উপস্থিত ছিলেন।

মন্দির পরিদর্শনে বিধায়িকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৯ মার্চ: দীর্ঘদিন ধরেই স্ব-মহিমায় বহাল রয়েছে শিববাড়ির শিব মন্দির। প্রতিবছর বিশেষ করে শিব চতুর্দশীর সময়ে এই শিব মন্দিরে বিভিন্ন অংশের শিব ভক্তদের ভিড় পরিলক্ষিত হয় এবং শিব পূজাকে কেন্দ্র করে আকর্ষণীয় মেলা অনুষ্ঠিত হয় পার্শবর্তী টাউন হলের মাঠে।

এরই মধ্যে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় উদ্যোগ গ্রহণ করে এই শিব মন্দিরের পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করার মধ্য দিয়ে এই মন্দির''কে প্রকৃত অর্থে তীর্থস্থানে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

এই সিদ্ধান্ত''কে বাস্তবায়িত করার জন্য বুধবার বিধায়িকার নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল এই শিব মন্দির পরিদর্শন করেন এবং বিভিন্ন স্তরের এলাকাবাসী সহ মন্দিরের সাথে যারা যুক্ত রয়েছেন তাদের সকলের সাথে কথা বলেন।

গোটা বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমকে অবগত করতে গিয়ে বিধায়িকা কল্যাণী সাহা রায় দাবি করেন, আগামী দিনে যাতে করে এই শিব মন্দির প্রকৃত অর্থে তীর্থস্থানে পরিণত হয় তার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগে গ্রহণ করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে বিধায়িকার স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে, আগামী দিনে যাতে করে এই শিব মন্দির সকল স্তরের শিব ভক্তদের আরাধনার কেন্দ্র স্থল হিসেবে পরিণত হওয়ার মধ্য দিয়ে প্রকৃতভাবেই ধর্মীয় তীর্থস্থানে পরিণত হয় তার জন্য পরিকল্পনা করে কাজ এগিয়ে যাবে। বিধায়িকার সাথে বুধবার তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারপার্সন রূপক সরকার সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা সামিল ছিলেন।

সীমান্ত এলাকাতে সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম জারি রেখেছে বিএসএফ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: সোনামুড়া মহকুমার প্রায় প্রতিটি সীমান্ত এলাকাতেই সিভিক অ্যাকশন প্রোগ্রাম জারি রেখেছে বিএসএফ। মূলত, সীমান্তবাসীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

বুধবার ঘিলামুরা স্কুলে হয় বিএসএফ সিভি এক্যাশন প্রোগ্রাম। বিএসএফ ৮১ নং বাহিনীর বাতাদোলা বিওপির উদ্যোগে হয় এই সিভিক একশন প্রোগ্রামটি। যাতে এক লক্ষ ৪২ হাজার ৭০০ টাকা মূল্যে বিভিন্ন খেল সামগ্রী কৃষি সামগ্রী মহিলাদের সেলাই মেশিন এবং দুটি ট্রাই সাইকেল প্রদান করা হয়। বিওপির অন্তর্গত তিনটি পঞ্চায়েতের লোকেদের মধ্যে এই সরঞ্জাম গুলো বিতরণ করা হয়। তিনটি পঞ্চায়েত যথাক্রমে বাতাদোলা, ফকিরাদোলা এবং মতিনগর। এদিকে, পঞ্চায়েত এলাকার মানুষের মধ্যে সামগ্রীগুলো বিতরণ করা হয়।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বিএসএফ এ ধরনের প্রোগ্রাম সীমান্তবর্তী অঞ্চলের মানুষদের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান এবং সীমান্ত এলাকার মানুষদের সঙ্গে বিএসএফের সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় করার জন্য করা হয়

খোয়াইয়ে জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের সাথে সৌজন্য সাক্ষাত সিপিআই(এম) প্রতিনিধিদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৯ মার্চ: খোয়াই জেলার নতুন জেলাশাসক ও নতুন পুলিশ সুপারের সাথে বুধবার সৌজন্যমুলক সাক্ষাতে মিলিত হলেন সিপিআই(এম) খোয়াই মহকুমা কমিটির নেতৃবৃন্দ। পাঁচজনের প্রতিনিধিদল এদিন দুই আধিকারিকের সাথে তাদের নিজ নিজ অফিসকক্ষে মিলিত হয়ে জনস্বার্থ সংশ্লিষ্ট পৃথক পৃথক দাবীসনদ তুলে দেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন সিপিআই (এম) খোয়াই জেলা সম্পাদক পদ্মকুমার দেববর্মা, মহকুমা সম্পাদক নির্মল বিশ্বাস, মহকুমা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কানন দত্ত ও মনোজ দাস প্রমুখ। সিপিআই(এম) খোয়াই মহকুমা কমিটির প্রতিনিধিদল এদিন প্রথমেই খোয়াই জেলার নতুন পুলিশ সুপার রাণাদিত্য দাসের সাথে সাক্ষাত করে উনার হাতে দাবীসনদ সম্বলিত একটি স্মারকলিপি তুলে দেন। এসময় প্রতিনিধিদলটি পুলিশ সুপারকে জানান যে, খোয়াই মহকুমা সহ পুরো খোয়াই জেলা নেশা ও ড্রাগস সহ সর্বনাশা জুয়ার কবলে। এর ফলে সম্ভাবনাময় ছাত্র ও যুব সমাজের একাংশ বিপথগামী হচ্ছে। গরীব শ্রমজীবী মানুষের একটি অংশও এর শিকার। সর্বস্বান্ত হচ্ছে তারা। পারিবারিক অশান্তি দেখা দিচ্ছে। ড্রাগস ও নেশার রমরমা আইন শৃঙ্খলাজনিত পরিস্থিতিকেও প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। সি পি আই (এম) এর নেতৃবৃন্দ ড্রাগস ও নেশা সহ জুয়ার বিরুদ্ধে আরো কঠোর পুলিশী পদক্ষেপের দাবী জানান পুলিশ সুপারের কাছে।

এছাড়া পার্টির মহকুমা কমিটির প্রতিনিধিদলটি জেলা সদরের দুর্বল ট্রাফিক সমস্যা , যানজট, অটো ও টমটমের একাংশের চালকদের ট্রাফিক বিধি অমান্য করার প্রবণতা ও জাতীয় সড়কে ট্রাফিক সমস্যার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক যান দুর্ঘটনায় একাধিক লোকের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনার কথা উল্লেখ করে এসব ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত কার্য্যকরী পুলিশী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবীও জানান পুলিশ সুপারের কাছে। সাধারণ মানুষের সহায় সম্পদ ও জানমালের নিরাপত্তা বিধানে নৈশকালীন পুলিশী প্রহরা আরো জোরদার করার দাবীও জানান নেতৃবৃন্দ।এর পরেই সিপিআই (এম) খোয়াই মহকুমা কমিটির প্রতিনিধিদলটি সৌজন্য সাক্ষাত করেন জেলার নতুন জেলাশাসক রজত পন্থের সাথে। এ সময় প্রতিনিধিদলের সদস্যরা জেলা শাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে জানান যে, বিগত কয়েক মাস আগে কাজ করেও জবকার্ডধারী রেগা প্রকল্পের শ্রমিকেরা এখনো তাদের প্রাপ্য মজুরি থেকে বঞ্চিত। জেলার ছয়টি ব্লকেই এই অবস্থা। ফলে সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলো আর্থিক অভাব অনটনের শিকার। অতি দ্রুত রেগার কাজের মজুরির অর্থ মিটিয়ে দেওয়ার জন্য জেলা শাসকের কাছে দাবী জানান।এছাড়াও সীমান্ত এলাকায় উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ বাতির কারণে কৃষিজাত ফসলহানি ও প্রান্তিক কৃষকদের ক্ষয়ক্ষতি ও কাঁটাতারের বেড়ার জীর্ণদশা ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করে এসব ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও কাঁটাতারের বেড়ার সংস্কারের দাবী জানান সি পি আই (এম) নেতৃত্বরা। এছাড়াও সীমান্ত অপরাধ দমনে বি এস এফ এর জোরদার নজরদারি ও জেলার সর্বত্র পানীয় জলের সুব্যবস্থা নিশ্চিত করার দাবীও জানায় সিপিআই(এম) এর খোয়াই মহকুমা কমিটির প্রতিনিধিদলটি। জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার দুজনেই সংশ্লিষ্ট দাবীসনদের সাথে সহমত পোষণ করেন ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন।

জেলাভিত্তিক লোকসংস্কৃতি উৎসব অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১৯ মার্চ: আজ বিশ্রামগঞ্জের শচীন দেববর্মণ কলাক্ষেত্রে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে এবং সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয়েছে সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক লোকসংস্কৃতি উৎসব। উৎসবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত বলেন, সুস্থ সংস্কৃতি সমাজ গঠনে একটি প্রধান হাতিয়ার। রাজ্যের বর্তমান সরকার তাই উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশেও নানা কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রাজ্য সরকার সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশের মধ্য দিয়ে এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা গড়ে তুলতে চায়।

সম্মানিত অতিথির ভাষণে সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলাশাসক রিস্ক লাথের বলেন, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে ত্রিপুরা এক বৈচিত্রময় সংস্কৃতির ভান্ডার। এটাই আমাদের দেশের বৈশিষ্ট। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপ্লব চক্রবর্তী। স্বাগত বক্তব্য রাখেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উপ অধিকর্তা পাঞ্চালী দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিশ্রামগঞ্জ গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান রূপালী সরকার। অনুষ্ঠানে লোকসংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য সিপাহীজলা জেলার ১০ জন বিশিষ্ট লোকশিল্পীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা শান্তিপূর্ণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ:ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত উচ্চতর মাধ্যমিকের সোসিওলজি পরীক্ষা আজ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়েছে। রাজ্যে ৬০টি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের অন্তর্গত সবগুলি পরীক্ষাস্থলের অবস্থা শান্তিপূর্ণ ছিল।

সারা রাজ্যে সোসিওলজি পরীক্ষায় বসেছিল ২০৯ জন। এর মধ্যে ছাত্র ১১৩ জন ও ছাত্রী ৯৬ জন। ১ জন ছাত্র পরীক্ষায় অনুপস্থিত ছিল। ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার ৯৯.৫২ শতাংশ। ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে জানানো হয়েছে আগামী ২১ মার্চ উচ্চতর মাধ্যমিকের কম্পিউটার সায়েন্স, মিউজিক বিষয়ে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

অভিচরণ বাজারে নবনির্মিত মার্কেট স্টল উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: মোহনপুর মহকুমাধীন লেফুঙ্গা ব্লকের অন্তর্গত অভিচরণ বাজারে নব নির্মিত মার্কেট স্টল উদ্বোধন হয় বুধবার। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদের পিডব্লিউডি দপ্তরের কার্য্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববার্মার হাত ধরে আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হয় নবনির্বিত মার্কেট স্টলের। ৯ লক্ষ ৮২ হাজার টাকায় নির্মিত হয় ৩টি স্টল বিশিষ্ট এই নবনির্মিত মার্কেট স্টলটি। এদিন উপস্থিত ছিলেন কার্য্যনির্বাহী সদস্য রুনিয়েল দেববর্মা, এডিসির পশ্চিম জোনাল জে.ডি.ও সত্যজিৎ দেব্বর্মা, এসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর এগ্রি সিদ্ধার্থ দেববর্মা, অভিচরণ ভিসির চেয়ারম্যান সুকুমার দেব্বর্মা, ওয়াইটিএফ লেফুঙ্গা ব্লক সভাপতি প্রশান্ত দেববর্মা সহ স্থানীয় জনগণ।

এই মার্কেট স্টল উদ্বোধন নিয়ে রুনিয়েল দেববর্মা সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন অভিচরণ বাজারে আজ ৩টি স্টল বিশিষ্ট মার্কেট স্টল উদ্বোধন হলো এবং অভিচরন বাজারের উন্নয়নে একাধিক পরিকল্পনা রয়েছে। ইতিমধ্যে ৪০টি স্টল বিশিষ্ট সুপার মার্কেটের কাজ চলছে। রাস্তা ঘাট,মার্কেট স্টল,সহ বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন হচ্ছে। আগামী দিনেও এডিসিতে আরো উন্নয়নমূলক কার্য্য সংঘটিত করা হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে বিধবা মহিলার মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ডেপুটেশন দিল মহিলা মোর্চা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৯ মার্চ: বিলোনিয়া থানাধীন পূর্ব কলাবাড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের গাছবাড়িয়া এলাকার নিজ বাড়িতে সন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে বিধবা মহিলা পূর্নিমা দে সাহার মৃত্যুর ঘটনায় সরব হলো মহিলা মোর্চা। ১০ বছর আগে মৃত্যু হয়েছে মহিলার স্বামীর। দশ বছর পরে আচমকাই জানা যায় ওই মহিলা অন্তঃসত্ত্বা। বিধবা মহিলার মৃত্যুর ঘটনায় দোষীদের শাস্তির দাবি তুলে বুধবার সন্ধ্যায় বিলোনিয়া মন্ডলের মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস রিশবের কাছে।

মন্ডল মহিলা মোর্চার সভানেত্রী মল্লিকা পালের নেতৃত্বে মহিলা নেত্রী ও কার্য্যকর্তারা মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের কার্য্যালয়ে গিয়ে বলেন পুলিশ আধিকারিকের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত ক্রমে দোষীকে গ্রেপ্তার করে শাস্তির দাবির পাশাপাশি নেশার বিরুদ্ধে কঠোরভাবে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য দাবী জানান। মহকুমা পুলিশ আধিকারিক আইপিএস রিশব সবকিছু শুনে পদক্ষে গ্রহন করবেন বলে আশ্বস্ত প্রদান করেন মহিলা মোর্চার প্রতিনিধিদের।

জানা যায়, গতকাল সকালে সন্তান জন্ম দিতে গিয়ে ৪০ বছর বয়সের বিধবা নারী পূর্ণিমা দে সাহার মৃত্যু হয়। চাঞ্চল্যকর ঘটনা হল দশ বছর আগে স্বামী প্রয়াত হয়েছেন ওই মহিলার। বাড়িতে পূর্ণিমা দে সাহা সহ তার বৃদ্ধ মা ঝুলন দে কে সাথে নিয়ে থাকতেন। কি করে দশ বছর আগে বিধবা হওয়া মহিলা গর্ভবতী হলেন এই নিয়ে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। এই ঘটনার জন্য মহিলা মোর্চার পক্ষ থেকে তীব্র নিন্দা জানানো হয়।

অভয়নগরে পুকুরের সংস্কার কার্য পরিদর্শনে মেয়র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: আগরতলা শহর এলাকার প্রত্যেকটি পরিত্যক্ত পুকুর ও জলাশয় সংস্কার করে ব্যবহারযোগ্য ও দৃষ্টিনন্দর করে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে আগরতলা পুর নিগম। আগরতলা শহর এলাকার অধিকাংশ পুকুরই প্রায় পরিত্যাক্ত অবস্থায় পড়েছিল দীর্ঘদিন। পুর নিগম প্রতিটি পুকুরকে সংস্কারের কাজে হাত দিয়েছে। ইতিমধ্যেই শহরের অনেকগুলি পুকুরের সংস্কার করা হয়েছে। বুধবার অভয়নগর বাজার সংলগ্ন পুকুরটি এবং পশুপালন দপ্তর সংলগ্ন পুকুরটির সংস্কার কাজ ঘুরে দেখেন মেয়র দীপক মজুমদার। তাছাড়াও ছিলেন পুর কমিশনার শৈলেশ কুমার যাদব, কর্পোরেটর হীরালাল দেবনাথ সহ অন্যান্যরা।

প্রসঙ্গত এ দুটি পুকুর সংস্কারে প্রায় ৪ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে জানান মেয়র। পুকুরগুলোকে সংস্কার করে যাতে ব্যবহারযোগ্য করা যায় এবং এলাকার পরিবেশ দৃষ্টিনন্দন করা যায় সেই লক্ষ্যেই এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে বলে তিনি জানান। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মেয়র বলেন আগরতলা শহর এলাকার যতগুলো পুকুর পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে সবগুলি পুকুর পুর নিগম এবং স্মার্ট সিটি প্রকল্পের আওতায় সংস্কার করা হবে।

এনএসএস ইউনিটের সপ্তাহব্যাপী শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ মার্চ: বুধবার থেকে উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে শুরু হয়েছে সপ্তাহব্যাপী বিশেষ শিবির। উইমেন্স কলেজ এনএসএস ইউনিটের উদ্যোগে বুধবার শুরু হয়েছে সাতদিনব্যাপী বিশেষ শিবির। উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটর হিমানী দেববর্মা। সম্মানীত অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক সুকান্ত সরকার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন. নিবেদিতা ধর।সভানেত্রীর আসন অলংকৃত করেন উইমেন্স কলেজের অধ্যক্ষা শর্বরী নাথ।

এদিন অতিথিদের দ্বারা উন্মোচিত হয় সংবাদবাহী। অধ্যাপক অধ্যাপিক